# বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

## তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

| পত্রাঙ্ক | প্রদানের তারিখ | গ্রহণের তারিখ | পত্রাঙ্ক | প্রদানের তারিখ | গ্রহণের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] 1917 | [illegible] | | | |

| পত্রাঙ্ক | প্রদানের তারিখ | গ্রহণের তারিখ | পত্রাঙ্ক | প্রদানের তারিখ | গ্রহণের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# দাদাভাই নৌরোজী।

* ❋ *

শ্রীজীবনকুমার ঠাকুরতা প্রণীত।

* ❋ *

জিলা ফরিদপুর -
মস্তাফাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩১ সাল।

মূল্য ||৵০ দশ আনা মাত্র।

# দাদাভাই নৌরোজী।

শ্রীজীবনকুমার ঠাকুরতা প্রণীত।

জিলা ফরিদপুর—
মস্তাফাপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩১ সাল।

মূল্য ।।৵০ দশ আনা মাত্র

# নিবেদন

মহাশক্তির কৃপাকণা যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছে মূক হইলেও সে বাচাল, পঙ্গু হইলেও সে গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ। ঐ শক্তির বিন্দুমাত্র অধিকারী হইবার ভাগ্য গ্রন্থকারের ঘটিয়াছে কিনা তাহা ঘোর সন্দেহের বিষয় হইলেও, মূক হইয়া বাচালত্বের এবং পঙ্গু হইয়া গিরিলঙ্ঘনের স্পর্দ্ধা তাহার মধ্যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান। এই ধৃষ্টতার জন্য পাঠকবর্গের নিকট তাহার ক্ষমা ভিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভারতরাষ্ট্রক্ষেত্রে দাদাভাই স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্ভূ। পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থকারের পক্ষে দাদাভাইয়ের পরিচয় প্রদান খদ্যোতিকার পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবের পরিচয় দানের ন্যায় হাস্যকর হইলেও সে উহাতে ব্রতী হইয়াছে। এ কার্য্যের কোন যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ত গ্রন্থকারের আছে কিনা বলা যায় না; তবে কথামালার নিরীহ মেষশাবককে সংহারকামী জম্বুকেরও একটা কৈফিয়তের অভাব হইয়াছিল না, এবং সে হিসাবে গ্রন্থকারেরও যে একেবারে কিছু বলিবার নাই তাহা নহে।

১৯১৮ অব্দে গ্রন্থকার যখন রাজবন্দী অবস্থায় মেদিনীপুর জেলের অতিথিশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার সাহিত্য-উদ্যমের প্রথম ফলস্বরূপ তাহার এই দাদাভাই নৌরোজী। বাংলাভাষায় দাদাভাই নৌরোজীর জীবনী তেমনভাবে লিখিত হয় নাই, যাহাও লিখিত হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার জীবনের বিশেষত্বের দিকটায় তেমন রেখাপাত হয় নাই। দাদাভাইয়ের জীবনের বিশেষত্বের দিকটাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নে চন্দননগর নিবাসী অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার উৎসাহ ভিন্ন গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশ পাইত কিনা সন্দেহের বিষয় ছিল। এজন্য তাঁহাকে আমার সভক্তি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ওলপুর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ,বি-এল, মস্তাফাপুর নিবাসী জমিদার শ্রীমান্ নিকুঞ্জবিহারী বণিক ও মৎকনিষ্ঠ শ্রীমান্ জীবনবিহারী মৈত্রের নিকটেও এই পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ আছি। এই পুস্তকের উপাদান প্রায় সর্ব্বাংশেই G. A. Natesan এবং Ganesh Companyর প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রাদি হইতে সংগৃহীত; এজন্য তাহাদিগকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—
১৮ই বৈশাখ, সন ১৩৩১ সাল।

বিনীত—

**শ্রীজীবনকুমার ঠাকুরতা।**

# দাদাভাই নৌরোজী।

—— *✱* ——

## প্রথম খণ্ড।



—*✱*—

### (১)

### বাল্যজীবন।

১৮২৫ খৃঃ অব্দেব ৪ঠা সেপ্টেম্বব তাবিখে বোম্বাই নগবে, কোনও পার্শী পুবোহিত পবিবাবে আমাদেব দাদাভাই জন্মগ্রহণ কবেন। চাবি বৎসব বয়সে দাদাভাই পিতৃহীন হয়েন। পিতৃহীন বালক মাতাব যত্নে প্রতিপালিত হইযা পিতাব অভাব বড একটা বোধ কবে নাই। পিতৃবিযোগেব পব দাদাভাইব মাতাকে দাদাভাইব মাতুল পিতৃহীন বালকেব যাহাতে পডা-শুনাব কোনরূপ অসুবিধা না হয তজ্জন্য যথেষ্ট সাহায্য কবেন। দাদাভাই বোম্বাইযেব এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজেব ( তৎকালীন Elphinstone Institution ) ছাত্র ছিলেন। এই কলেজে অধ্যযন কাল হইতেই তাঁহাব প্রতিভাব প্রথম বিকাশ আবম্ভ হয়। ছাত্রজীবনে প্রথম পাবিতোষিক গ্রহণের পাত্র একমাত্র দাদাভাই ব্যতীত অন্য কেহই ছিলেন না। ১৮৪৫ অব্দে দাদাভাইয়েব পাঠ্য জীবন শেষ হয়। বোম্বাইযের তাৎকালিক প্রধান বিচারক ( Chief Justice ) ও শিক্ষাবিভাগেব সভাপতি স্যার

প্যারি ( Erskin Perry ) দাদাভাইয়ের অমানুষিক প্রতিভা দর্শনে এতই আশ্চর্যান্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজ হইতে অর্দ্ধেক ব্যয় দিয়া দাদাভাইকে আইন পড়িবার জন্য বিলাত পাঠাইতে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হয়েন ; এবং বোম্বাইস্থ অপরাপর পার্শী সমাজপতিগণ অপরার্দ্ধ ব্যয় পূরণ করতঃ দাদাভাইকে বিলাত পাঠাইতে সম্মত কিনা তৎসম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। পার্শীসম্প্রদায়ের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে দুই তিন জন বিলাত যাইয়া খৃষ্টান হওয়ায়, পার্শীসমাজপতিগণ, দাদাভাইও পাছে বিলাত যাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এই ভয়ে দাদাভাইকে বিলাত পাঠাইতে অসম্মত হয়েন। বিলাত যাইবার প্রস্তাব স্থগিত হইলে পর দাদাভাই বোম্বাই সরকারের দপ্তরে ( Government Secretariat ) কোনও চাকুরী পাইবার জন্য চেষ্টা করেন ; কিন্তু কোন সামান্য কারণে এই স্থানে চাকুরী না হওয়ায় তিনি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশীয় সহকারীদের মধ্যে প্রধান সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৫০ অব্দে তিনি এই বিদ্যালয়েই অঙ্ক শাস্ত্রের ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের ( Natural Philosophy ) সহকারী অধ্যাপকের পদে উন্নীত হয়েন এবং অল্প কয়েক বৎসর পরেই ১৮৫৪ অব্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব দাদাভাই ই প্রথম প্রাপ্ত হয়েন। দাদাভাই অধিক দিন অধ্যাপকের কার্য্য করেন নাই ; কিন্তু তাহা না করিলেও যে অল্পদিন তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন তাহাই দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া তাঁহার পদ গৌরব তিনি সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৬ অব্দে তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করেন এবং লণ্ডনে নবপ্রতিষ্ঠিত কামা কোম্পানী নামে প্রসিদ্ধ পার্শী কোম্পানীর কার্য্যোপলক্ষে বিলাত

াত্রা করেন। দাদাভাই নিজেও এই কোম্পানীর একজন অংশীদার ছিলেন।

## (২)

## বোম্বাই বাসীর সেবা।

শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতে বিলাত যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৪৫ হইতে ১৮৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত দাদাভাই স্বদেশের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন তাহা তাহার পরজীবনের কার্য্য সমূহ হইতে কোনও অংশে কম উল্লেখযোগ্য বা স্বার্থত্যাগের বিষয় নহে। দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে তিনি অধ্যক্ষ পেটনের ( Patton ) সাহায্যে ছাত্রীয় "সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি" ( Student's Literary and Scientific Society ) নামে এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই সমিতি হইতে "সাহিত্য সংক্রান্ত বিবিধ কথা" ( Student's Literary Miscellany ) নামক একখানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় এবং দাদাভাই এই পত্রিকার একজন প্রধান প্রবন্ধ লেখক ছিলেন। এই সমিতিকে কেন্দ্র করিয়া গুজরাটী ও মারাঠী ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য জ্ঞান প্রসারক মণ্ডলী ( Dnyan Prasarak Mandali ) নামে তিনি ইহার কতকগুলি শাখা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন; এবং গুজরাটী প্রসারক মণ্ডলীতে তিনি নিজেই অনেক সময় বক্তৃতা করিতেন। দাদাভাই বোম্বাইয়ে প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্যে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে

হইয়াছিল; কিন্তু দাদাভাই ইহাতে কোনপ্রকার বিচলিত না হইয়া স্বাভাবিক ধীরতার সহিত সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজের লক্ষ্য-স্থলে পঁহুছিতে সমর্থ হযেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতিব কোন এক অধিবেশনে বরানজীগন্ধী নামক এক ভদ্রলোক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রাণ-স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ঐ সভার সভাপতি মিষ্টার পেটনের অভিভাষণও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়। ইহাতেই দাদাভাইযের প্রবর্ত্তিত বোম্বাইযেব স্ত্রীশিক্ষার সাফল্যের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায। দাদাভাইযের নেতৃত্বাধীনে এই সমিতিব কতিপয সভ্য মিলিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা সমিতি ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েন। তাঁহারা তাঁহাদের অবসর সময়ে বালিকাদিগকে ও দরিদ্র বালকদিগকে লইয়া পড়াশুনা আবম্ভ কবেন। উত্তরকালে এই সমিতিই ছাত্রীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি এবং মারাঠী ও পার্শী বালিকা বিদ্যালয় সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মারাঠী বালিকা বিদ্যালয় অদ্যাপি এই সমিতির নেতৃত্বাধীনেই আছে কিন্তু পার্শী বালিকা বিদ্যালয় জেরাথেস্তী বালিকাবিদ্যালয় সঙ্ঘের (Zarathasty Girls' School Association) অধিকারভুক্ত হয়। জেবাথেস্তী সঙ্ঘ এস্, বি, বাঙ্গালী নামক জনৈক পার্শী ভদ্রলোক দ্বারা প্রতিষ্টিত হয। পার্শী সমাজ সংস্কারে ইনি দাদাভাইয়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে দাদাভাইই স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অগ্রদূত। বোম্বাই এসোসিয়েশন, ফ্রেম্‌জিইন্‌ষ্টিটিউট, দি ট্রেণীং ফাণ্ড, দি পার্শী জিম্‌নেসিয়াম্, উইডো ম্যারেজ এসোসিয়েশন এবং ভিক্টো[illegible] এলবার্ট যাদুঘর এই সমস্ত কার্য্য প্রতিষ্ঠায়ও দাদাভাই একজন [illegible] [illegible]ছিলেন। ১৮৫১ অব্দে তিনি রাস্ত্‌গোপ্তর বা সত্যবাদী [illegible]নামক এক[illegible]

গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। স্বীয় শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে তিনি যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার প্রচারই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশ কার্য্যে সুযোগ্য নওরোজী ফারদুনজী, জাহাঙ্গীর বাবজোরজী ওয়াচা এবং এস, বি, বাঙ্গালী তাঁহার সহকারী ছিলেন। যদিও পরজীবনেই আমরা তাঁহার দেশাত্মিকা শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখিয়া থাকি তথাপি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রকারে ১৮৪৫ হইতে ১৮৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত আরামে বসিয়া না থাকিয়া নিজেকে স্বদেশের কার্য্যে লাগাইয়া ছিলেন।

( ৩ )

## ভারতবাসী ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।

ইংলণ্ডে পদার্পণের পর হইতেই দাদাভাইয়ের রাষ্ট্রীয় জীবন বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। ভারতবাসিগণ যাহাতে ভারতীয় শাসন বিভাগে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়, ইংলণ্ডে আসিয়া দাদাভাই সে চেষ্টাতেই প্রথম মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৫৫ অব্দে ভারতীয় শাসনবিভাগে প্রবেশাধিকার লাভের নিমিত্ত প্রাচীন নির্ব্বাচন প্রণালী রহিত করা হয় এবং বর্ত্তমানের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়। প্রথম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অপরাপর পরীক্ষার্থীর সহিত আর, এইচ, ওয়াডিয়া নামক কোন বিশিষ্ট পার্শীবংশসম্ভূত একজন ভারতবাসী এই পরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েন; কিন্তু সিভিলসার্ভিস কমিশনারগণ—ওয়াডিয়ার প্রবেশাধিকারে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন

করেন। ওয়াডিয়া এই আপত্তির কারণ জানিতে চাহিলে—যদি তাহার বয়স সম্বন্ধে কোন গোল ছিল কিনা সন্দেহ—বয়সের ব্যতিক্রমই তাহার পরীক্ষায় প্রবেশের দ্বাররুদ্ধ এই প্রকার উত্তর দেওয়া হয়। এই বিষয় লইয়া যখন ওয়াডিয়া ও সিভিল্‌সার্ভিস কমিশনারগণের প্রশ্নোত্তর চলিতেছিল দাদাভাই তখন বিলাতে। দাদাভাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওয়াডিয়ার এই ঘটনা এড়াইল না। দাদাভাই ওয়াডিয়ার বিষয় লইয়া উক্ত পরীক্ষার্থীর বয়সের বাধ্যবাধকতামূলক নিয়ম সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় সেই জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই ব্যাপারে মিষ্টার জন্‌ব্রাইট্ নামক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। অবশ্য এক্ষেত্রে দাদাভাই এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও এ বিষয় লইয়া প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া এস্থানেই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। ওয়াডিয়ার ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি যাহাতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে এককালে এই পরীক্ষা গৃহীত হয় তজ্জন্য অতিশয় ধীরতার সহিত প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এ বিষয় লইয়া তিনি ভারতীয় মন্ত্রিসভার ( India Council ) নিকট লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। ভারতীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদিগের মধ্যে মাত্র চারিজন দাদাভাইয়ের মতের অনুমোদন করেন। এই চারিজন ব্যতীত অপর অধিকাংশ সদস্যই দাদাভাইয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী হয়েন। এ ক্ষেত্রে দাদাভাই অকৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি সমান উৎসাহের সহিত এ বিষয়ের আন্দোলনে লাগিয়া রহিলেন। ১৮৯৩ অব্দে তাহার এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সালে কমন্স

সভার (House of Commons ) অধিকাংশ সদস্য ভারতে এবং ইংলণ্ডে যাহাতে এককালে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হয় সে বিষয়ের অনুকূলে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন।

## (৪)

## ভারতবর্ষ বিষয়ে ইংলণ্ডীয় জনসাধারণকে জ্ঞান দানের চেষ্টা।

দাদাভাই ইংলণ্ডে যাইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতবাসী ও ভারতীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডাধিবাসিগণ বহু ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে। শাসিত জাতির সম্বন্ধে শাসক জাতির এই প্রকার ভুল ধারণা যে শাসিত জাতির কত প্রকার লাঞ্ছনার কারণ হয় সে বিষয় তিনি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজদের এই ভুলধারণা যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে সে চেষ্টায় মনঃসংযোগ করেন: এই উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য দাদাভাই স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী ( London Indian Society ) নামক এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া এই সমিতি আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। এই সমিতি গঠনের কিয়ৎদিবস পরেই দাদাভাই ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন ( East India Association ) নামে ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর একটি সমিতি গঠন করেন। কেবল যে ভারতবাসীরই এই সমিতিতে প্রবেশাধিকার ছিল তাহা নহে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারত-

হিতাকাঙ্ক্ষী ও ভারততথ্য নির্ণয়েপ্সু যে কোন জাতীয় লোকই এই সমিতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেন। এই সমিতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য দাদাভাই দেশীয় রাজন্য বর্গের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুইকবার, হোলকার, সিন্ধিয়া ও কচ্ছঅধিপতি প্রভৃতি নৃপতিবর্গ এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। ভারতের উন্নতিকল্পে এই সমিতি ইহার প্রথমাবস্থায় অনেক কাজ করে। ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয় সমূহ, এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থার কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে—এই সমস্তই এই সমিতি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্র সমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় দাদাভাই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া বহু উদারচেতা ইংলণ্ডবাসীর ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমন কি অনেক অবসরপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তাও তাঁহার লেখা বিশেষ আদরের সহিত—ও মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। এই প্রকার পাঠকবর্গের মধ্যে সার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ন ( Sir Charles Trevelyan ) ও সার 'বার্‌টল ফ্রেরের ( Sir Bartle Frere ) নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সমিতির অধিবেশন সমূহে স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও সার পি, এম, মেটা যথাক্রমে হিন্দুআইন, ও শিক্ষাবিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। দাদাভাই সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করিতেন। ভারতে স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীয় প্রবন্ধাদিও এই সময়েই প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। স্বায়ত্ত শাসনে ভারতবাসিগণের দাবী বিষয়ে বোম্বাইয়ের পরলোকগত ব্যারিষ্টার অষ্টের ( Austey ) কার্য্যকারিতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দাদাভাই অক্লান্ত-

পরিশ্রম সহকারে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র এই সমস্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। স্বপ্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্র সমূহের সাহায্যে সমুদয় ইংলণ্ড-ব্যাপী এই সমস্ত বিষয় প্রচারদ্বারা যাহাতে ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজ-দের ভ্রম সংশোধিত হয় তিনি তাহার চেষ্টা করেন, এবং ভারতবাসিগণ যাহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্য ভারত সচিবের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন।

## (৫)

## লণ্ডনে কারবার ফেল।

আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি দাদাভাই কামাকোম্পানীর কার্য্যোপলক্ষে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইয়া তিনি ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং ১৮৬২ অব্দে এই কোম্পানীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিজেই এক কারবার স্থাপন করেন। ১৮৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার এই কারবার ভাল ভাবেই চলে। এই সালে তাঁহার কোনও হিন্দু বন্ধু দেউলিয়া হইতে বসিয়াছিল, তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া দাদাভাইয়ের কারবার ফেল পড়ে। তিনি তাঁহার কারবার ফেল পড়ার কারণ স্বাভাবিক উদারতার সহিত কোনও বিষয় গোপন না রাখিয়া মহাজনগণের নিকট ব্যক্ত করেন। দাদাভাইয়ের সাধুতায় সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন। এক্ষেত্রেও মহাজনগণ দাদাভাইয়ের উদারতা ও সরলতায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুগৃহীত করেন। ইংলণ্ড ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষও তাঁহার মহাজনদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনিও

দাদাভাইয়ের কোম্পানী ফেল পড়ায় বিশেষ দুঃখিত হয়েন এবং দাদাভাই তাঁহার নিকট ও অন্যান্য মহাজনগণের বিশেষ অনুগ্রহে ও স্বীয় বন্ধুবর্গের সাহায্যে নিজের অর্থ কৃচ্ছ্রতার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া ১৮৬৯ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

## ( ৬ )

### বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালীন ভারতের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীদ্বারা দাদাভাই ভারতবাসী সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পরিগণিত হয়েন। ইংলণ্ড হইতে যখন তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পি, এম, মেটার উদ্যোগে এক প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ গঠিত হয় ও তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হয়েন। তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বোম্বাইবাসী সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভা হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। অনেকে তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে অনেক অর্থাদিও এই সভায় উপহার প্রদান করেন। এই অর্থের কপর্দ্দকও তিনি তাঁহার নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করেন নাই, সমস্তই সাধারণের হিতকল্পে দান করেন। এই সভাতেই তাঁহার প্রতিকৃতি তুলিয়া নেওয়া হয় এবং উহা প্রস্তুতের জন্য অর্থও সংগ্রহ হয়। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিকৃতি প্রস্তুত কার্য্য শেষ হয়। এই মাসেই ফ্রাম্জিকোয়াজি বিদ্যালয়ে

পরলোক গত মহামতি রাণাডের সভাপতিত্বে এক মহতীসভার অধিবেশন হয় এবং এই সভায় দাদাভাইয়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই সভায় মহামতি রাণাডে যে বক্তৃতা করেন সাধারণের সমক্ষে ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ বক্তৃতা। ভারতবাসিগণের পক্ষে রাণাডের এই বক্তৃতা হইতে অনেক বিষয় জানিবার ও শিখিবার আছে।

## (৭)

## ফসেট্ কমিটিতে সাক্ষ্য দান।

অল্পকাল মধ্যেই দাদাভাই পার্লেমেণ্ট মহাসভা হইতে নিযুক্ত এক কমিটির নিকট ভারতীয় আর্থিক অবস্থার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত বিলাত যাত্রা করেন। এই কমিটিই ফসেট্ কমিটি (Fawcet Committee) নামে পরিচিত। এই কমিটির সমক্ষে তিনি ভারতের ভীষণ দরিদ্রতার বিষয় ও ভারতের প্রজাবর্গের যে কত উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয় তাহা উত্থাপন করেন। ভারত ইতিহাসের এ বিষয়ের গবেষণায় দাদাভাইকে এক প্রকার অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। এই সভায় সাক্ষ্যদান কালে তিনি যখন ভারতীয় প্রজাবর্গের গড়ে জন প্রতি বৎসর মাত্র ২০ বিশ টাকা আয়ের কথা উল্লেখ করেন তখন সভামধ্যে এক ব্যাঙ্গ হাসির সৃষ্টি হইয়া ছিল এবং এই ব্যাপারে তিনি বহু ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়েন। কিন্তু দাদাভাই বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত নিজকে এই আন্দোলনে নিয়োজিত রাখিলেন। ১৮৭৩ অব্দে তিনি "ভারতে দারিদ্র্য" ( Poverty

in India ) নাম দিয়া এ বিষযে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ কবেন। সাত বৎসব পবে তাহাব এই পুস্তিকা পবিবর্ত্তিত ও পবিবর্দ্ধিত হইযা “ভাবতেব অবস্থা” ( Condition of India ) নামে পুনঃ প্রকাশিত হয। এই প্রকাব কযেক বৎসব আলাপেব ফলে তিনি এ বিষয সেই সমযেব ভাবতীয বাজস্বসচিব (Sir E. Baring ) সাব ই° বেবিং ( পবে Lord Cromer ) এব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে সমর্থ হযেন। ক্রোমাব এই বিষয় পর্য্যবেক্ষণ কবিয়া ভাবতীয় প্রজাব জনপ্রতি বাৎসবিক আয় ২৭৲ টাকা বলিয়া প্রকাশ কবেন। এই বিষয ব্যতীত ফসেট্ কমিটিব নিকট দাদাভাই ভাবতীয় শাসন পদ্ধতিব অপবাপব দোষেব কথাও উল্লেখ কবেন। তন্মধ্যে ভাবতীয অর্থেব ব্যয়াতিশয্য, অসম্ভব পবিমাণে ভাবতীয় অর্থেব ইংলণ্ডে গমন, এবং ভাবতীয় শাসনবিভাগেব কোন উচ্চবাজকর্ম্মচাবিপদে ভাবতবাসীব প্রবেশা নাধিকাব এই কয়বিষযই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## ( ৮ )

## ববোদাব দেওয়ানী পদ গ্রহণ।

১৮৭৮ অব্দে দাদাভাই ববোদা বাজ্যেব দেওয়ান নিযুক্ত হইযা ভাবতে প্রত্যাগমন করেন। ববোদাধিপতি মলহব বাও গাইকোবারেব বাজ-কার্য্যে উদাসীনতাব ফলে ববোদাব বাজসরকাবে এক মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয। তাহার উপব এই বাজ্যেব ইংরেজ বাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্ণেল ফেবীর সহিত ( Colonel Phayree ) দাদাভাইয়ের বিশেষ বনিবনাও ছিল না। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া রাজকর্ম্মচারিরা,

স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় দাদাভাই যে প্রকার দক্ষতার সহিত নিজের পরিচিত উপযুক্ত কর্ম্মচারী সমূহের নিয়োগ দ্বারা মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বরোদারাজ্যকে এরূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত করিয়া ইহাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা কোন প্রকারেও কম প্রশংসার্হ নহে। দাদাভাইয়ের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই কর্ণেল ফেরীর মতানৈক্য উপস্থিত হইত, কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র ছিলেন না। রাজ্যের উন্নতিকল্পে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, ফেরীর সহিত মতানৈক্য ঘটিলে, সে সমস্ত বিষয়ে তিনি তদানিন্তন ভারতসচিব লর্ড সলিসবেরীর নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতেন। মাত্র দুই বৎসর কাল তিনি বরোদার দেওয়ানের কার্য্য করেন।

## (৯)

## বোম্বাইয়ে কার্য্যাবলি।

বরোদার দেওয়ানী পদত্যাগের পর দাদাভাই বোম্বাইয়ে আসিয়া কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালীন তিনি মিউনিসিপাল করপোরেসনের সদস্যরূপে নিজেকে দেশের সেবায় নিযোগ করেন। লর্ড লিটনের অত্যাচার ও তাহার দমন নীতির প্রভাবে তিনি হতাশ্বাস হইয়া কতক সময়ের জন্য এই কার্য্যত্যাগ করেন। লর্ড লিটনের শাসনকাল শেষ হইলে পর আবার তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং ১৮৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই করপোরেশনের সভ্যরূপে কাজ করেন। ইহার পর বৎসর বোম্বাইয়ের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড রি ( Lord Reay ) দাদাভাইকে

বোম্বায়ের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচন করিয়া উচ্চপদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। এই পদে দাদাভাই অধিকদিন অবস্থান করেন নাই কারণ ১৮৮৬ সালের প্রারম্ভেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভার প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া যাহাতে ভারতের দুঃখ-দৈন্য মোচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন সেজন্য তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। দাদাভাইয়ের এই ইংলণ্ডে যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৮৮৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয় ( The Indian National Congress )। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে দাদাভাই বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করেন।

## ( ১০ )

## পার্লামেণ্ট মহাসভায় নির্ব্বাচন।

১৮৮৬ অব্দে ইংলণ্ডে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই সময় দাদাভাই ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া হবর্ণ ( Hoborn )এর নির্ব্বাচক শ্রেণীর দ্বারা উদার মতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। কিন্তু তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ মিষ্টার্ গ্লাড্‌ষ্টোন এই সময় আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার প্রস্তাব করেন। এই ঘটনাই তখন ইংলণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন না। এদিকে দাদাভাই উদার মতাবলম্বী কাজেই নির্ব্বাচন ব্যাপারে তিনি ভোটে জিতিতে পারেন না। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৫০টী ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের সংখ্যা ৩৬৫১ ছিল। যাহা হউক তিনি যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ও উদার-

মতাবলম্বী হইয়া এই অবস্থায় এতগুলি ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও কম গৌরবের বিষয় নহে। দাদাভাই এবারে পার্লামেণ্ট প্রবেশাধিকারে অকৃতকার্য্য হইলেও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইলেন না। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াই যাহাতে ভারতের কাজ হয় তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিলেন এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে যাহাতে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন তন্নিমিত্ত দ্বিগুণ উৎসাহে লণ্ডনের নির্ব্বাচক সম্প্রদায়কে হাত করিতে লাগিলেন। এই বৎসরের শেষভাগেই তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসর কলিকাতায় এই মহাসভার অধিবেশন হয়। ১৮৮৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ( Public Service Commission ) এক সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই সাক্ষ্য আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন পথে এক অমূল্য সামগ্রীস্বরূপ। এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনও দাদাভাইয়ের নিজ আন্দোলনেরই ফলস্বরূপ। ইহার অত্যল্পকাল পরেই দাদাভাই পার্লামেণ্টে স্থানাধিকারের চেষ্টায় পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। এবং পাঁচ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে ১৮৯২ অব্দে সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি সেণ্ট্রাল ফিন্‌সবারির ( Central Finsberry ) নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের দ্বারা ( Liberal ) সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। দাদাভাইয়ের এই অনন্যসাধারণ কৃতকার্য্যতায় সমগ্র ভারতে এক আনন্দউৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহার কতিপয় বৎসর পরে যে অপর একজন পার্শী লণ্ডনের নির্ব্বাচক সম্প্রদায় দ্বারা পার্লামেণ্টের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন দাদাভাইয়ের এই কৃতকার্য্যতাই তাহার অন্তর্নিহিত কারণ।

## ( ১১ )

### পার্লামেণ্টে প্রথম বক্তৃতা।

১৮৯২ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে কমন্স্ সভায় ( House of Commons ) দাদাভাই পার্লামেণ্টে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ করিয়াই তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা তাঁহার এই বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

"এই সভায় প্রবেশাধিকার লাভের অব্যবহিত পরেই এই স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা প্রদান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ও অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে হইলেও কোনও বিশেষ প্রয়োজন বোধে এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছি এই বিবেচনায় আমি আমার এই ধৃষ্টতার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে পারি। কোনও ইংরেজ নির্ব্বাচক সম্প্রদায়দ্বারা আমার নির্ব্বাচন এক অদ্বিতীয় ঘটনা। এক শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজ নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন ভারতবাসীর এই সভায় প্রবেশাধিকার এইই প্রথম। এই জন্যই এই ব্যাপারকে আমি ভারতইতিহাসের—শুধু ভারত-ইতিহাসেরই বা বলি কেন, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের এক অদ্বিতীয় ঘটনা বলিতেছি। এই অদ্বিতীয় ও অভাবনীয় ঘটনার বিশ্লেষণে আমি এস্থানে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

"প্রায় একশত বৎসর হইল, যখন ব্রিটন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা একেবারে নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন তখন তিনি ব্রিটিশ শাসনের ধাত ও ব্রিটনসুলভ ন্যায় পরতা ও উদারতা সহকারে ইহাই স্থির করিয়াছেন যে,

ভারতীয় শাসনপদ্ধতি ব্রিটনসুলভ ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপরেই গঠিত হইবে। এবং তদনুযায়ী ভারতে নিঃশঙ্কোচে পাশ্চাত্যশিক্ষা, সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয়শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে এই সুফল প্রসব করিয়াছে যে ভারতীয় যুবকগণ এক মার্জ্জিত ও উন্নত ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন, যাহা কতিপয় শতাব্দীর জড়ত্বে ধ্বংশমুখে অগ্রসর হইতেছিল, নূতন স্পন্দন অনুভব করিতেছে, অর্থাৎ তাহারা এক নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। ভারতের শাসনকর্ত্তাগণ তাহাঁদের নিজদেশে তাঁহারা যে সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকেন ভারতবর্ষকেও সেই সকল সুবিধা প্রদান করিয়াছেন।

"কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজদণ্ড প্রজাবর্গের নিকট হইতে তাহাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার দাবী করে। বক্তৃতার স্বাধীনতাও এই স্বাধীনতার অন্তর্গত। ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এই স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু আজ আমরা বিনা ক্লেশে সেই স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি এবং সেই স্বাধীনতার বলেই আজ ভারতবাসিগণ আপনাদের নিকট দাঁড়াইয়া সবল ও স্পষ্টভাষায় তাহাদের যে কোনও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। ঐ সমস্ত সুবিধা প্রদানের ফলেই আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাসভার ( Imperial Parliament ) সভ্যরূপে এই সভায় দণ্ডায়মান হইয়া একজন ভারতবাসী স্পষ্টভাষায় ও নির্ভীক চিত্তে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। যে অদ্বিতীয় ঘটনায় আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে ও এক আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে যদি তাহাতে কিছু গৌরব ও পৌরুষ থাকে তাহা হইলে উহা আপনাদেরই প্রাপ্য। ব্রিটিশ জাতির ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ এবং তাহাদের শিক্ষাকৌশল হইতেই

এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে। আজ যে ভারতবাসী এস্থানে দাঁড়াইয়া এদেশীয় ভাষায় স্বাধীনভাবে ভারতের অভাব অভিযোগের বিষয় বলিবার অধিকার পাইয়াছে সেজন্য ভারতের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। ধন্যবাদ প্রদানের আরও কারণ এই যে, যদিও আজ এস্থানে এব্যক্তি একা তথাপি তাহার দৃঢ় ধারণা যে, যদি তাহার বক্তব্যবিষয়সমূহ ন্যায় ও প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে এই মহাসভার উভয় বিভাগ ( House of Commons and House of Lords ) হইতেই সে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে ও সে তাহার ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে না। ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা আমাদের দুঃখ দৈন্য অপসারণের জন্য দিনের পর দিন কোনরূপে হতাশ্বাস না হইয়া কাজ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছি।

"যে প্রস্তাব এক্ষণে এই মহাসভার সম্মুখে আলোচিত হইতেছে ভবিষ্যতে আমি সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌বেরির নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপে সে সম্বন্ধে আমার সামান্য মতামত প্রকাশ করিব। বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। সেণ্ট্রাল ফিনস্‌বেরি একজন ভারতবাসীকে তাহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও কোটি কোটী ভারতবাসীর অক্ষয় কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারত কখনও সেনট্রাল ফিন্‌স্‌বেরির নাম ভুলিতে পারিবে না। লক্ষ সৈন্য প্রেরণ দ্বারা ব্রিটন ভারতে তাহার শক্তি যত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিত এই ঘটনায় ভারতে ব্রিটনশক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ দৃঢ় হইয়াছে এবং ভারতের ব্রিটিশ অনুরক্তি ও রাজভক্তিও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি

পাইয়াছে। মিড্লোথিয়ানের ( Midlothian ) মাননীয় সভ্য মিষ্টার ডাব্লউ, ই, গ্লাড্ষ্টোন্ ঠিকই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নৈতিক বলই ভারতকে ব্রিটন সহযোগে রাখিবার স্বর্ণসূত্র। যতকাল ভারত ব্রিটনের সম্মান ও ন্যায়পরতায় সন্তুষ্ট থাকিবে ততকাল ভারত ব্রিটনেরই থাকিবে এবং ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, যদিও আমাদের উন্নতির গতি মন্থর হউক অথবা সময়ে সময়ে আমরা অকৃতকার্য্য হই তথাপি যদি আমরা অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকি তাহা হইলে প্রমাণের ভিত্তির উপর আমরা যে কোন ন্যায্য অধিকার দাবী করিব তাহাই প্রাপ্ত হইব। আমাকে যে আপনারা আমার এই অল্প কয়েকটি কথা বলিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন ও আমার এই কথা কয়টি সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন সেই জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আমি আশা করি যে, যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ষষ্ঠাংশের পঞ্চমাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান সে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক যেন অক্ষুণ্ণ করিয়া উভয় দেশকেই উন্নত করিতে সমর্থ হয়। ভারত সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাহার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট কতিপয় প্রশ্ন উপস্থিত করিব. আমার দৃঢ় ধারণা, ঐ প্রশ্নসমূহ সম্বন্ধে আপনারা সুবিচার করিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত হইলে উহার বিহিত ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।"

## ( ১২ )

## পার্লেমেণ্টে কার্য্যাবলী।

পার্লেমেণ্টে সভ্য নিযুক্ত হইয়া প্রথমই দাদাভাই ভারতীয় ব্যাপারে ইংরেজ দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ও এবিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত

করিবার চেষ্টা পাইলেন। এবং সার উইলিয়ম্ ওয়েডারবরন্ ( Sir William Wedderburn) ও পরলোকগত ডাব্লিউ এস কেনের (Mr. W. S. Caine ) সাহায্যে ইণ্ডিয়ান্ পার্লিমেন্টেরি কমিটি নামে এক কমিটি গঠন করিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত এই কমিটি হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার পর বৎসরই দাদাভাই মিষ্টার হারবার্ট পল্ ( Mr. Herbert Paul )এর দ্বারা ভারতে ও ইংলণ্ডে যাহাতে এককালে সিভিল্ সারভিস পরীক্ষা গৃহীত হয় এই মর্ম্মে এক মন্তব্য উপস্থিত করেন। শাসক সম্প্রদায় এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও পার্লেমেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যই এই মন্তব্যের পক্ষাবলম্বী হওয়ায় এই মন্তব্য মহাসভায় গৃহীত হয়। নৌরাজীর চেষ্টাই যে এই সাফল্যের বিশেষ কারণ তাহা বলাই বাহুল্য।

## ( ১৩ )

## লাহোর জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্ব।

এই বৎসরের শেষ ভাগে দাদাভাই ভারতের জাতীয় মহাসভার নবম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। সেবার লাহোরে এই মহাসভার অধিবেশন হয়। দাদাভাইয়ের বোম্বাই হইতে লাহোর যাত্রা মহাধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক ষ্টেশনে যেখানে যেখানে গাড়ী থামিয়াছে সেখানেই দাদাভাইয়ের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত বহু-লোকের সমাগম হইয়াছিল। এ সময়ে লাহোরে পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

দাদাভাই লাহোরে পৌছিলে পর কতিপয় উৎসাহান্বিত যুবক গাড়ী হইতে অশ্ব উন্মোচন করিয়া নিজেরাই অশ্বস্থান অধিকার করেন এবং দাদাভাইকে সেই গাড়ীতে বসাইয়া সভাপতির তাঁবুতে লইয়া যান। জাতীয় মহাসভার পরে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকালে এলাহাবাদবাসিগণ, তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সমস্ত ঘটনা তারের সংবাদে বিলাতে প্রেরিত হয়, এবং বিলাতের প্রত্যেক কাগজেই এই ঘটনা প্রকাশিত হয়। ভারতবন্ধু সার উইলিয়ম্ হাণ্টার টাইমস্ ( Times ) নামক পত্রিকায় "ভারতীয় ব্যাপার" ( Indian affairs ) শীর্ষক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন ভারতে তখন কি এক নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। হাণ্টার লিখিয়াছিলেন—এ বৎসর ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতি যেরূপ উৎসাহের সহিত সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পার্লিয়ামেণ্টে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে নৌরোজী যে কেবল প্রথম ভারতবাসী তাহাই নহে, তাঁহার প্রথম জীবনেও আমরা তাঁহার প্রতিভার দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। যদিও তাঁহার মধ্যজীবনে নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনায় এই প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু বার্দ্ধক্যে এই প্রতিভা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র ও সেই কলেজেরই অধ্যাপক যিনি ১৮৫৫ অব্দে স্বীয় সৌভাগ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত বোম্বাই ত্যাগ করিয়া বিলাত আগমন করেন, গতমাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এখন ৬৮ বৎসরের বার্দ্ধক্যগ্রস্থ এবং একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ভয়ানক শোকাতুর। তিনি ভারতে পদার্পণ করিলে এরূপ সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন যে ভারতীয় শাসনকর্ত্তৃবর্গের মধ্যে কেবল একজন মাত্র এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের তিরোধানের পর

হইতে আজ পর্য্যন্ত লাহোব বোধ হয় এরূপ সম্মান আর কাহাকে ও দান করে নাই, আজ যে কমন্‌স সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতের জাতীয় মহাসভার নূতন প্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় দাদাভাই নৌরোজী ও তাঁহার সহযোগিদের বিচক্ষণতাই ইহার কারণ।

## ( ১৪ )

## ওয়েল্‌বি কমিশনে সাক্ষ্য দান।

দাদাভাই পার্লেমেণ্টে থাকিয়া যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন তন্মধ্যে ভারতীয় ব্যয় বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮৯৬ অব্দে যে রয়েল কমিশনের গঠন (Royal Commission ) করেন তাহাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নৌরোজী নিজেও এই কমিশনের একজন সভ্য হন। সার উলিয়ম ওয়েডারবরণ্‌ এবং ডব্লিউ, এস্‌, কেন এই দুইজন দাদাভাইয়ের সহযোগী ছিলেন। ১৮৯৭ অব্দে দাদাভাই এই কমিশনের নিকট এক সাক্ষ্য প্রদান করেন। লর্ড ওয়েলবি ( Lord Welby ) এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ইহা হইতেই এই কমিশনের নাম ওয়েলবি কমিশন হইয়াছে। এই কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে দাদাভাই যে বর্ণনা দাখিল করেন তাহা হইতেই বুঝা যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থার বিষয়ে দাদাভাই কত গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন। তিনি তাঁহার এই বর্ণনার একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

আমি ছয়টী প্রস্তাব ছাপাইয়া এই কমিশনের হস্তে প্রদান করিয়াছি। এই প্রস্তাবোক্ত ঘটনাসমূহ, অঙ্কপাত ও যে সমস্ত ব্যক্তিগণের কথা আমি

প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি—তাহার সত্যতায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি এবং এই সমস্ত বিষয়ে আমাকে জেরা করিলে আমি জেরার উত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছি।

আমি যে সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, প্রথমতঃ আমি সেই সমস্ত বিষয়ের নাম উল্লেখ করিব। যথা—

(ক) ব্যযবিভাগ ( Administration of Expenditure ).

(খ) ব্যয়বণ্টন ( Apportionment of Charges ).

(গ) সংশোধনের উপায় ( Practical Changes ).

ভারতের পক্ষ হইতে উপরি উক্ত বিষয় সমূহের প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে যে কোন প্রয়োজনীয় বাদানুবাদে আমি প্রস্তুত আছি।

আমার বিবেচনায় ১৮৫৮ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণা পত্রে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৩৩ সালের আইনের সর্ত্ত সমূহকে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় করা হইয়াছে। এই সর্ত্তানুসারে ভারতবাসিগণ রাজকার্য্যে পূর্ণ প্রবেশ অধিকার ও সেই কার্য্যের উপযুক্ত বেতন প্রাপ্তিতে এবং ভারতীয় ব্যয় বিভাগে তাহাদের নিজেদের মতামত দানে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত। ইহাতে তাহাদের নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহারা সুশাসন প্রাপ্ত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মিতে পারে এবং ইংরেজ জাতিরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

আমি বলিতে চাই যে ভারতীয় ব্যয় বিভাগ উক্ত আইন অনুসারে পরিচালিত হইতেছে না। এবং উক্ত আইনের প্রতিশ্রুতি সকল রক্ষা না হওয়াতেই ভারতে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও ভারত অবনতির দিকে চলিয়াছে।

# দাদাভাই নৌরোজী

আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সংশোধন প্রণালী এবং শাসিত জাতির বুদ্ধিশক্তিকে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে না দেওয়াই ব্রিটিশ শাসনের মজ্জাগত ও প্রকৃতিসিদ্ধ দোষ। কোনও সুদৃঢ় বৈদেশিক রাজ্যের পক্ষে উপরিউক্ত যুক্তিপূর্ণ আইন অনুসারে না চলিলে যে সে শাসনে একপ দোষ থাকিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যেক প্রদেশের আয় এবং ব্যয়ের তুলনা করিয়া, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর কত আয় তাহার হিসাব দ্বারা, ব্যবসা দ্বারা কত লাভ ও ক্ষতি তাহার বিশ্লেষণ করিয়া, সর্ব্ববিধ করদানের পর যে অল্প পরিমাণ আয় বর্ত্তমান থাকে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া আমি আমার ছয়টা প্রস্তাবিত বর্ণনায় ভারতের দারিদ্র্যের বিষয় বিবৃত করিয়াছি।

রাজ কার্য্যে উচ্চ বেতনে বৈদেশিক কর্ম্মচারিগণের অবশ্য নিয়োগ এবং বৈদেশিক মূলধন—এই দুই ব্যাপারের দ্বারা ভারতকে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষা হিসাবে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং তাহাতে ভারতে দারিদ্র্য ও হীনতারই সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রণালীর ব্যয়ভার বহন করা করদাতাগণের পক্ষে দুঃসাধ্য। ভারতকে সীমান্ত প্রদেশের বহির্ভাগে ভারতের স্বার্থশূন্য যুদ্ধের খরচ যোগাইতে হওয়ায় এবং পরোক্ষে কার্য্যতঃ বৈদেশিক ব্যক্তিগত মূলধনকে পর্য্যন্ত এক চেটিয়া করিয়া লওয়ায় ব্রিটিশ ভারতের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে এবং ভারতের দারিদ্র্য ও হীনতা আরও প্রসার লাভ করিতেছে।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ এই যে :—

ব্রিটিশ জাতির ইহাই ইচ্ছা হউক যে, ভারত ও ব্রিটেন উভয়েরই মঙ্গলকল্পে ভারতে তাহাদের শাসন নিরপেক্ষ ও ন্যায়পর হউক, এবং সে শাসন যেন ভারতের স্বার্থহানি করিয়া কেবল ব্রিটেনেরই সুখবৃদ্ধিসূচক

না হয় এবং অর্থের বণ্টন কার্য্যে যেন উভয়ের মধ্যে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধের স্থলে দুই অংশীদারের সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে। এই ন্যায়সঙ্গত ও সমদর্শী সর্ত্তানুসারে বণ্টন ও ব্যয় বিষয়ে যেস্থানে ভারত ও ব্রিটন উভয়েরই স্বার্থ বিদ্যমান সেস্থানে উভয়ের প্রয়োজন ও ব্যয় করিবার ক্ষমতানুসারে বণ্টন ও ব্যয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাধান্যবিস্তার ও তাহার রক্ষণ ব্রিটনের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে একান্তই আবশ্যক। এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কেবলমাত্র দুই একটি বিষয় ব্যতীত, ভারতকেই অন্যান্য ভাবে সমস্ত বোঝা বহন করিতে হইয়াছে। ব্রিটন এই ব্যাপারে কিছু ক্ষতি স্বীকার করে নাই। অথচ সাম্রাজ্যের এই প্রাধান্য সম্পর্কে যে সমস্ত সুবিধার উদ্ভব হইয়াছে ভারত সে সমস্ত সুবিধার অংশ গ্রহণে বঞ্চিত। আইন এবং শৃঙ্খলা ভারতের পক্ষে উন্নতিমূলক সন্দেহ নাই কিন্তু ব্রিটিশের ইহাতে যথেষ্ট স্বার্থ বিদ্যমান। ব্রিটিশ রাজত্বের অস্তিত্ব ও তাহার ধন সম্পদরক্ষার নিমিত্ত ইহা না হইলে নয়।

সচরাচর এই প্রকার বলা হয় যে, যদি ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত না হইত তাহা হইলেও ভারতকে বাহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত নিজকেই যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইত সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহাকে সেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। যদি সে প্রকারও ধরিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ যদি ভারত ব্রিটনের শাসনাধীনে না থাকিত তাহা হইলেও কেবল মাত্র ব্রিটিশ প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী ভারতে নিযুক্ত আছে ভারতকে তাহাদের বেতন যোগাইতে হইত না। অধিকন্তু ভারতীয় রাজকার্য্যে কোন ইয়োরোপীয়ই নিযুক্ত হইত না, ভারতবাসীই নিযুক্ত হইত।

কার্য্যতঃ এ প্রকার বন্দোবস্ত করা হউক যে, ভারত শাসনকল্পে যে সমস্ত কর্ম্মচারী ব্রিটনে নিযুক্ত হইবে ব্রিটনকে তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এবং যে সমস্ত ভাবতবাসী ভারতে নিযুক্ত হইবে ভারতই তাহাদের ব্যযভার বহন করিবেক। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত ভারতবাসী ব্রিটনে নিযুক্ত হইবে তাহাদের ব্যয়ভার সম্বন্ধে এই নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও উভয় দেশের ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা অনুসারে নিরপেক্ষ ভাবে ভাগাভাগী করিয়া উভয় দেশকেই এই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আরও সংযতভাবে বলিতে গেলে ভারত এবং ব্রিটনে নিযুক্ত ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন এই উভয় দেশকেই সমান অংশে দিতে হইবে।

সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ এবং শাসনবিভাগ প্রভৃতি কার্য্যে বেতন ও সুবিধা অসুবিধা সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে রাজস্বের অনুপাতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় তাহাই করা হউক। এ ক্ষেত্রে ইহাও লক্ষ্য করিবাব বিষয় যে, ব্রিটনের সাধারণ লোক নিজেদের সুবিধামত স্বাধীনভাবে যে সমস্ত কাজকর্ম্ম করিযা লাভবান হয়, ভারতে সে সমস্ত কাজকর্ম্মের অধিকাংশই বাজ সরকার এক চেটীয়া করিয়া লইয়াছেন।

১৮৫৮ অব্দে ভারত সীমান্তের বহির্ভাগে যে সকল যুদ্ধ হয় লর্ড সলিসবরির ভাষায় বলিতে গেলে সে যুদ্ধ সমূহ কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিষয়ক, (বিশিষ্ট ভাবে ভারতের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই) কাজেই এ যুদ্ধেব খরচও প্রধানতঃ সাম্রাজ্যের ধনকোষ হইতেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। ভারত প্রত্যক্ষ ভাবে (নিজের লোকজন সৈন্যাদি হিসাবে নিযুক্ত করিয়া) এই যুদ্ধে যে উপকার পাইয়াছে তদনুপাতে সে এই যুদ্ধব্যয়ের ন্যায্য অংশ বহন করিবে মাত্র। ১৮৮২ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৯১ অব্দের

মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বহির্ভাগে একমাত্র সাম্রাজ্য বিষয়ক ব্যাপাবে ভারতের রাজস্ব হইতে প্রায় ১৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এবং ব্রহ্ম যুদ্ধের ব্যযও ভারতকেই যোগাইতে হইয়াছে। সাম্রাজ্যের ধনকোষ হইতে ভারতকে এই টাকার ন্যায্য অংশ ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

আমার বর্ণনায় আমি যে ব্যয়ের তালিকা দিয়াছি তাহা ব্যতীত ভারতের সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে সামরিক বিভাগে ভারতীয় রাজস্ব হইতে যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে আমি তাহার আরও তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ণেল এইচ, বি হেনার (H. B. Hennar) কৃত "ব্যাকওয়ার্ড এণ্ড ফরওয়ার্ড" (Backward and Forward) নামক পুস্তকের তৃতীয় সংখ্যার ৪০শ পৃষ্ঠায় আফগান যুদ্ধে মোট কত ব্যয় হইয়াছে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকায় ব্যয়ের অঙ্ক সংখ্যা ৭১৪৫০০০০০ টাকা, তন্মধ্যে ব্রিটিশ রাজকোষ হইতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র ৪৫০০০০০০ টাকা। তাহার পুস্তকের তৃতীয় সংখ্যায় তিনি যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেগুলিও এই তালিকার সহিত আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

ডিভন্সায়ারের ডিউক ( Duke of Devonshire ) বলিয়াছেন "কোন দেশকে সুশাসনে রাখা কেবল মাত্র তদ্দেশবাসী বুদ্ধিমান্ ও দক্ষ ব্যক্তিগণের রাজকার্য্যে নিয়োগ দ্বারাই সম্ভব।" সার উইলিয়ম হাণ্টারও বলিয়াছেন "যদি আমরা ভারতবর্ষকে অল্পব্যয়ে ও নিপুণভাবে শাসন করিতে চাই তাহা হইলে ভারতবাসিগণের দ্বারাই ভারতকে শাসনে রাখা উচিত।" ভারতশাসন ব্যাপারে আমিও উক্ত মতের সমর্থন করি উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী ভারতের শাসন কার্য্য পরিচালিত হইলে ভারত দিন দিন

যে আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও মানসিক অবনতির গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে তাহা হইতে রক্ষা হইবে।

মহীশূর রাজ্যের প্রজাবর্গকে কুশলে রাখিবার জন্য এবং তথায় ব্রিটিশ স্বার্থ ও ব্রিটিশ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লর্ড সলিসবারি ও লর্ড এডেলসবিগ (Addlsbigh) মহীশূরে উক্ত উন্নত প্রণালীর শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত রাজ্যে ঐ প্রকার শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনে ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ বহু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু সাম্রাজ্যের মঙ্গলের দিক চাহিয়া লর্ড সলিসবারি ও লর্ড এডেলসবিগ যে মহীশূরে ঐ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সুফলপ্রসব করিয়াছে এবং ব্রিটনও তাহার উদ্দেশ্য সাধনে আশ্চর্য্য প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাতে প্রজাগণের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারা নৈতিক ও আর্থিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে এবং প্রাধান্যের প্রতিও তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের শাসনপ্রণালী ভারতেতিহাসে ব্রিটিশশাসনের এক অত্যুজ্জ্বল কাহিনী।

ব্রিটীশ শাসনের উপকারিতা বিশেষতঃ ইহার আইন কানুন, শৃঙ্খলা শিক্ষাপদ্ধতি, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য সভাসমিতি—এই সমস্ত বিষয়ের উপকারিতা আমি সাহ্লাদে স্বীকার করি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতীয় ব্যয় বিভাগে ভারতের প্রজাগণকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করায় এবং তদ্ধেতু ভারতে যে ভীষণ দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে, এবং ভারতের মঙ্গলের জন্য পার্লেমেণ্ট মহাসভা ও রাজসিংহাসন হইতে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল তাহার পালন না করায় ব্রিটিশ শক্তি ও ব্রিটিশ প্রভাব অনেক পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। আমি একান্ত অন্তঃকরণে অচিরে ইহাই দেখিতে ইচ্ছাকরি যে ব্রিটিশ রাজত্ব

যেন ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসী উভয়কেই উন্নত করিয়া নিজে প্রভুত বল সঞ্চয় করে।

সৈন্য বিভাগ, নৌবিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের সহিত আমার যে সকল পত্রালাপ হইয়াছে সেগুলি আমি আপনাদের নিকট দাখিল করিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা দাবী করিতে চাই যে, ভারতবাসিদিগকে সৈন্য বিভাগ ও নৌবিভাগের উচ্চপদে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সৈন্য বিভাগ অথবা নৌ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কেহই অধিকার প্রাপ্ত নহেন।

## (১৫)

## পার্লেমেণ্টে প্রবেশ চেষ্টার বৈফল্য।

১৮৯৫ অব্দে উদারমতাবলম্বী সভ্যগণ পার্লেমেণ্ট মহাসভার আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং দেশের সাধারণ নির্ব্বাচনে ইহাদের বিপক্ষ পক্ষ মহাসভার আসন গ্রহণ করেন। দাদাভাইকেও এই হেতু বাধ্য হইয়া পার্লেমেণ্টের সভ্যের আসন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। দাদাভাই যে নিজের ও নিজসম্প্রদায়ের অকৃতকার্য্যতায় কোনরূপ হতাশ্বাস বা দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। এ বিষয়ে তিনি ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকায় তাঁহার দেশবাসিগণকে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

আমি এই প্রায় ৫০ বৎসর যাবত কি রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক অথবা শিক্ষা কি বানিজ্য কিংবা শাসন বিভাগ ইহার সকল বিভাগেই আমার ব্যক্তিগত ও সামাজিকে জীবন পরিচালন করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে আমারও তাহাই হইয়াছে—কখনও বা

কৃতকার্য্য হইয়াছি কখনও বা হইতে পারি নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ও বলা আবশ্যক যে আমার কৃতকার্য্যে আমি কখনও অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠি নাই, অথবা কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই বলিয়াও তেমন অবসাদগ্রস্ত হই নাই। উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের সকলেই ভোটে পরাজিত হইয়াছেন এবং আমিও তাহাদের মধ্যে একজন এইমাত্র। "ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকা চাই" এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আমি আমার জীবনের এই পর্য্যন্ত কাটাইয়া আসিয়াছি, এবং এপর্য্যন্ত যে প্রণালীতে চলিয়াছি ভবিষ্যতেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিব। যে পর্য্যন্ত আমার স্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে ও আমি আমার মাতৃভূমিকে সেবা করিবার সুযোগ পাই সে পর্য্যন্ত এই নীতি অবলম্বন করিয়াই চলিয়া যাইব। ইহাই আমার জীবনের শেষ কর্ত্তব্য এবং আমি এই কর্ত্তব্য করিয়াই মরিতে চাই। কাজেই পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়া পুনরায় আমি কমন্সমহাসভায় প্রবেশাধিকারে চেষ্টা পাইব। কারণ ভারতের দুঃখদারিদ্র্যের ও আবশ্যকীয় সংস্কারাদির কথা এবং ভারতে যে উপায়ে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থায়ী হইতে পারে সে সমস্ত বিষয়ক কথা লইয়া আন্দোলন করিবার এই পার্লেমেণ্টই প্রকৃষ্ট স্থান। ভারতের মঙ্গলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মঙ্গল। ভারতবিষয়ক প্রশ্ন যে কেবল ভারতের মঙ্গলের জন্যই আবশ্যক তাহা নহে। ভারতের মঙ্গল অপেক্ষাও ভারতসম্বন্ধীয় সমস্যার আবশ্যকতা অনেক বেশী। ব্রিটিশ-রাজত্বের স্থায়িত্ব ও প্রসার এমনকি ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে।

এই কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আমি বহুবার আমার মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং সময় উপস্থিত হইলে আরও বহুবার প্রকাশ করিব। এস্থলে

সে সমস্ত মতামতের পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। তবে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, ভারতে এক মহতী জাতীয়শক্তির উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতেব শক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগের রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিবর্গ যদি ভারতেব সুখসমৃদ্ধিব ব্যবস্থা কবিয়া দিযা তাহাব এই শক্তিকে সাম্রাজ্যেব স্বার্থে নিয়োগ না করেন তাহা হইলে যে, এই শক্তি এককালে তাহাদিগেব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে না অথবা ইহা হইতে সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে না ইহা তাঁহাবা আশা কবিতে পারেন না এবং এইরূপ আশা করাও তাঁহাদেব উচিত নহে।

যাহাতে সাম্রাজ্যের মধ্যে এই প্রকার কোনও বিপ্লব এবং দুর্দ্দিন উপস্থিত না হয়, আমি আমার ঐকান্তিক চেষ্টার সহিত এযাবত তাহাই কবিয়া আসিতেছি এবং ব্যক্তিগত হিসাবে যতদূব সম্ভব সেই চেষ্টাই আমি কবিব।

পার্লেমেণ্টেব ভোটে পবাজিত হইযাছি বলিয়া আমার স্বদেশবাসিগণের নিরুৎসাহ হইবাব কোনই কারণ নাই। কারণ ইংবেজদিগেব মধ্যে অনেকেই ক্রমে ভারতীয় বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে আবম্ভ করিয়াছেন এবং আমি সর্ব্বদাই এই আশা পোষণ করি যে ইংরেজজাতি একদিন দেখিবে যে ভারতের স্বার্থে, ভারতের সন্তুষ্টিতে ও ভারতের সম্পদেই তাহাদের পূর্ণ স্বার্থ বিদ্যমান——বর্ত্তমানে যে এক অস্বাভাবিক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতে চির দারিদ্র্য ও অসন্তুষ্টির সৃজন করিয়াছে তাহাতে নহে।”

এবার দাদাভাই পার্লেমেণ্ট সভায় আসন প্রাপ্ত না হওয়ায় ভারতের পক্ষে এই ঘটনা একটী জাতীয় দুঃখের বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ১৮৮৭

অব্দে যে দাদাভাই বিলাত গমন করেন সেই গমনেই তিনি সেস্থানে একেবারে ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই দীর্ঘকাল একাদিক্রমে বিলাতে থাকায় বিলাত দাদাভাইয়ের নিকট একপ্রকার বাড়ীঘরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তাহার জন্মস্থান ভারতবর্ষের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। এই দীর্ঘকাল তিনি বিলাতে থাকিয়া ভারতের যাহাতে উন্নতি হয় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন।

১৮৯৬ অব্দে তিনি, ভারতবাসিগণ কেন সৈন্য বিভাগে ও নৌবিভাগে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবে না, এই জন্য উক্ত দুই বিভাগের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন। কার্য্যতঃ এই পত্রালাপে কোনও ফলোদয় হয় নাই; কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি ইহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ভারতবাসিগণকে সৈন্য বিভাগ ও নৌ-বিভাগে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ ও ১৮৮৭ অব্দের ঘোষণা পত্রেরই অবমাননা করিতেছেন। ১৮৯৭ অব্দে তিনি ওয়েলবি কমিশনের নিকট ভারতীয় ব্যয়বিভাগ সম্বন্ধে এক সাক্ষ্য প্রদান করেন— এই বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

## (১৬)

## কারেন্সি কমিটিতে বর্ণনা দাখিল।

১৮৯৯ অব্দে দাদাভাই ভারতীয় কারেন্সি কমিটির নিকট দুইটী বর্ণনা প্রস্তুত করিয়া দাখিল করেন। সার হেন্‌রী ফাউলার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতে স্বর্ণ মুদ্রা প্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গ এই কমিটির আলোচ্য বিষয় ছিল।

## ( ১৭ )

## আমষ্টারডামে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সামাজিক সাম্যবাদ সভায় দাদাভাই।

১৯০৫ অব্দে দাদাভাই সামাজিক সাম্যবাদীদের ( Social demo-rats) আন্তর্জাতিক মহাসম্মিলনে ভারতের মুখপাত্র স্বরূপ উপস্থিত হয়েন। এবার আমষ্টারডমে এই মহাসভার অধিবেশন হয়। এই মহাসভার সম্মুখে দাদাভাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দোষসমূহ প্রদর্শন করেন এবং তিনি ইহাও বলেন যে ভারতে প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী ব্রিটিশ জাতির পক্ষে এক বিষম কলঙ্কের বিষয়। তিনি যে প্রকার নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষায় তাহার প্রস্তাবিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাহাতে উক্তসভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী নিস্পন্দভাবে তাঁহাব বক্তৃতা শ্রবণ করেন ;- -এই বক্তৃতা সম্বন্ধে উক্ত মহাসভায় উপস্থিত কোনও ভদ্রলোক্ যে মতামত প্রকাশ করেন আমরা তাহার সাবমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ নওরোজী এই সভামণ্ডপে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের বক্তৃতা কালে যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তদপেক্ষা অন্ততঃ ৩০ বৎসর ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির ঈর্ষার উদ্রেক হইতে পারে। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, এবং বক্তৃতাকালে তাহা সভাগৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বক্তৃতা কালীন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র দ্বিধা বা দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন নাই। অতিশয় ধীরতার সহিত, বিবেচনার সহিত এবং ন্যায়ের সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বনে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় সভার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

(১৮)

## তাঁহার পুস্তক প্রকাশ।

১৮০২ অব্দে দাদা ভাইয়ের বিখ্যাত পুস্তক ভারতে দারিদ্র্য ও অব্রিটিশোচিত শাসন" ( Poverty and un-British rule in India ) প্রকাশিত হয়। নাম হইতেই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়ের আভাষ পাওয়া যায়। দাদাভাই সাময়িক পত্রিকাসমূহে যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির নিকট যে সকল বর্ণনা প্রভৃতি দাখিল করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত যে সকল বিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন সেই সকল বিষয় হইতে অংশ বিশেষ নির্ব্বাচিত করিয়াই তিনি এই পুস্তকখানা রচনা করেন; তিনি এই পুস্তকখানাকে আর ও সুন্দরভাবে সাজাইয়া লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অধিকন্তু পুস্তকখানা এত বিস্তৃত আকারের হইয়াছে যে কয়েকজন ব্যতীত সাধারণের নিকট উহা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। যাহা হউক পুস্তকখানাকে সাজাইয়া লিখা ও উহাকে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করার মত কষ্টস্বীকার করা বোধ হয় ঐরূপ বৃদ্ধাবস্থায় দাদাভাইয়ের পক্ষে সম্ভবও ছিল না তাই তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে দাদাভাইয়ের এই পুস্তক খানাকে একরূপ অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ যেরূপ বিশদভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং যেরূপ নিপুণতার সহিত এই পুস্তকে ভারতের আর্থিক অবস্থার বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অদ্বিতীয়।

এই পুস্তকে প্রধানতঃ দাদাভাই ইহাই দেখাইয়াছেন যে,——বৃটেন ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর কাঁচামালেতে ৪৫ কোটী টাকা শোষণ করিয়া

লইয়া যাইতেছে; প্রতিদানে ভারত এক পয়সাও পাইতেছেনা। এই অস্বাভাবিক শোষণেই ভারতে দিন দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতকে এই ভীষণ দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ভারতীয় রাজকার্য্যে উচ্চবেতনে যে সমস্ত ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে তাহাদের স্থানে ভারতবাসী কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং ভারতের উৎপন্ন অর্থ কেবলমাত্র ভারতবাসিগণের স্বার্থেই নিয়োজিত করা।

## ( ১৯ )

## পুস্তকের সারমর্ম্ম।

প্যারী নগরীর কোন বিখ্যাত পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত দাদাভাইয়ের যে আলাপ হয় আমরা তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবর্গ এই আলাপ হইতেই দাদাভাইয়ের পুস্তকের বর্ণিত রাজনৈতিক মতের সারমর্ম্ম মোটামুটি বুঝিয়া লইতে পারিবেন :—

"ভারতের সহিত ইংলণ্ডের আধুনিক সম্পর্ক, বিশেষতঃ বৈষয়িক ও আর্থিক হিসাবের সম্পর্ক, বড়ই অসন্তুষ্টিবর্দ্ধক ও অমঙ্গলকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ইংলণ্ড ভারতকে যে সকল প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করিয়াছেন ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন তাহার মধ্যে অন্যতম। ভারতবাসিগণ এই জন্য ইংলণ্ডের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শিক্ষা ব্যতীত ইংলণ্ড ভারতকে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় সুবিধাও কিছু কিছু দান করিয়াছেন; কিন্তু অপরদিকে এই সকল সুবিধা দান করা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের শাসনাধীনে ভারতে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের তুলনায় এই সুবিধা সুবিধার মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্পর্কের প্রারম্ভেই যে শাসন প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছিল, নির্য্যাতন ও নৈতিক অবনতিই তাহার দুই প্রধান স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এই শাসন নীতির কঠোরতা কমিয়া আসিয়া ইহা অন্য আকার ধারণ করিল; অর্থাৎ এই কঠোর শাসনপ্রণালীর স্থলে এমন এক শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা হইল যাহাতে ভারতের অর্থে ইংলণ্ডের ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইবার পথ সুগম হইল। এই দুঃব্যবস্থার এখনও অবসান হয় নাই, বরং পূর্ব্বে যেখানে ভারত হইতে ইংলণ্ডে বৎসর দেড় কোটী টাকা কি দুই কোটী টাকা চালান হইত এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমানে তাহা বাৎসরিক ৪৫ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে, যদি এই ৪৫ কোটী টাকা বাৎসরিক দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সে দেশ যে ভীষণ দরিদ্রতার কবলে পতিত হইবে অথবা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

আজ যে ভারত ভীষণ দুঃখ দারিদ্র্যের আবাসস্থল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার—এই যথেচ্ছ শাসনের ফলে ভারতকে একমাত্র রাজসরকারের কর্ম্মচারিগণের বেতন দিবার জন্যই বৎসর বিশ কোটী টাকা যোগাইতে হয়। ইহার অর্থ এই যে ভারতবাসিগণের নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ হইতে আপনাদের খোরাক পোষাকের বন্দোবস্ত করা দূরে থাকুক বরং নিজদিগকেই রাজকর্ম্মচারিগণের অর্থাৎ বিদেশীয়দের ভক্ষ্যস্বরূপ প্রস্তুত থাকিতে হয়। রাজকর্ম্মচারিগণের ভক্ষ্যস্বরূপ ও বিদেশীয়দের ভক্ষ্যস্বরূপ ইহার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই; কারণ ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চরাজকার্য্যে প্রবেশাধিকারের পথ রুদ্ধ।

এই প্রকার লুণ্ঠন প্রণালীর ফলে ভারত নিজ অর্থ হইতেই নিজে দুই ভাবে বঞ্চিত হইতেছে। প্রথমতঃ—রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন যোগাইতে হয়, কাজেই এই স্থানে তাহাকে আর্থিক হিসাবে ঠকিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—এই রাজকর্ম্মচারিগণ বিদেশীয় হওয়ায় দেশীয় লোকের পক্ষে উপযুক্ত বেতনে চাকুরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে—এই স্থানে ভারতকে চাকুরী হিসাবে ঠকিতে হয়।

ইংলণ্ডের এই ভারতশাসন পদ্ধতিকে চিরবৈদেশিক লুণ্ঠন প্রণালীও বলা যায়। হাজার হাজার লোক বিলাত হইতে অর্থ উপার্জ্জন জন্য ভারতে প্রেরিত হয় এবং ইহাদের অর্থ উপার্জ্জনকার্য্য শেষ হইলেই ইহারা এই অর্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। ইংরেজ কর্তৃক ভারতের এই লুণ্ঠন প্রণালীর ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতের জনসাধারণ ক্রমেই ভীষণ দরিদ্রতার গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে। ভারতে দুর্ভিক্ষ মহামারীর মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, ভারতবাসিগণ অনাহারে অর্দ্ধাহারে, প্রাণত্যাগ করিতেছে।

খাদ্য দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এই দুভিক্ষের কারণ নহে; দুভিক্ষের কারণ অর্থের অভাব, ভারতবাসিগণের অর্থের এত অভাব যে, তাহাতে তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান হইয়া উঠে না। তদুপরি ব্রিটনের শাসনপ্রণালী এই দুভিক্ষের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যে অর্থ একবার ভারত হইতে ব্রিটনে যায় তাহা পুনঃ ভারতে ফিরিয়া আসে বটে কিন্তু তাহা ব্রিটনের মূলধনরূপে ভারতে আসে এবং যাহা ফিরিয়া আসে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক হইয়া ঐ অর্থ পুনরায় ইংলণ্ডে চালান হয়। কারণ এই তথাকথিত মূলধনকে ইংরেজেরা এদেশের খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামাল যথা—নীল, পাট প্রভৃতি ও সোণা, রূপা, লৌহ এবং

অপরাপর উৎপন্ন দ্রব্যে খাটাইয়া পুনরায় এদেশ হইতে আরও অর্থ শোষণ করিয়া লয়।

মোটের উপর যদি রাজকার্য্যে নিযুক্ত ও অবসর প্রাপ্ত ইংরেজকর্ম্মচারিগণের বেতনের ২০ বিশ কোটী টাকা এবং সোণা, রূপা, প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামাল প্রভৃতিতে টাকা খাটাইয়া যে লাভ হয় তাহার বাৎসরিক হিসাব ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর ৪৫ কোটী টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। কোন দেশ হইতে যদি প্রতিবৎসর এতগুলি করিয়া টাকা বাহিরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশের যে দুঃখ দারিদ্রের কথনও অবসান হইতে পারে না এবং সেই দেশে যে চিরকালই দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজ শাসনকালে দুই বৎসর কি তিন বৎসরে ভারত হইতে যত অর্থ লুণ্ঠিত হইতেছে ভারতে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ভারত যতবার লুণ্ঠিত হইয়াছে সেই সমস্ত লুণ্ঠনের অর্থ একত্র করিলেও তত হইবে না।

এই নির্ম্মম শোষণ প্রণালীর উপরেও ইংলণ্ড ভারতের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একেবারেই ভদ্রোচিত নহে।

"ভারতবাসী ও ইংরেজ প্রজার প্রতি ব্যবহারে ইংলণ্ড কোন তারতম্য রাখিবেন না এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে উভয় দেশের প্রজাকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিবেন" এই মর্ম্মে ইংলণ্ড যত প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যত ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন এযাবত তাহার কোনটাই ইংরেজরা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন নাই।

আজ কালকার দিনে প্রজাদের উপর কর ধার্য্যে তাহাদের সম্মতি গ্রহণ ও ব্যয়বিভাগে প্রজাদের অনুমোদন এই দুইটী প্রণালী রাষ্ট্রীয় জগতে প্রজাদের প্রাথমিক স্বত্ব। ইংলণ্ডে প্রত্যেক ইংরাজই এই দুই স্বত্বে

অধিকার প্রাপ্ত। আর ভারতের সম্বন্ধে এই দুই বিষয়ে প্রজাদের কোনই মতামত নাই—প্রভুরা নিজেদের সুবিধানুযায়ী যে মতামত স্থির করিবেন তাহাই স্থির হইবে। ইহাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা বই আর কি বলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে ক্রীতদাসদের উপর মানুষ যে প্রকার ব্যবহার করিত ইংলণ্ড ভারতের উপব ঠিক সেইরূপই ব্যবহার করিতেছে।

এই অত্যাচার অবিচারের উপরেও ভারতের দুর্ভিক্ষের আরও এক কারণ বিদ্যমান। তাহা এই,—ভারতের শাসক সম্প্রদায় ভারতবাসী নহেন। ভারতের শাসকবর্গ যদি ভারতবাসী হইতেন তাহা হইলে তাহারা প্রজাদের অর্থ লুণ্ঠন করিলেও, যে কোন প্রকারেই হউক সে লুণ্ঠিত অর্থ ভারতেই থাকিত এবং কোন কোন ভাবে ঐ অর্থ অন্ততঃ কতক পরিমাণেও প্রজাদের উপকারে আসিত। ভারতে ব্রিটীশ রাজত্বের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৃশ্য যে, যে অর্থ একবার ভারত হইতে ইংলণ্ডে পৌছিল তাহা আর কখনও ভারতবাসীর অধিকারে আসিবে না। কাজেই ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। মেকলে ঠিকই বলিয়াছেন "বৈদেশিক শাসনই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শৃঙ্খল।" অনেক ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞও একথা বহুবার বলিয়াছেন যে, "ভারতের এই কুশাসনপ্রণালীর ফলে ইংলণ্ডকে এক দিন বিষম বিপদ্‌-গ্রস্ত হইতে হইবে।" ইংরেজশাসন প্রণালী যাহা তাহাদের নিজেদের নিকট বড়ই প্রশংসার বিষয় ও অতিশয় কার্য্যকরী বলিয়া ব্যাখ্যাত, বাস্তব পক্ষে বলিতে গেলে উহাকে রাজনৈতিক কপটতা ও রক্তমোক্ষণ প্রণালীই বলা যাইতে পারে, লর্ড সল্লিস্‌বারি ( Lord Salisbury ) নিজেও একথা স্বীকার গিয়াছেন।

# দাদাভাই নৌরোজী

## (২০)

### ব্রিটিশ রাজত্ব সম্বন্ধে দাদাভাইয়ের ধারণা।

আমবা দাদাভাইয়েব পুস্তকেব অংশবিশেষেব মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ইহা হইতেই, দাদাভাই ব্রিটিশবাজত্ব সম্বন্ধে কি ধাবণা পোষণ কবিতেন পাঠকবগ তাহা বুঝিতে পারিবেন :—

"পুস্তকেব নাম দেওয়া হইয়াছে ভারতে দাবিদ্র্য ও অব্রিটিশোচিত শাসন; ( Poverty and un-British rule in India ) অব্রিটিশোচিত শাসন অর্থাৎ ভারতে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী স্বেচ্ছাচাবপূর্ণ ও ভারতেব পক্ষে ধ্বংসসূচক। এই শাসন প্রণালী ব্রিটিশোচিত নহে, এই প্রকাব শাসন দ্বারা ব্রিটন নিজের ধ্বংস নিজেই টানিয়া আনিতেছেন। পক্ষান্তরে, ভারতে যদি প্রকৃত ব্রিটিশোচিত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না হয তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই ভারত এবং ব্রিটন উভয়ের পক্ষেই বিশেষ অমঙ্গলসূচক হইবে।

"আমি যে সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিযাছি তাহার প্রত্যেকেব দ্বাবাই আমি ইংরেজ জাতির মধ্যে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রিটন এই অব্রিটিশোচিত শাসনপ্রণালীব প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতের এ অবস্থা না ঘটাইযা যদি তৎস্থানে স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ব্রিটিশ-সুলভ ন্যায়পরতার সহিত শাসনকার্য্যসম্পাদন করেন এবং ভারতেব হিতকল্পে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন স্বজ্ঞানে ও বিশ্বস্তচিত্তে সম্পূর্ণরূপে তাহা পরিপূর্ণ করেন তাহা হইলে ব্রিটন ও ভারত উভয়েরই ভবিষ্যৎ এমন এক মহান্ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে যে, সে গৌরবের বিষয় আজকাল আমরা ধারণাও করিতে পারি না।

মিষ্টার জন্ ব্রাইট্ ( Mr. John Bright ) ঠিকই বলিয়াছেন, "ভারতের মঙ্গলেই ব্রিটনের মঙ্গল। ভারতের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক কেবল দুই ভাবে তাহাতে আমরা লাভবান হইতে পারি—

১। ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া।

২। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া।

এতদুভয়ের মধ্যে বাণিজ্য দ্বারা লাভবান হওয়াকেই আমি সমীচীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ডকে অর্থসঞ্চয় করিতে হইলে ভারত যাহাতে সেই অর্থ দিতে পারে তাহার সেই ক্ষমতাও থাকা চাই। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এতটুকু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না?"

## (২য়)

## দাদাভাইয়ের আদর্শ

১৯০৬ অব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয়মহাসভার অধিবেশন হয়। এইবারও দাদাভাইকেই এই মহাসভার সভাপতিত্বে বরণ করা হয়। ১৯০১ অব্দ হইতে এই ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত দাদাভাইয়ের কর্ম্মজীবনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। এযাবত তিনি দেশের কল্যাণের নিমিত্ত যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন এই সময়েও তিনি তাঁহার সেই চেষ্টায় কিছুমাত্র শ্লথপ্রযত্ন হয়েন নাই। ভারতের উন্নতিকল্পে যাহাতে ইংরেজদিগের বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হয়, ইংলণ্ডের নানা সভাসমিতেতে

বক্তৃতাদ্বারা ও নানা প্রকার আন্দোলন দ্বারা তিনি তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন এবং তত্রত্য নানা সাময়িক পত্র সমূহে ভারতীয় সমস্যার মীমাংসাকল্পে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন। যদিও তিনি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যরূপে আর নির্ব্বাচিত হযেন নাই তথাপি তিনি ভারতেব হিতকল্পে যে সমস্ত কাজ করিযা গিয়াছেন ভারতবাসী তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। ভগবানেব ইচ্ছায যদি ভারত কোনও দিন তাহার এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করেন তাহা হইলে দাদাভাইই তাঁহাব বরপুত্ররূপে বরণীয় হইবেন।

দাদাভাই ভারতের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ক্রমে তাহা সুফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির যে ধারণা ছিল দাদাভাইই সে সব ধারণা ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। এমন কি যে সমস্ত শাসনকর্ত্তৃগণ ভাবত শাসন করিয়া গিযাছেন, দাদাভাইযের চেষ্টায তাহাদিগকেও ভারতেব দরিদ্রতার বিষয় স্বীকাব করিতে হইয়াছে। যদিও দাদাভাই বুঝিযা ছিলেন যে, ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে তথাপি তিনি ইংবেজদিগের ন্যাযপরাযণতায় বিশ্বাসহীন ছিলেন না। মহামতি রানাডের মত দাদাভাইও বিশ্বাস করিতেন যে, এসিয়াখণ্ডে ইংরেজ প্রাধান্য এক অবিসম্বাদিত সত্য ঘটনা। মিষ্টাব গোখেলে যে বলিয়াছেন,—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে দাদাভাইও একজন—ইহা অতি সত্যকথা, ভারতবর্ষের যুবকবৃন্দ যদি কেবল দাদাভাইকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিতে থাকে তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হউক না কেন ইহার ভবিষ্যত যে অতিশয় আলোকপূর্ণ হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

## ( ২২ )

## কলিকাতায় জাতীয় মহাসভা।

লর্ড কুর্জ্জনের ভারত ত্যাগকালে ভারতের রাজনৈতিক গগন মহাঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। লর্ড কুর্জ্জনের মাত্রাতিরিক্ত যথেচ্ছাচারের ফলে ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। প্রজাবর্গ এতকাল যে সব লাঞ্ছনা বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়া আসিতেছিল এক্ষণে আর তাহা পারিল না। ভারতশাসনে যে ব্রিটিশরাজের কোনও মহৎ উদ্দেশ্য আছে এ বিষয়ে তাহারা বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িল। লর্ড কুর্জ্জনের শাসন প্রণালীতে প্রজাদের মধ্যে এক মহাহুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

এমন সময়েই লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। লর্ড মিণ্টোর, প্রজাদের দুঃখে, সহানুভূতিপূর্ণ শাসনপ্রণালীতে লর্ড কুর্জ্জন যে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে উপশম হইল না। দেশীয় নেতৃবর্গের মধ্যে এক সম্প্রদায়, যাহাদিগকে বর্ত্তমানে চরমপন্থী বলা হইয়া থাকে, শাসক সম্প্রাদায়ের উপরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন এবং জাতীয় মহাসভা এযাবত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিলেন। মহাসভার ( Congress ) কার্য্যপ্রণালীর উপর ইহাদের যে কিছু বিদ্বেষভাব না জন্মিয়াছিল এমনটাও ঠিক বলা যায় না, কেন না ইহারা প্রকাশ্য ভাবেই মহাসভার কার্য্য প্রণালীকে ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন এবং মহাসভার প্রতিকার্য্যেই ইহারা বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কাজেই দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী এই দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। ইহার কোন দলের প্রাধান্যই অপর দল

অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। দেশীয় নেতৃবর্গের মধ্যে এইরূপ দুইটি দলের সৃষ্টি হওয়ায় দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। এমত অবস্থায় দেশের উন্নতির দিক চাহিতে হইলে এমন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যিনি এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন। একমাত্র দাদাভাইই এই দুঃসময়ে এতদুভয়ের মধ্যে সখ্যসংস্থাপনে সমর্থ বিবেচিত হওয়ায় ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতির আসনে বরণ করা হয়। দাদাভাই সেই সভার সভাপতির কার্য্য কিরূপ কৃতকার্য্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসের ইণ্ডিয়ান রিভিউ নামক পত্রিকার অংশ বিশেষের মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—

"আমরা আশা করিয়াছিলাম, চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে দাদাভাইয়ের সভাপতিত্বে তাহার তিরোধান হইবে, কার্য্যতঃও দাদাভাই এই দুই দলের মধ্যে সখ্যসংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা ও বিভিন্ন মত সমূহের সমন্বয়প্রণালীতে এবং তাঁহার বক্তৃতার মাধুর্য্যে এই দুই বিভিন্ন মতবাদের তিরোধান হইয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন হইয়াছে। অবশ্য ইহা আশা করা গিয়াছিল না যে, এই বিভিন্ন মতাবলম্বিদের মধ্যে মতানৈক্য হেতু জাতীয় মহাসভামণ্ডপে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু দাদাভাইয়ের মধুর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় এতদুভয়ের মধ্যে কোনও গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া বরং সখ্যতাই স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন মতাবলম্বিদের মধ্যে বিদেশী দ্রব্য বহিষ্করণের ( Boycott ) ব্যাপার লইয়াই বিশেষ গোলযোগ চলিয়াছিল। এই বহিষ্করণ ( Boycott ) প্রণালীই উভয় দলের মধ্যে মতানৈক্যের হেতু। দাদাভাইয়ের বক্তৃতা প্রভাবে যাহাতে এই বহিষ্করণ

ব্যাপারের গোলযোগ মিটমাট হইয়া যায় তাহার জন্তই ইঁহারা বিশেষ চেষ্টিত হয়েন। যাহা হউক, সভামণ্ডপের বাহিরে অনেকেই এই দুই বিভিন্ন মতাবলম্বিদের মধ্যে এক মহা গোলযোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাহা হয় নাই, মহাসভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে দেশের এই দুই বিভিন্ন মতাবলম্বিদের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন আমাদের জাতির পক্ষে একটি বিশেষ গৌরবেরই কথা।

* * * * * * * * *

দেশের কার্য্যে প্রতিনিধিগণ যাহাতে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় হারাইয়া না ফেলে দাদাভাই তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করেন। দেশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করিয়া, সহস্র বাধা-বিঘ্নেও বিচলিত না হইয়া যাহাতে প্রতিনিধিগণ অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিয়া যান সে বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন—"এখন আমাদের হতাশার সময় নহে। ভবিষ্যতের আশায় সঞ্জীবিত হইয়া ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পর মিলিত হইয়া যাহাতে দেশের উন্নতি হইতে পারে সেই আন্দোলনে বদ্ধপরিকর হওয়া ও সেইজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। দাদাভাইয়ের উৎসাহ-পূর্ণ বক্তৃতায় এবারকার মহাসভা সময়োপযোগী ফলই প্রসব করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে জাতীয় মহাসভার যত অধিবেশন হইয়াছে কোন অধিবেশনই এবারকার মত এত কার্য্যকরী হয় নাই। এবারকার অধিবেশনে মহাসভার ভিত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দৃঢ় হইয়াছে, এবং এই মহাসভায় জাতীয়

জীবনেরও বেশ একটা সাড়া পাওয়া গিয়াছে। * * * কর্ত্তব্যের প্রেরণায় দাদাভাই এবার ভারতে আসিয়াছিলেন, কৃতিত্বের সহিতই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।”

দাদাভাইয়ের অপরাপর বক্তৃতা যেরূপ প্রধানতঃ সুযুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবারকার এই বক্তৃতাও সেইরূপ সুযুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকাল যে “স্বরাজ” ভারতের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু হইয়া উঠিয়াছে এই মহাসভাতেই দাদাভাই প্রথম তাহাই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন।

দাদাভাইয়ের বক্তৃতার প্রধান বিষয়ই ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের স্থান নির্দ্দেশ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে দাদাভাই, ভারতীয় প্রজাগণ যাহাতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজার সহিত সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাও দাবী করেন।

দাদাভাই লর্ডমর্লের উদার নীতিতে বিশেষ বিশ্বাসবান ছিলেন। এবং তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, লর্ড মর্লের দ্বারা ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

ব্রিটিশ প্রজাগণের সহিত ভারতীয় প্রজাগণের সমান অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত উদারনৈতিক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এজন্য যে সমস্ত আইন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দায়িত্বপূর্ণ রাজমন্ত্রিগণ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন—এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া দাদাভাই তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন ; এবং বক্তৃতা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

“জানিনা, আমি আর যে অল্প কয়েকদিন জীবিত আছি তাহার মধ্যে আমার অদৃষ্টে কোনরূপ সৌভাগ্য লিখা আছে কি না! তবে আমি

আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ ইহাই বলিতে চাই যে, সকলে এক হও, অধ্যবসায় অবলম্বন কর, এবং স্বরাজ লাভ করিয়া আজ যে কোটী কোটী লোক অর্থাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলগ্রস্ত হইতেছে এবং ততোধিক দেশবাসী অনশনে, অর্দ্ধাশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; এবং যে ভারত এককালে জগতের সমস্ত সভ্যজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাকে তাঁহার সেই গরিমাময়স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হও।"

ভারতবাসীর নিকট দাদাভাইয়ের এই আকুল প্রার্থনা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে বর্ত্তমান যুগের জাতীয় ইতিহাস বিশ্লেষণেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

( ২৩ )

## জাতীয়মহাসভা ও জন্মদিন বার্ত্তা।

ইহার পরেই বার্দ্ধক্য হেতু দাদাভাইয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে ও তিনি তাঁহার ভারসোভাস্থ ( Vrsova ) আশ্রমে স্বীয় দৌহিত্রিগণের শুশ্রূষাধীনে অবস্থান করেন। যদিও বার্দ্ধক্য হেতু দাদাভাইয়ের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তথাপি তাঁহার মানসিক শক্তির বিন্দুমাত্রও লাঘবতা দেখা যায় নাই। এই বার্দ্ধক্যেও তিনি সমসাময়িক দেশের অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যদিও নিজে উপস্থিত হইয়া কোন কার্য্যে যোগদানকরা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না তথাপি যখনই কোন কার্য্যে বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইত তখনই তিনি দেশের নেতৃবর্গকে

নিজের বুদ্ধি পরামর্শদ্বারা যতটা সম্ভব সাহায্য করিতেন। তাহার সাহায্য সহানুভূতি, ও পরিচালনায় যে সকল দেশভক্ত দেশের কাজে নামিয়াছিলেন ভারসোভাস্থ আশ্রম এই সময়েতে তাঁহাদের নিকট তীর্থভূমিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা প্রায়ই এই মাননীয় বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত ভারসোভায় উপস্থিত হইতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও দাদাভাই তাঁহার স্বভাব সুলভ সরলতার সহিত দেশের কাজ করিতে যাইয়া যাহাতে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যহেতু কোনও গোলযোগ না হয় এবং যাহাতে দেশবাসী সকলের মধ্যে দেশভক্তি জাগ্রত হয় তাহাই সকলকে বুঝাইতেন। এই সময় দাদাভাই প্রতিবৎসরই জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তাঁহার বক্তব্যসংবাদ প্রেরণ করিতেন। এই সংবাদের উত্তরে মহাসভাও সমস্ত জাতির মুখপাত্রস্বরূপ দেশসেবায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিমিত্ত তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিতেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর দাদাভাইয়ের জন্মদিন। এই জন্মদিন উপলক্ষে দাদাভাই বহুস্থান হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। দাদাভাই এই অভিনন্দন পত্র সমূহের উত্তর জাতীয় মহাসভায় প্রেরণ করিতেন। দাদাভাইয়ের এই উত্তরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই অভিনন্দনসমূহের উত্তরে তিনি দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসম্বন্ধে তাঁহার মতামত ও দেশের নেতৃবর্গ যাহাতে তাহাদের প্রারব্ধ কার্য্যে কোনপ্রকার শ্লথপ্রযত্ন না হয়েন সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিতেন।

লর্ড মর্লের রাজনৈতিক সংস্কারে দাদাভাই বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আন্দোলন একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতের স্বায়ত্তশাসন পাইবার পথ দিনদিনই প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। ১৯১১ অব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

তাঁহার ভারতবর্ষে—দিল্লীতে অভিষেক উপলক্ষে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহার উল্লেখ করিয়া দাদাভাই তাঁহার ৮৮ বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি ভারত যে শীঘ্রই স্বায়ত্তশাসন পাইবে সে কথা বলেন।

ইহার পর বৎসর তিনি জাতীয় মহাসভায় যে সংবাদ প্রেরণ করেন তাহাতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপব বোমা নিক্ষেপ, পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন নিযোগ, সার্ভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির ক্রিয়াকলাপ এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযে প্রভূত অর্থদান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিগণের নিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মতামত জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিগণের নিগ্রহ উপলক্ষে তিনি যাহা বলেন আমরা পাঠকবর্গের নিকট সেই অংশটুকুর মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

উপনিবেশ সমূহে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের স্বদেশবাসিগণের বর্ত্তমান্ লাঞ্ছনায় আমাদিগকে পুনরায় গভীর আবেগে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা বহুকাল লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, এবং সে লাঞ্ছনার মাত্রা এত অধিক যে, তাহারা তাহাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য ও যাহাতে তাহারা এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে তন্নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত। সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসিন্য হেতুই যে বর্ত্তমান্ দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এখনও আমি আশা করি, শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ন্যায়পরায়ণ হইয়া সুব্যবস্থা করিবেন।

১৯১৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে দাদাভাইয়ের একনবতিতম

(৯১) জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়।' এই জন্মোৎসবেও তিনি বহুস্থান হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অভিনন্দনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দাদাভাইয়ের শেষ জন্মোৎসবে বোম্বাই প্রদেশস্থ কতিপয় মহিলা তাঁহার ভারসোভার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই মহিলাবর্গের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী এই তিন জাতীয় লোকই ছিল। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা প্রতিভাবতী স্ত্রীকবি শ্রীমতী সরোজিনী দেবী (নায়ডু) এই মহিলাবর্গের মধ্যে অন্যতমা। ইনি হায়দ্রাবাদ হইতে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে ভারসোভায় আগমন করেন ও ওজস্বিনী ভাষায় দাদাভাইকে সম্বর্দ্ধনা করেন। গুজরাটী স্ত্রীমণ্ডলের শ্রীমতী যমুনা ভাইসখেও দাদাভাইকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ইহাদের এই অভিনন্দনের উত্তরে দাদাভাই ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষেই স্ত্রীজাতির উপর শ্রদ্ধা ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দাদাভাইয়ের স্বদেশ সেবার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল।

## (২৪)

## দাদাভাইয়ের পুস্তকাগার।

ইহার কিছুকাল পরেই দাদাভাই তাঁহার বহুমূল্য পুস্তকাগার বোম্বাই প্রাদেশিক সঙ্ঘের (Bombay Presidency Association) হস্তে দান করিয়া যান। এই পুস্তকাগারের অন্যান্য পুস্তকের সহিত প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া হেন্সার্ডের (Hansard) যাবতীয় পুস্তক, এবং প্রায় ১০০ বৎসরাবধি পার্লেমেণ্ট কমিটি ও সিলেক্ট্ (Parliament

Committee and Select Committee ) কমিটিব ভাবতসংক্রান্ত কাগজপত্র বক্ষিত আছে। ইংবেজ বাজত্বে ভাবতেব সঠিক ইতিহাস জানিতে হইলে যে সমস্ত অঙ্কসংখ্যা প্রভৃতিব আবশ্যক দাদাভাইযেব এই পুস্তকাগাবে তাহা প্রায় সমস্তই পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাগজপত্র দাদাভাই বিশেষ যত্নেব সহিত তাহাব পুস্তকাগাবে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। দেশেব ভবিষ্যৎ বংশধবগণ যাহাতে বাজনীতি বিষয়ে সঠিক সংবাদ অবগত হইতে পাবেন সেইজন্য দাদাভাই এইগুলি বিশেষ যত্ন কবিয়া বাখিয়া গিয়াছেন। বাজনীতিক্ষেত্রে বিচবণ কবিতে হইলে দেশেব লোকেব যাহাতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে না হয় এই জন্য দাদাভাই এই সমস্ত কাগজপত্র এই সঙ্ঘেব হাতে দান কবিয়া যান।

(২৫)

## দাদাভাই ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাবতবর্ষে, শিক্ষাব উন্নতিবকল্পে দাদাভাইযেব চেষ্টাব কথা আমবা পূর্ব্বেই উল্লেখ কবিয়াছি। তিনি নিজেও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, এবং দেশেব জন্য সাধাবণেব মধ্যেও যাহাতে শিক্ষাব বহুল প্রচাব হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবিযা গিয়াছেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালীন তিনি সাময়িক পত্রাদিতে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বোম্বায়ে অবস্থান কালীনও যে সমস্ত সাময়িক পত্র বাহিব করিয়া ছিলেন তাহা হইতেই আমবা তাঁহাব এই চেষ্টাব স্পষ্ট প্রমাণ পাইযা থাকি। রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের প্রসঙ্গ ক্রমেও তিনি ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বহুকথা বলিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ অব্দে উপাধি বিতরণার্থ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে

এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। বোম্বাই প্রদেশের তদানিন্তন শাসন-কর্ত্তা লর্ড উইলিংডন, চেন্সেলার স্বরূপ এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; এবং দাদাভাইকে ডাক্তার অব লজ ( Doctor of Laws ) এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ভাইস্ চেন্সেলার রেভারেণ্ড ডাক্তার ম্যাকিন্সন যখন দাদাভাইকে সভাপতির নিকট উপস্থিত করেন, তখন তাঁহার হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতাতে তিনি বলিয়াছিলেন, দাদাভাইয়ের মত ব্যক্তি বাস্তবিকই এই উপাধি গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। যে সুধীবৃন্দ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদ্যালাভ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের নামের তালিকায় দাদাভাইয়ের নাম থাকায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন।

( ২৬ )

## দাদাভাই ও সহকর্ম্মিগণ।

দাদাভাই আজন্ম মাতৃভূমির নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া মানবজীবনের কঠোর কর্ত্তব্য পালনে কৃতকার্য্য হওয়ায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন পার্থিব ধনসম্পদ তাহার তুলনায় কিছুই নহে। দাদাভাই তাঁহার এই জীবনব্যাপী স্বদেশের সেবাকার্য্যে যে সমস্ত লোককে সহকর্ম্মিরূপে পাইয়াছিলেন তাহাদের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। দাদাভাই তাঁহার সহকর্ম্মিদের সহিত কাজ করিয়া তাহাদের সহবাসে কর্ত্তব্য পালনের কঠোরতার মধ্যেও এক আনন্দ উপভোগ করিতেন; কিন্তু ভগবান বুঝি মানুষকে সকল প্রকারে সুখী দেখিতে ইচ্ছা করেন না; তাই দাদাভাইয়ের নিকট হইতে তাঁহার সহকর্ম্মিদিগকে একটি একটি করিয়া

কালেব অনন্ত কোলে ঠেলিযা দিলেন। দাদাভাইয়েব জীবনের এই অংশ গুলি দাদাভাইয়েব নিজের পক্ষে কিরূপ হইযাছিল জানি না; কিন্তু সাধারণেব পক্ষে বড়ই হৃদয বিদারক।

সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, ও এ, ও, হিউম্‌, যাহাদেব সহিত দাদাভাই একরূপ অভেদাত্মা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয না; এবং যাঁহারা দাদাভাইয়েব ইংলণ্ড অবস্থান কালীন দেশেব কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন, কালের আহ্বানে তাঁহাবা দাদাভাইকে ছাড়িয়া পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন। ভারতে গোপালকৃষ্ণ গোখেলে ও ফিরোজ সাহা মেটা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, বদরুদ্দিন তাযেবজী, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু বমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দ চার্লু, গঙ্গাপ্রাসাদ বর্ম্মণ, বিষণনারায়ণ ধর এবং আরও অনেক ইহার পূর্ব্বেই দাদাভাইকে ত্যাগ কবিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১৯১৭ অব্দেব ১লা জুন সকালে তারের সংবাদে জানা গেল দাদাভাই সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। দাদাভাইয়ের এই পীড়ার সংবাদে সমস্ত দেশ বিষাদকালিমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; উক্ত দিবসই অপরাহ্নতারের সংবাদে জানা গেল দাদাভাই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। দাদাভাই! তুমি তোমার গন্তব্যপথে চলিয়া গিয়াছ; কিন্তু যে পদচিহ্ন তুমি বাখিয়া গিয়াছ তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনেব পথপ্রদর্শক হউক, স্বর্গ হইতে তুমি ভারতবাসিদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন, তাহারা তাহাদের এই রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দিনে তোমার অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলী সঙ্কেত ভুলিয়া না যায়।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—***—

## দাদাভাইয়ের আত্মজীবনের কয়েকটী কথা।

আমার ছেলেবেলা সম্বন্ধে যতকথা আমার মনে পরে এইটাই তারমধ্যে সকলের চেয়ে ছেলেবেলাকার কথা যে, বাবা যখন মারা যান চাঁদকেই তখন আমি খুব ভাল বাস্‌তাম এবং চাঁদের সঙ্গেই আমার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপন হয়েছিল। আমি যখন বাহির বাড়ী হ'তে ভিতর বাড়ী যেতাম আমার মনে হ'ত যেন চাঁদও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাহির বাড়ী হ'তে ভিতর বাড়ী চল্‌ছে। আমার সঙ্গে যেন অপরাপর বন্ধুর মত চাঁদেরও একটা বেশ সহানুভূতি ছিল, এখনও আমার মনে হয় যেন চাঁদের সঙ্গে আমার বেশ একটা সহানুভূতির ভাব আছে।

আমার ছোটবেলার আর একটা কথা, যদিও আমার ঠিক মনে নাই, তবে আমি মাতার কাছে শুন্‌তাম যে, যখন কোনও ছেলে আমাকে গালাগালি দিত আমি তাকে উত্তরে বল্‌তাম "তোর গালি তোর মুখেই থাকবে।" আমার ছোটবেলায় আমি খুব ক্রিকেট খেলতে ভাল বাস্‌তাম এবং খুব ভাল খেলিতে পারিতাম। এ খেলায় আমি এত মেতে যেতাম যে, দুপুরের রৌদ্র পর্য্যন্ত গায়ে লাগত না। দুপুর বেলা, যখন আমরা জল খাবার জন্য আধঘণ্টা ছুটি পেতাম তখনই মাঠে যেয়ে খেলা আরম্ভ করতাম্। এই নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না।

নাম্‌তা এবং মানসিক গণনা আমি খুব তাড়াতাড়ি বল্‌তে পারতাম্‌ এবং দেখ্‌তেও আমি বেশ ছোট্ট খাট্ট ও ফর্‌সাপানা ছিলাম; এজন্য আমি আমার দেশীয় পাঠশালায় দস্তুরমত একটি দেখবার জিনিষ ছিলাম। কোন'ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমাদের স্কুলের সব ছেলে—অবশ্য আমিও তাদের ভিতর একজন—স্কুলের ধারেই রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় সব লাইন বেধে দাঁড়াত এবং এখানে আমাদের মানসিক গণনার পরীক্ষা নেওয়া হ'ত। সবলোক আমাদের দেখবার জন্য ঘিরে দাঁড়াত এবং খুব জোরে জোরে বাহাব্বা দিত। আমি দেখ্‌তে খুব ফর্‌সা ছিলাম এবং আমার ছোট্ট খাট্ট চেহারা খানার সঙ্গে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ মানান সই ছিল, তাই যখনই কোন বিবাহ উৎসব উপস্থিত হ'ত অথবা কোন মিছিল বেড় হ'ত তখনই আমি তার ভিতর হয়তো কোন ইংরেজ সেনাপতি কি নৌসেনাপতি অথবা আমাদের দেশীয় রাজা কি মন্ত্রী সেজে বের হ'তাম। যখনই আমি সাহেব সেজে বের হ'তাম তখন বাবা, মা, কি বন্ধুবান্ধবরা আমায় দেখলেই বল'তো "বা! এইত আমাদের জঙ্গলো"—জঙ্গলো অর্থে ইংরেজ। কিন্তু তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমাকে এই জঙ্গলোর দেশে কাটাতে হ'বে এবং এই জঙ্গলোদের পোষাক পড়ে থাকতে হ'বে। Imperial Institute Committeeর প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভ্যর্থনা করা হয়, আমি যখন ঐ অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যরূপে নিযুক্ত হই, আমার ঠিক মনে আছে, তখন আমার এই ছোটবেলাকার সাহেব সাজার কথা মনে পড়ে, তখন তড়িতের মত আমার মনে হ'ল যে আজ এখানে আমি ঠিকই সাহেব সভাসদ্‌ সেজেছি।

আমার ছোটবেলায় আমি গুজরাটীতে খুব সাহানামা পড়তাম (সাহা-

নামা পার্শী মহাকাব্য )। আর পার্শী লোক সব তা' বসে বসে শুন্‌তো, এতে আমি খুব আমোদ পেতাম। বলাই বাহুল্য যে, যদি কেহ আমার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আমার এই সাহানামা পড়াটাই তাঁহার জানা বিশেষ দরকার। ছোট্ট ছোট ব্যাপার হ'তে কালে কি মহৎ ফল প্রসব করে অনেক সময় আমি তাহাই ভাবি। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে বোম্বায়ে দেশীয় শিক্ষাসমিতি নামে ( Native Education Society ) এক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির স্কুলে দুইটি শাখা ছিল —একটি ইংরাজি শিক্ষার জন্য ও অপরটিতে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। আমার দেশীয় মেটাজী ( গুরুমহাশয় ) এই শিক্ষাসমিতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান্‌তেন না; তবে এ পর্য্যন্ত জান্‌তেন যে, এতে সরকার বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা আছে এবং এ পর্য্যন্ত জানাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; কাজেই তিনি তাঁহার ছেলেকে এই স্কুলে পাঠান এবং আমার মাও যাহাতে আমাকে এ স্কুলে পাঠান সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এই ব্যাপারই আমার সমস্ত জীবন-আখ্যায়িকার ভিত্তিস্বরূপ। তখনকার শিক্ষা একেবারে অবৈতনিক ছিল। যদি আজকালকার মত বেতন দিয়া তখন পড়তে হতো তা'হলে আমার মা পড়ার খরচ যোগায়ে উঠতে পারতেন না। এই ঘটনাই আমাকে অবৈতনিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী করে তুলেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এমন নিয়ম করা হউক যা'তে প্রত্যেকেই যার যতটা শিখ্‌বার ক্ষমতা আছে সেই সে অনুসারে যেন শিক্ষা পাইতে পারে—এখন সে দরিদ্রের ঘরেই জন্মে থাক্ কি তাকে রূপোর ঝিনুকে করেই দুধ খাওয়ান হউক—।

আমার যখন প্রায় পনর বছর বয়স তখন হ'তেই আমার আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'তে আরম্ভ করে। এই বয়সেই আমি কোনও এক নির্দ্দিষ্ট রাস্তার

উপর এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায়ে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি কখনও নীচ-জনোচিত ভাষা ব্যবহার করব্ না। এই ঘটনা যেন এখনও আমার নিকট কালকার কথা ব'লে মনে হয়। শিক্ষা ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই প্রতিজ্ঞা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হ'যে যায় এবং আমার মনে হয় না যে, কখনও এ প্রতিজ্ঞাব আমি ব্যভিচার করেছি বরং এ প্রতিজ্ঞা পালনে আমার বিশেষ অনুরাগই ছিল।

ছেলেবেলায় মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে আমার একটু করিয়া সুরাপানেব অভ্যাস ছিল। একদিন বাড়ীতে কোন প্রকার পানীয় না থাকায আমাদের বাড়ীর ঠিক অপর পার্শ্বেই কোন এক দোকানে আমি পানার্থ যাই; সেখানে যেয়ে আমি এত লজ্জিত হ'লাম এবং নিজকে এত হীন মনে করলাম যে, সেকথা আমি আর কখনও ভু'লতে পারব না। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। এর পর আর কোন মদের দোকান আমার মুখও দেখতে পেত না।

আমি যখন স্কুলে ভর্ত্তি হই তখন আমাদের দুই জন ইংরেজ শিক্ষক ছিলেন। একজন সাহিত্য পড়াতেন ও অপরজন অঙ্ক কষাতেন। এদের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় আমাদের এক স্কুল ভেঙ্গে দুই স্কুল হয়, এই দুইজনেই এই দুই স্কুল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালাতে আরম্ভ করেন। কাজেই স্কুলের সমস্ত ভারই এক এক জনের উপর পড়িল। এ দুজনের প্রথমজন খুব শৃঙ্খলা ভালবাসিতেন; দ্বিতীয়-জন অন্যান্য বিষয়ে পাকা হলেও শৃঙ্খলা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে জানতেন কি না সন্দেহ। আমার ভাগ্যে দ্বিতীয়জনের শিক্ষা-ধীনেই আমাকে পড়তে হল। কার্য্যতঃ এই হল যে, আমরা আমাদের খুসী মত যা ইচ্ছা তাই করিতাম, এতে কোন প্রকার বিধি নিষেধ

ছিল না ; কিন্তু আমি অলস হ'য়ে ব'সে থাক্‌বার পাত্র ছিলাম না, কোন না কোন কাজ আমাকে করতেই হ'বে। পড়াশুনার এমন কোনও চাপই ছিল না, কাজেই আমাকে অন্য কোন কাজের জন্যই দেখ্‌তে হ'ল। আমার ধারণাশক্তি খুব প্রখর ছিল। যে কোন গল্প একবার মাত্র শুনে তার ভাব এবং ভাষা ঠিক রেখে আমি তা'র পুনরাবৃত্তি করতে পার্‌তাম। এ ভাবে আমি অনেক গল্প শিখেছিলাম ; কাজেই আমরা যে কয়েক ঘণ্টা স্কুলে থাকতাম তার অধিকাংশ সময়েই আমি সব ছেলে মহলে বসে বসে লম্বা লম্বা সব গল্প বলিতাম, তা'রাও আমার খুব প্রশংসা করত। স্কুলে শৃঙ্খলার এত অভাব ছিল যে, আমরা আস্তে আস্তে সব স্কুল হতে বের হয়ে গিয়ে সমস্ত দিন খেলা করেই কাটিয়ে দিতাম, কেউ আমাদের কিছু বল্‌তো না। রোজ এ রকম করে করে প্রায় বৎসরেকের মত আমার কোন পড়াই হলো না। কিন্তু তবুও এই এক বৎসর কেবল ঘুরে ঘুরে কাটানয় যে আমার কোন লাভ হয় নাই এমন কথা ব'লতে পারি না। এতে আমার গল্প বল্‌বার ক্ষমতা ও ক্রীড়া কৌশল বেশ পরিপুষ্ট হ'য়েছিল, এবং এতেই আমাকে ছেলেদের ভিতর সর্দ্দার করে তুলেছিল। এ অবস্থায় পড়েই আমার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জন্মেছিল।

আমার মনে আছে, স্কুলে কোন এক পরীক্ষার সময় আমার এক সহপাঠী মানসিকগণনাখানা কণ্ঠস্থ করে ফেলে, এতেই আমি যে পারিতোষিক পাব বলে আশা ক'রেছিলাম তাহা সহপাঠীই নিয়ে যায়, কিন্তু পারিতোষিক বিতরণের সময় যখন পুস্তকের বাহিরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে ঠেকে যায়। আমি এ সুযোগ ছাড়লেম না। ভিড় ঠেলে যেয়ে আমি তথায় উপস্থিত হ'লাম এবং প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

তথায় তথনই উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে একখানা পারিতোষিক দান ক'রলেন। এ সময়ে ( Miss Poston ) মিস পোষ্টন্ নামে এক ভ্রমণকারিনী মহিলাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার Western India নামক পুস্তকে আমার এই পারিতোষিক লাভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া যান। আমার ছোট বেলার ঘটনা সমূহকে এখানেই আমি নমস্কার করতে পারি।

দেশী স্কুল ও ইংরেজী স্কুলে পাশ ক'রে আমি এল্ফিন্ষ্টোন্ কলেজে ভর্ত্তি হই। এখানেও শুভক্ষণেই এসে আমি ভর্ত্তি হই; কেননা স্কুলেও যেমন বেতন দিতে হত না এখানে এসেও সেরূপ অবৈতনিক ভাবেই প্রবেশ লাভ করলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষায় যারা জলপানির টাকা পুরস্কার পেত কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার অধিকার কেবল তাদেরই ছিল; সৌভাগ্য বশতঃ আমিও পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষায় জলপানির টাকা পেয়েছিলাম।

এ সময়ে আমার জীবনের উপর যে সমস্ত পুস্তক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যে সমস্ত পুস্তক আমার চরিত্রকে গড়ে তুলেছিল তন্মধ্যে ফিরোজসার সাহানামা এবং জারস্তান ধর্ম্মের অনুশাসন ( The Duties of Zoroastrians ) নামক অপর একখানা গুজরাটী পুস্তকের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের ভাব অতি পবিত্র এবং ভাষা অতি প্রাঞ্জল ছিল এবং উহা পবিত্র কার্য্যে প্রেরণা দিত; কিন্তু সাহিত্য, যা' আমাকে খুব বেশী পড়তে হত এবং যা' পড়ে আমি খুব আমোদও পেতাম তা' অবশ্য ইংরেজীই ছিল। ওয়াট্স্ প্রণীত (Watts' Improvement of Mind ) "মানসিক উন্নতি" পড়ে আমার লিখিবার কায়দা ও চিন্তা প্রণালী ঠিক হয়। একশব্দ ব্যবহার করলে যেখানে চলে কখনও সেখানে দুই শব্দ ব্যবহার করতেম না। ভাব এবং শব্দবিন্যাস-

রীতি যত স্পষ্ট করে লিখতে পারতাম তাই লিখতাম। লিখিতে বসে ভাষাকে একটা অতিপ্রাকৃত পদ্যময় করে তোলার প্রবৃত্তি এখানেই আমার শেষ হয়। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক দিয়েই ভাবরাশি পরিস্ফুট হতে আরম্ভ হল। আমি আমার দারিদ্র্য এবং দরিদ্রদের ব্যয়েই যে আমার পড়াশুনা চল্‌ছে এ বিষয়ে খুব চিন্তা ক'রতাম। আমার সহপাঠি-দের কেহ কেহ সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের ছেলেও ছিল। যে কোম্পানীর সহিত আমার পরবর্ত্তী কি সাধারণ কি গৃহস্থজীবন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল সে বংশের একটি ছেলেকে ও আমি সহপাঠিরূপে পেয়েছিলাম। আমার মনে ক্রমে এভাবটা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায় যে, আমার শিক্ষায় যদি কোন সুফল প্রসব-করে তাহলে বল্‌তে হবে এই দরিদ্রগণই সেসুফল প্রসবের কারণ, কাজেই আমার ভিতরে যতটুকু ভাল জিনিষ আছে তা' এদেরই প্রাপ্য এবং আমি তা' এদেরেই দিয়ে যাব, আমি নিজকে দরিদ্রদের সেবাতেই উৎসর্গ ক'রব। যে বয়সে আমার মনের মধ্যে এসব সঙ্কল্পের আন্দোলন হ'তেছিল তখনই ক্লার্কসন লিখিত ( Clarkson ) "দাস ব্যবসায়" ( Slave Trade ) ও পরসেবাপরায়ণ হাওয়ার্ডের ( Howard ) জীবনী আমার হাতে পড়ে এবং এ হতেই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিয়মিত হয়ে যায়— যখনই সুযোগ উপস্থিত হবে তখনই দরিদ্রসেবায় নিজকে নিয়োজিত করবো এ সঙ্কল্প স্থির হয়ে যায়।

যখন কলেজের ঠিক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি শিক্ষাসমিতির সভাপতি সার আর্‌স্কিন প্যারীর ( Sir Erskine Perry ) সুনজরে পড়ে যাই এবং তিনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, আমি বিলাত গিয়ে আইন পড়ে যাতে ব্যারিষ্টার হয়ে আসতে পারি তা'র প্রস্তাব করেন। যদি আমার সমাজের নেতৃবর্গ এ বাবদ অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন তা'কে

তিনি অপরার্দ্ধ ব্যয়ভার বহন ক'রবেন বলে স্বীকার করেন। আমার বোধ হয়, আমার সমাজের নেতৃবর্গ নিজেদের বর্ঝবার ভুলে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে বিলাতে গেলে খৃষ্টানমিশনারিগণ আমাকে খৃষ্টান করে ফেলবে, তাই তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন না, সুতরাং এ প্রস্তাব স্থগিতই থাকে। এর পরে যখন নিষ্টর প্যারী ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য হয়েছেন তখন এবিষয় নিয়ে তাহার সঙ্গে আমার আলাপ হয় তাতে তিনি বলেন তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য না হওয়ায় ভালই হয়েছে এবং তাহার তখন দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আমি দেশের যতটা কাজ করতে পারতাম ব্যারিষ্টার না হ'লে তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। ইহার পর আমাকে আমার উপজীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত বিশেষ ভাবতে হয়। প্রায় সরকারি কার্য্যে ঢুকে পড়ি পড়ি এরূপ হয়েছিল। বোম্বাইয়ের শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি সরকার দপ্তরে (Secretariat) আমার জন্য এক চাকুরী যোগাড় করলেন। এই চাকুরীর কথা শুনে আমার মনে হল আমার কপাল বুঝি এবার ফাটলো। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ঘটনাচক্রে এই চাকুরী গ্রহণে আমার কোন বাধা উপস্থিত হল তাই এই চাকুরী গ্রহণ আমার পক্ষে হয়ে উঠল' না। এই চাকুরী না হওয়াতে আমার পক্ষে খুব ভালই হয়ে ছিল, কেননা এই চাকুরী হ'লে অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারী হয়ে থেকে নিজকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ করে রাখতে হত।

১৮৫৫ অব্দে আমরা তিনজনে মিলে কামাকোম্পানী নাম দিয়ে বিলাতে এক কারবার খুলি। বিলাতে এইটিই প্রথম ভারতীয় কারবার। তার পূর্ব্বে ৫০ বৎসর যাবত ভারতে কি সমাজ সম্বন্ধীয়, কি রাষ্ট্রবিষয়ক, কি-

শিক্ষাসম্বন্ধীয়, কি ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার সংস্কারের ধুম পড়ে যায়। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সামাজিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, ছেলেপেলেদের জন্য স্কুলস্থাপন, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞানসমিতির অনুষ্ঠান, দেশীয় ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় যাহাতে এদেশবাসিদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার জন্য সভাসমিতি গঠন, পার্শীসমাজ সংস্কার, বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া, হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন, পার্শীদের ধর্ম্মসমাজ সংস্করণ সমিতি

এই সবই আমার আলোচনার বিষয় ছিল। এ কলেজ হতে যে সমস্ত যুবক কেবলমাত্র বের হয়েছে তাদের নিয়ে এবং বৃদ্ধদেরও সাহায্যে এসব যাতে কাজে পরিণত হয় সেজন্য লেগে গিয়াছিলাম। এ সব কাজে স্যার আর্সকিন প্যারী, অধ্যাপক প্যাটন এবং এদের মতন আর আর লোক বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দান করে ছিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজ হতে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ফলস্বরূপ এসব কাজই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

হায়! যখনই আমি আমার জীবনের এ অংশটুকুর কথা ভাবি তখনই গর্ব্বে ও আহ্লাদে আমার হৃদয় পরিপ্লুত হয়ে যায়; কারণ আমি ভাবি যে, আমার দেশবাসীর নিকট যে আমার কিছু দেওয়ার আছে আমি সেই কর্ত্তব্যপালনে কথঞ্চিত সক্ষম হয়েছি। আমার যৌবনের এই দিনগুলি যে কত সুখের তা আমি বলতে পারি না, এ দিনগুলি যেন কি এক অক্ষয় সুখের ভাণ্ডার হয়ে রয়েছে!

আমার সেই পুরাতন শিক্ষামন্দির এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজে আমার প্রাকৃত বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিয়োগ আমার প্রথম জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ভারতবাসিদের মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হই। আমি এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্

অধ্যাপক বলে অভিহিত হতাম। এ জীবনে আমি কত সম্মান পেয়েছি তার মধ্যে এ খেতাবেই আমি নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত মনে করি এবং আজকালও অনেক ছাত্র আমাকে দাদাভাই অধ্যাপক বলে ডাকে।

যৌবনে যে বীজ বপন করা হয়ে ছিল দেশীয় ভ্রাতৃবর্গের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সে বীজ হ'তে কালে প্রচুর পরিমাণেই ফল উৎপন্ন হয়েছে। যখন লোকে আমাকে ( Grand old man of India ) বলে ডাকে তখন আমার বড়ই আহ্লাদ হয় এবং আমি তখন বাস্তবিকই একটা গৌরব অনুভব করি। মনে করি, এই উপাধির মধ্যে আমার দেশবাসীর হৃদয়নিঃসৃত উদারতা ও কৃতজ্ঞতার ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার বোধ হয় এস্থানেই আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি; কিন্তু একজনের কথা এখনও বলা হয় নাই। যদিও এই প্রসঙ্গের শেষ ভাগেই তাঁহার কথা উঠলো কিন্তু বাস্তবিক সমস্ত ব্যাপারের পূর্ব্বেই তাঁহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনি আমার "মা"। যখন তিনি বিধবা হলেন আমার তখন একেবারে শৈশব অবস্থা এবং আমিই তাঁহার একমাত্র সন্তান। সে অবস্থায় তিনি পুনর্ব্বিবাহে মত না করে আমার মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় বিধবা অবস্থাতেই রইলেন। জগতের মধ্যে আমিই তাঁহার সর্ব্বস্ব হলেম। তিনি তাহার ভ্রাতার সাহায্যে ছেলেকে মানুষ করেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। যদিও তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না এবং আমি যদিও সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলাম তবুও তিনি আমার উপর দৃষ্টি রাখতে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি আমার উপর অতিশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। ইহাতে আমি পারিপার্শ্বিক অসৎসংসর্গের প্রভাব হ'তে রক্ষা পেয়েছি।

## দাদাভাই নৌরোজী

আমার পাডাব মধ্যে তিনিই সুপবামর্শদাত্রী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজসংস্কাবকল্পে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাব যে সব কাজ কবতে হযেছে তিনিই সর্ব্বান্তঃকবণে সে সব কাজে আমাকে সাহায্যদান কবেছেন। বর্ত্তমানে আমি যে নিজেকে উন্নত বলে মনে করি তা তিনিই আমাকে এ উন্নত করেছেন।

# তৃতীয় খণ্ড।

—***—

## বৃটীশ প্রজাতন্ত্র এবং ভারত।

[ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৪টা জুলাই বুধবার সায়াহ্নে North Lambeth Liberal Clubএ এক সভার অধিবেশনে দাদাভাই "বৃটীশ প্রজাতন্ত্র ও ভারত" শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করেন; আমরা নিম্নে সেই বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। এই সভায় (Colonel Ford) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন।]

সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা যে আমাকে অদ্য রাত্রিতে বক্তৃতা প্রদানে অনুমতি দিয়াছেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেছি। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান ইহা যাহাতে আপনারা ভালভাবে বুঝিতে পারেন সেই জন্য আমি বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা কি, বক্তৃতার প্রারম্ভে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে চাই। প্রথমতঃ ভারতকে যে প্রণালীতে শাসন করিবার কথা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আমি তাহারই উল্লেখ করিব। ১৮৩৩ অব্দে ভারতের পক্ষে কি প্রকারের শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা স্পষ্টভাবে ঠিক হইয়া যায়, এবং ইহা পার্লেমেণ্ট মহাসভার আইনে বিধিবদ্ধ হয়। এই শাসন প্রণালী ন্যায়ানুমোদিত ও পক্ষপাতশূন্য। ইহাতে ইহাই বিধিবদ্ধ হয় যে, কোন ভারতবাসী অথবা তদ্দেশজাত সম্রাটের কোন প্রজা ধর্ম্ম, জন্মস্থান এবং বংশ অথবা ইহার যে কোনটার

জন্য কোম্পানীর নিকট মর্য্যাদালাভে, পদাধিকারে, অথবা চাকুরী গ্রহণে বঞ্চিত হইবে না; অর্থাৎ ভারতের ব্রিটিশ প্রজামাত্রেই সমান ব্যবস্থা পাইবে, একমাত্র বিদ্যাবত্তাই কর্ম্মে নিয়োগ করার নিদর্শনস্বরূপ হইবে। এই কার্য্য নীতির ঠিক ঠিক প্রতিপালন ভিন্ন ভারতবাসী অন্য কিছুই চাহে নাই কিন্তু সেইসময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতশাসন কল্পে এই প্রকার কোন নীতিই কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ অব্দে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া ঠিক এই নীতিরই পুনর্ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাপত্রে ভারতবাসিগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন:—

"অন্যান্য প্রজার নিকট আমরা যে কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ আছি ভারতবাসীর নিকটও আমরা সেই সূত্রে আবদ্ধ থাকিব। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা এই কর্ত্তব্য সজ্ঞানে ও বিশ্বস্তচিত্তে যথারীতি পালন করিব; এবং আমি ইহাও ইচ্ছা করি যে, আমার প্রজাবর্গ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আপনাদের বিদ্যা ক্ষমতা এবং সচ্চরিত্রতা বলে সরকারের অধীনে যে সমস্ত কাজ করিতে সমর্থ হইবে বিনা পক্ষপাতে তাহাদিগকে সেই সমস্তকাজে নিযুক্ত করা হইবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের কৃষিবাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ দান, সাধারণের উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধক বিষয়ের উৎকর্ষসাধন এবং ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপকারের নিমিত্তই ভারতবর্ষ শাসন করা হইবে। ভারতবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। তাহারা সন্তুষ্ট থাকিলেই আমরা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ থাকিব এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতা আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিব। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি সেই জন্য

তিনি যেন আমাকে ও আমার আদেশে যাহারা রাজ্যশাসন করিবেন তাহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতাপ্রদান করেন।”

ভারতের নিকট ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হইল কৈ? ভারতে জাতিবর্ণ ভেদ পূর্ব্বেতে যেরূপ ছিল এখনও ঠিক সেরূপই রহিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল এ যাবত তাহা কখনও পালন করা হয় নাই। কেহ হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন, ভারতের শাসকসম্প্রদায়ের আত্মসম্মান বোধ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করাইতে প্রণোদিত করিয়াছে; কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা ঘটে নাই। এই শাসন নীতি ও এই প্রতিশ্রুতিসমূহ আমাদের নিকট নিষ্ফল বিধিরূপেই পরিণত হইয়াছে (shame! shame!)—ইহাই আপনাদের প্রথমতঃ জানা দরকার। ভারতে যে শাসনপ্রাণালী প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত যে প্রকার দরিদ্রতা ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে জগতের কুত্রাপিও এরূপ দারিদ্র্য কি দুর্দ্দশার কথা শুনা যায় না। ভারতের অর্থ অনবরত শোষণ হওয়ার ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আপনারা জানেন না যে, আমাদের নিজেদের পরিশ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্য হইতে আমাদিগকে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশকোটি টাকা যোগাইয়া ইংরেজদিগকে দিতে হয়, ইহা হইতে এক পয়সাও আমাদের নিজেদের কাজে লাগাইতে পারি না। বহুবর্ষ ধরিয়া এই শোষণ প্রণালী চলিয়া আসিতেছে এবং প্রতি বৎসরই ইহার কঠোরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডে ভারতীয় দপ্তর সম্বন্ধে যে কোন খরচ সবই আমাদিগকে বহন করিতে হয় এবং ভারতীয় সৈন্য বিভাগ সম্পর্কীয় সমস্ত খরচও আমাদিগকেই যোগাইতে হয়; মনে রাখিতে হইবে, প্রাচ্যে এবং

অন্যান্য ইংলণ্ডের স্বাধিকার বজায় রাখিবার জন্যই আমাদিগকে এই সৈন্য বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। প্রাচ্যে যদি আপনারা আপনাদের অধিকার বজায় রাখিতে চাহেন তাহা রাখুন, কিন্তু সেই ভার আপনারা নিজেরা বহন করুন ( hear, hear )। ভারতের উপর এই ব্যয়ভার চাপান হইবে কেন? যদি আপনারা ভারতীয় সৈন্যবিভাগের অর্দ্ধেক ব্যয়ভারও বহন করেন তাহাতেও আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং অপরার্দ্ধ আমরা নিজেরাই বহন করিব। ভারতে আপনাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগঠনে যত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহার খরচের একটি পয়সা অবধি আমাদিগকে দিতে হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, মনে রাখিবেন যে ভারতীয় শোণিত-পাতেই আপনারা এই সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। ভারত-সাম্রাজ্য গঠনে ভারতীয় সৈন্যগণই তাহাদের রক্তদান করিয়াছে। আর আমরা তাহার পুরস্কারস্বরূপ কি পাইতেছি? না,—আমরা চিরকালের জন্য ইংরেজদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছি।

জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ খনিজ ও অন্যান্যসম্পদে অধিকতর সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু আপনারা আমাদের এইসব সম্পদের উপর শোষণ করিতে থাকিয়া আমাদের দেশবাসিগণকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে দারিদ্র্যের মুখে টানিয়া আনিয়াছেন। গতশতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের উৎপন্ন অর্থ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা শোষণ করিয়া লওয়া হইত, এই শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ইহা এখন প্রায় ৪৫ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। ভারত হইতে প্রতি বৎসর এতগুলি করিয়া টাকা শোষণ করিয়া লওয়া হয় অথচ ইহার প্রতিদানে সে কিছুই পায় না ( shame ! ) এই প্রভূত অর্থের কিয়দংশ ভারতে ফিরিয়া যায় বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, তাহা ভারত-

বাসীর কোনই উপকারে যায় না—উহা ব্রিটিশ মূলধনস্বরূপ ভারতে ফিরিয়া যায়, এবং ব্রিটিশ ধনস্বামিগণ এই অর্থ ভারতীয় খনিজ দ্রব্যের উপর খাটাইয়া লাভবান্ হয়েন, এই লাভের টাকায় কেবল ইংরেজদেরই ধনাগার পূর্ণ হয়। এই প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতের বক্ত মোক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও এই মোক্ষণ কার্য্য চলিতেছে। ভারতবর্ষে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে তাহার নিজের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াও অনেক উৎবৃত্ত থাকে। তাহা হইলে ইহা কিরূপ কথা যে, ভারতবাসী এত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে? ইহার কারণ অতি-সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভারতবাসিগণকে এরূপ নিঃস্ব করাতে এবং অনবরত মোক্ষণ প্রণালীর দ্বারা তাহাদের অর্থ এরূপভাবে শোষণ করাতে তাহারা এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সঙ্গতি তাহাদের নাই। কাজেই সুবৎসরই হউক, অথবা দুর্ব্বৎসরই হউক অর্থাৎ দেশে ফসল ভালই জন্মুক কি মন্দই জন্মুক, দেশে দুর্ভিক্ষ বারমাস লাগিয়াই আছে। মনে করিবেন না, আপনারা ইংলণ্ডে যখন ভারতের দুর্ভিক্ষের সংবাদ পান কেবল তখনই তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ যখন অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে কেবল তখনই আপনারা তাহার সংবাদ পাইয়া থাকেন। আপনারা যে রাজার প্রজা সে রাজার প্রজাবর্গের মধ্যেই ১৫ কোটী লোক দিনে একবেলা পেট ভরিয়া আহার কাহাকে বলে জানে না। ইংলণ্ডকে যদি আহার্য্যের জন্য স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইত? ইংলণ্ডবাসিগণের যে আহার্য্যের প্রয়োজন ইংলণ্ড হইতে তাহার এক চতুর্থাংশও উৎপন্ন হয় না, কেবল ধনশালী বলিয়া ইংলণ্ড অন্যদেশ-জাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বীয় সন্তানগণকে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে

সমর্থ হইতেছে, এবং এই জন্য ভারতবর্ষকেই ধন্যবাদ দিতে হইবে। ইংলণ্ডের এই অপনারা ভারতের অবস্থার তুলনা করুন। ভারতের যে আহার্য্যের আবশ্যক তাহা অপেক্ষাও অধিক আহার্য্য সে উৎপন্ন করে অথচ তাহার সন্তানগণ দরিদ্রতা নিবন্ধন আহার্য্য ক্রয় করিতে অসমর্থ, এবং যখনই অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইল তখনই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এতক্ষণে আমি আমার বক্তৃতার প্রধান বক্তব্য বিষয়ে উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ভারতের বর্ত্তমান্ দুরবস্থার দায়িত্ব ভার কাহার স্কন্ধে চাপান যায়? উত্তর—ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্রের উপর; ভারতের বর্ত্তমান্ দুরবস্থার জন্য ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্র দায়ী। কি প্রকারে দায়ী তাহা আমি বলিতেছি। ইংলণ্ডের শাসন ব্যাপারে একজন ইংরেজ-নির্ব্বাচকের যে ক্ষমতা বিদ্যমান্ ভারতশাসনের ব্যাপারে সমস্ত ভারতবাসীর সে ক্ষমতাটুকুও নাই। ভারতীয় সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় (Supreme Legislative Council) মাত্র ৪ জন কি ৫জন ভারতবাসী আছেন। ঐ সভায় এত অল্প লোকের কি ক্ষমতা আছে?

সরকার নিজেই এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করেন এবং এই সভার গঠন কালে তাহারা এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন যে অল্পসংখ্যক ভারতবাসী ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য আছেন তাহারা এই সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে না পারেন অর্থাৎ তাহাদের নিজদেশের শাসন ব্যাপারে যেন তাহাদের মতামত কোন প্রকারে কার্য্যকরী হইতে না পারে। রাজস্বধার্য্যের এক পাণ্ডুলিপি সভায় দাখিল করা হয়; কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ভারতীয় সভ্যগণের কোন প্রকার মতামত দান, কি ইহার কোন প্রকার সংস্কার সাধন কিম্বা ইহা

সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের কিছু মাত্র অধিকার থাকে না। যদি তাহারা এই পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন না করেন সরকার বাহাদুর অমনি মুখ ফিরাইয়া বলেন, "দেখ ইহাদের কথা শুন, ইহারা কি মনে করে যে কর সংগ্রহ ব্যতীত রাজকার্য্য চলিতে পারে? উহারা শাসনকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র নহে।" প্রকৃত ঘটনা এই যে, একটা দপ্তরী কায়দা মাত্র বজায় রাখিবার জন্যই ঐ পাণ্ডুলিপি সভায় দাখিল করিয়া নাম মাত্র সম্মতি লইবার একটা ভান করা হয়। ঐ পাণ্ডুলিপির সংস্কার অথবা উহার সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার সুযোগই দেওয়া হয় না। কাজেই এই কয়েক জন ভারতীয় সভ্যও নিজেদের ভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতে কর সংগ্রহ ব্যাপারে সভার অন্যান্য সভ্যগণের সহিত এক মত হইতে বাধ্য হয়েন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই সংগৃহিত অর্থের খরচ সম্বন্ধে ইহাদের কোনও মতামতই লওয়া হয় না। বাস্তবিকপক্ষে বলিতে যাইলে ইহাদের কোন ক্ষমতাই নাই। ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা যতটা খারাপ সম্ভব হইতে পারে তাহাই। ভারত যে দুঃসহ যন্ত্রণাভরে নিপীড়িত ব্রিটিশ জনসাধারণই তাহার জন্য দায়ী। এই দেশে প্রজাতন্ত্রই বলবান, কাজেই আমরা যে কষ্টভোগ করিতেছি তাহা ইহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত; কারণ ইহারাও একদিন আমাদের মত কষ্টভোগ করিয়াছে। আপনাদের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, আপনাদের শাসন ক্ষমতা যাহাতে তাহার প্রতিশ্রুতি সকল পালন করেন সেজন্য আপনারা তাঁহাকে বাধ্য করুন। যদি আপনারা ইহাতে কৃতকার্য্য হয়েন তাহা হইলে ইহার ফলস্বরূপ সাম্রাজ্য দৃঢ় হইবে এবং তাহাতে যে ফল প্রসব করিবে ভারতবর্ষ এবং আপনারা উভয়েই তাহা ভোগ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন

করিতে চাহে না বরং সে সম্বন্ধ যাহাতে দৃঢ় হয় তাহাই সে চাহে। আমি ইহাই দেখাইতে চাই যে, ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতির জন্য যদি ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র তাহার ক্ষমতার ব্যবহার না করেন তাহা হইলে আমাদের এই যাতনার দায়িত্ব তাহাদের দ্বারেই পতিত হইবে। কাজেই আমি আপনাদিগকে সকাতরে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমরা যে ভয়াবহ দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি তাহা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ( Cheers )।

---

## ভারতে ইংরাজ-শাসন।

[ ১৯০২ অব্দের ২২শে মার্চ্চ তারিখে লণ্ডন ইণ্ডিযান সোসাইটীর ( London Indian Society ) বাৎসরিক ভোজ উপলক্ষে দাদাভাই "ভারতে ইংরেজ-শাসন" বিষয়কএক বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। ]

এই ভোজ উৎসবে আপনারা যেরূপ উদারভাব সহিত আমার স্বাস্থ্য-পান করিয়া আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিযাছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি ইহা অন্তরের সহিত গভীরভাবে অনুভব করিতেছি। (Hear Hear)

ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে আমার মতামত বলিতে যাইয়া আমি ইহাই বলিতে চাই যে, এ সম্বন্ধে আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আপনারা ভুল বুঝিয়াছেন। সমস্ত বিষয়ের সারকথা এই যে, ব্রিটন ভারতের নিকট হইতে অনেকগুলি সুবিধা লাভ করিয়েছে কিন্তু যদি

পার্লেমেন্টনির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত তাহা হইলে ব্রিটন ভারত হইতে ইহা অপেক্ষা দশগুণের অধিক সুবিধা লাভে সমর্থ হইত। ভারতের শাসনদণ্ড উক্ত নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে পরিচালিত হইতেছে না ; এবং উহা ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় যে স্বার্থপর নীতির অনুসরণে পরিচালিত হইত এখনও ঠিক সেই পুরাতন নীতির অনুসরণেই পরিচালিত হইতেছে। আমাদের এবং ইংলণ্ডের উভয়ের পক্ষেই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যখনই আমি এ বিষয়ে অভি-যোগ উপস্থিত করি তখনই আমাকে বলা হয়, কখন কখনও বা খুব জোরের সহিতেই বলা হয়, ব্রিটনের সহিত ভারতের সম্পর্কে ভারতের নিজেরই লাভ। আমি স্বীকার করি তাহা হইতে পারে এবং আমি যে ব্রিটনের সহিত ভারতের এই সম্পর্ক যাহাতে ন্যায়পরায়ণতার উপর অর্থাৎ বিচার ও উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি তাহার কারণও উহাই। ভারতের জাতীয় মহাসভার মত একটা সভার অভ্যুত্থান হওয়াতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্পর্ক আরও সুফলপ্রদ হইতে পারে। এবং আমার বিশ্বাস, ভারতের এই জাতীয় মহাসভার শক্তিকে যদি আপনারা ঠিক পথে পরিচালিত করিতে না পারেন তাহা হইলে ইহার ফল অতিশয় ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ এই শক্তি যদি ঠিক পথে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে কালে ইহার সহিত ব্রিটিশ শাসনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। ইহা বুঝিতে হইলে খুব গভীর বিবেচনার আবশ্যক হয় না। প্রত্যেক গণ্য মান্য রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তিই ইহা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপরই ভারতের মঙ্গল নির্ভর করে এবং যে পর্য্যন্ত না ভারতবাসিগণ ইহা বুঝিতে পারে যে, ব্রিটিশ

শাসন তাহাদের মঙ্গল করিতেছে, তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার উন্নত এবং তাহাদিগের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে সে পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা জন্মিতে পারে না ( Hear ! Hear ! ) কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঠিক ইহার বিপরীত। এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতে যে শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই শাসন পদ্ধতির ফলে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই; তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকারও উন্নতি লাভ করে নাই। যদি আপনারা ভারতকে ব্রিটিশ-শাসনের সুবিধা সকল প্রদান করিয়া তাহাকে বাস্তবিক সাম্রাজ্যের অংশী-ভূত করিয়া লয়েন তাহা হইলে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, দ্বাদশরুশ-শক্তিও ভারতকে স্পর্শ করিতে কিংবা সাম্রাজ্যের বিন্দু মাত্র ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না ( Cheers ! )।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা হয় নাই বলিয়া Mr. ...... বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথা খুবই সত্য যে, সাম্রাজ্যের যেখানে যতটুকু সম্পদ আছে সেই সমস্তটুকুই যদি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যই কখনও রক্ষা পাইতে পারে না। সাম্রাজ্যের এই সম্পদ সমূহের মধ্যে কি শারীরিক শক্তিসম্পর্কে, কি সামরিক প্রতিভায় এবং দক্ষতায় ভারতীয় সম্পদের মত আর কোনটিই নহে। সেস্থানে যাইয়া যদি কেবল একজন মাত্র ইঙ্গিত করে তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, কোটী কোটি লোক ব্রিটিশসাম্রাজ্যের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। সাম্রাজ্যের অংশীভূত অন্যান্য প্রজাবর্গ যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে আমরাও ব্রিটন বাসীর নিকট হইতে সেই প্রকার ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি; এবং আমরা ইহাই চাই যে, আপনারা যেন আমাদের সহিত প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক আর না রাখেন।

ভারতশাসন পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনায় এবং উভয়দেশের মঙ্গলকল্পে পার্লেমেণ্ট যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া যে নীতি অনুসারে ভারতশাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটও যাহা মানিয়া লইয়াছেন ভারতের শাসনদণ্ড সেই নীতির অনুসরণেই পরিচালিত হউক—আমরা আপনাদের নিকট ইহাই চাহি। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নহে। ব্যক্তিগত হিসাবে, আমার নিজের কথা বলিতে গেলে ব্রিটিশ ন্যায়পরতায় আমি বিশ্বাসবান্ এবং এ যাবত ইহাই আমি বলিয়া আসিতেছি। ১৮৫৩ অব্দে যখন প্রথম ভারতে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং কোম্পানীর সনদের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং কলিকাতায় সভা-সমিতি গঠিত হইয়া পার্লেমেণ্টে আবেদন করা হয় তখনই ব্রিটিশ জাতির প্রতি আমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার বিশ্বাস যদি ব্রিটনবাসিগণ কেবল আমাদের অবস্থার সঠিক খবর পান এবং ভারতের প্রকৃত অবস্থার সহিত তাঁহারা পরিচিত হয়েন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা ভারতের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। কতপ্রকার নৈরাশ্য ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া গত অর্দ্ধশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে তাহাতেও আমি আমার এই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি নাই। ভারত সম্বন্ধে ব্রিটন অধিবাসি-দিগের কর্ত্তব্যের বিষয় যদি আমরা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইংলণ্ড এমন এক সাম্রাজ্য তাঁহার অধিকারে পাইবেন যাহা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার ছিলনা এবং যাহা লইয়া যে কোনও জাতি গর্ব্ব করিতে পারে। ( Cheers ! ) মোটের উপর সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতবর্ষই ব্রিটিশসাম্রাজ্য ৮

ইংলণ্ডাধিকারভুক্ত উপনিবেশ সমূহের অধিবাসিবৃন্দ ইংলণ্ডেরই সন্তান, ইংলণ্ড হইতে অন্যত্র যাইয়া নিজেদের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছে। কেবল মাত্র মাতৃভূমি বলিয়া ইংলণ্ডের সহিত ইহাদের ভালবাসার সম্বন্ধ বিদ্যমান ; কিন্তু ভারতবর্ষ এমন একটি সাম্রাজ্য যাহার উপযুক্ত উৎকর্ষ সাধনে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতে পারে। মোটের উপর আমরা ইহাই চাহি যে, ভারত এবং ইংলণ্ড এই উভয়দেশের মধ্যে যেন একটা প্রকৃত ভালবাসার ও বিশ্বস্ততার ভাব বিদ্যমান থাকে। হে উপস্থিত যুবকবৃন্দ, আজ আপনাদিগকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এবং আমার সমবয়সী সহযোগিগণ যাঁহারা এই আন্দোলনে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া যাইতেছেন। আমরা এ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং এ যাবত আমাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইয়াছে কিন্তু আমরা যে একটা শক্তি রাখিয়া গেলাম, আমরা প্রায় শতাধিক লোক এই ৫০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগকে যেসমস্ত সুবিধা প্রদান করিয়া গেলাম ইহার সাহায্যে যদি আপনারা কেবলমাত্র এই সমস্যা সমূহকে ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রিটিশশাসনের দোষগুণ যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারেন তাহা হইলে আপনারা ভারত এবং ইংলণ্ড উভয়দেশের পক্ষেই একটা মহৎকার্য্য করিয়া গেলেন বলিতে হইবে। আমি যে এ বিষয়ে সামান্য কিছু কাজ করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছি এজন্য নিজকে আহ্লাদিত মনে করি। ব্রিটিশশাসন বজায় থাকাই ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক—ইহাই আমার ধারণা এবং এই মতেরই আমি পোষকতা করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু এতদিন যাবত যে ব্রিটিশশাসন চলিয়া আসিতেছে আমি তাহার কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি যে, এই শাসন এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে

আপনারা আমাদিগকে ভৃত্যের ন্যায় না দেখিয়া ভাইয়ের মত দেখিতে পারেন। ( Loud cheers )

---

## "ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনী"

[ বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসভার দ্বাবিংশ বাৎসরিক অধিবেশন হয় এই অধিবেশনে সার্ হেন্‌রী কটন ( Sir Henry Cotton ) সভাপতি মনোনীত হয়েন। সভার সভাপতির আসন গ্রহণ উপলক্ষে যখন তিনি ভারত যাত্রা করেন তাহার পুর্ব্বে তাঁহাকে প্রীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত ১৯০৪ অব্দের নভেম্বর মাসে ওয়েষ্ট মিন্‌ষ্টার পেলেস্ হোটেলে ( West Minster Palace Hotel) এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় দাদা ভাই ভারতে জাতীয় মহাসম্মিলনী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে আমরা সেই বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। ]

সভাপতি মহাশয়, অদ্য সায়াহ্নে আমাদের অতিথি সার হেন্‌রী কটন্ ও সার্ উইলিয়াম ওয়েডরবরণের মঙ্গল কামনায় আমি স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করিতেছি ( Cheers ). বক্তৃতার প্রারম্ভেই আমি ভারতবাসিদের পক্ষ হইতে জানাইতেছি যে, ( Mr. Digby ) মিষ্টার ডিগ্‌বি ও লর্ড নর্থ-ব্রুকের ( Lord Northbrook) মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ইঁহাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে আমি তিনজন মহাত্মার নাম উল্লেখ করিব যাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসুলভ গুণাবলীরদ্বারা নিজেদের নাম ভারত-বাসিগণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই তিন জন—

সাধুস্বভাব মেও, ন্যায়পরায়ণ নর্থব্রুক, এবং সমদর্শী রিপন (Cheers)—।
ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন ইহজগত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন;
আশাকরি তৃতীয়জন যেন দীর্ঘায়ুলাভ করিয়া ভারতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির
নিমিত্ত তিনি যে আশা পোষণ করিতেছেন তাহা ফলবতী হইতে দেখিয়া
যাইতে পারেন (Hear! Hear!)। আমরা এই স্থানে আমাদের
বন্ধু শ্রীযুক্ত হেন্‌রী কটন ও শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ওয়েডরবর্ণের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত
সম্মিলিত হইয়াছি। এই স্থানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে, আমরা ভারত-
বাসিগণ কেন ইংরেজ ভদ্রলোকদিগকে ভারতে যাইয়া তত্রত্য জাতীয়
মহাসম্মিলনীর সভাপতির আসনগ্রহণ ও তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য
অনুরোধ করিতেছি; আমাদের ভিতর কি এমন লোক নাই যিনি এ কাজ
করিতে পারেন? আমাদের নিজেদের কাজ কি আমরা চালাইতে পারি
না? এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং ইহার উত্তর
দেওয়াও প্রয়োজন। আবার এ প্রকারও প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারত কি
চায়? কি ভাবে তাহারা তাহাদের অভীপ্সিতবস্তু পাইতে ইচ্ছা করে?
ভারতবাসী কি চায় তাহা আমি আমার নিজের ভাষায় অথবা কোন
ভারতবাসীর ভাষায় না বলিয়া এমন একজন ভারতপ্রবাসী ইংরেজের লেখা
হইতে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি যাহার পিতা এবং পিতামহ ৬০ বৎসরের
অধিক কাল সরকার বাহাদুরের অধীনে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নিজেও
৩৫ বৎসরের অধিককাল এই সরকারেরই কার্য্য করিয়াছেন এবং পুত্রও
বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুরের অধীনে কার্য্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে
আমি আমাদের অদ্যকার অতিথি শ্রীযুক্ত হেন্‌রী কটন্‌কেই নির্দ্দেশ
করিতেছি (Cheers!)। ইনি স্বদেশভক্ত হিসাবে কোনও ইংরেজ
অপেক্ষা ন্যূন নহেন এবং সরকার বাহাদুরের অধীনে যে চাকুরী করিয়াছেন,

তাহা লইয়াও ইনি গর্ব্ব করিতে পারেন। ইনি সরকারী কর্ম্মসম্বন্ধীয় দক্ষতাদ্বারা ভা তের বর্ত্তমান অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি "নব্যভারত" ( New India ) নামক ইহার যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে কয়েকটী কথা আমি আপনাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইব, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন. ভারত কি চায়? তিনি বলেন "ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান ইংরেজ শাসন পদ্ধতি কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের ধারণা এবং ইহা তাঁহারা ঠিকই ধারণা করিয়াছেন, ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক নষ্ট হইবে না। * *। বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক প্রজাতন্ত্রমূলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগের সকলকে এক শাসনদণ্ডের অধীনে আনয়ন করা * *, তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিসর বাড়াইয়া দেওয়া ও যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রীর মৈত্রী ও স্বাধীনতা জাগিয়া উঠে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই সাম্রাজ্যশক্তির মহত্তর কর্ত্তব্য। শেষ পর্য্যন্ত উভয় দেশমধ্যে একটা আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে তাহাদিগের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।" পুনরায় অন্য একস্থানে ভারত হইতে ইংলণ্ডের শোষণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন "এই সম্বন্ধে ( বিবধ প্রকারে ইংলণ্ড ভারত হইতে যে অর্থশোষণ করিয়া লইতেছে সে সম্বন্ধে ) বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, মোটামোটী হিসাবে ইংলণ্ড ভারত হইতে প্রতি বৎসর ৩০ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৫০ কোটী টাকা শোষণ করিয়া লয়। ভারতবাসিগণের পক্ষে প্রতিবৎসর এতগুলি করিয়া টাকা বিদেশে বাহির করিয়া দেওয়া কখনও সুবিধাজনক হইতে পারে না।" ১৯০২ অব্দের নভেম্বর

মাসে লর্ড কুর্জ্জন জয়পুরে এক বক্তৃতা কালিন খুবই জোরের সহিত বলিয়া-ছিলেন "দলে দলে ইয়োরোপীয়গণ দেশীয় রাজ্যসমূহে আসিয়া যে খাদ্যে এ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসিগণ পচিয়া থাকিতে পারিত তাহা শোষণ করিয়া লইতেছে, এই ব্যাপারে আমি খুব অল্পই সহানুভূতি প্রকাশ করি এবং ইহাদিগকে এই ব্যাপার হইতে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টাই আমি করিয়াছি।" সার হেন্‌রী কটন বলেন "দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে লর্ড কুর্জ্জন যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন সমস্ত ভারতবর্ষেরই যে সে অবস্থা তাহা লক্ষ্য করিবার কালিন তিনি তাঁহার দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। * * রাজকার্য্যে ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে ভারতীয় কর্ম্মচারীর ক্রমনিয়োগই ভারতীয় শাসনসংস্কারের মূলসূত্র। ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাই চাহে এবং এই ব্যাপারেই তাহারা তাহাদের সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতেছে। তাহাদের এই দাবী পুরণ করাই তাহাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা সমূহ পরিপূরণের একমাত্র উপায়। ইহার পরিপুরণই সরকারের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। অর্থনীতি হিসাবেও ইহার প্রয়োজন আছে এবং অর্থনীতিরদিক দিয়া ছাড়া ইহার অন্য প্রয়োজনও আছে এবং সেই প্রয়োজনের ভিত্তি অর্থনীতি অপেক্ষাও মহত্তর। * * আয়র্লণ্ডে কঠোর শাসন নীতির অবলম্বনে কোনও সুফল প্রসব করে নাই। ভারতশাসনকল্পেও এই নীতির অবলম্বন নিশ্চয়ই নিস্ফল হইবে।" তাহার পর সার্ হেন্‌রি, মেকলের ১৮৩৩ অব্দের প্রোক্ত বিখ্যাত বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করেন ; তাহা এই :—"আমাদের শাসনাধীনে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মানসিক বৃত্তির প্রসার লাভ ঘটিয়া হয়ত উহা ঐ শাসন ব্যবস্থার উপরেও উঠিয়া যাইতে পারে-; হইতে পারে আমাদের প্রজাবর্গকে আমরা সুশাসনে রাখিয়া এরূপ শিক্ষা দিয়া তুলিতে পারি যাহাতে তাহারা আরও সুশাসন পাইবার উপযুক্ত হইয়া উঠে ; হয়ত

তাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান সমূহের দাবী করিয়া বসিবে। জানিনা এমন দিন কখনও আসিবে কি না, যদি কখনও আসে তাহা হইলে কখনও উহাকে বাধা দিতে অথবা উহার গতি ভিন্নমুখে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিব না। যদি এরূপ দিন কখনও আসে তাহা হইলে উহাই ইংরেজ ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন হইবে।"

তাহার পর মাউণ্ট্ ষ্টিউয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ১৮৫০ অব্দে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ :—

"কিন্তু যাহাতে তাহাদের (ভারতবাসীদের) মানসিক বৃত্তিনিচয় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে এবং শাসন সম্পর্কে যে উদার মত সমূহ এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত তাহা তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কিত হয় এখন আমরা আমাদের যথাসাধ্য সে চেষ্টা করিতেছি। কেবল বর্ব্বর ও দাসজাতিদিগকে শাসনের নিমিত্ত যে শাসননীতির আবশ্যক সে নীতির অবলম্বনে ইহাদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা।" এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের এই উক্তি সম্বন্ধে সার হেন্‌রী কটন্ বলেন :- -"এ লেখার পরে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালের অভিজ্ঞতায় ইহার সত্যতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।" ইহার পর আমি ব্রুকের (Brook) লেখা হইতে দুই একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া আরও একটি সার কথা বলিব; তিনি বলেনঃ—"রাজনীতিক্ষেত্রে উদার মতই যে খাটি জ্ঞানের পরিচায়ক তাহার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে এবং ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ লইয়া বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করিতে গেলে উভয়েরই অনিষ্ট সাধিত হয়। ভগবানের বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া আমরা আমাদের মনকে যাহাতে সেই উচ্চাদর্শে গঠন করিতে পারি তাহাই আমাদের করা কর্ত্তব্য।" যে সকল উক্তি আমি আপনাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম তাহা হইতেই আপনারা

বুঝিতে পারিয়াছেন ভারতবর্ষ কি চাহে। ভারতবাসিগণ যাহা চাহে তাহা একজন ভারতপ্রবাসী ইংরেজের লেখাতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং আমরা ইহাকেই আমাদের ইচ্ছার সুন্দর এবং সঠিক অভিব্যক্তি রূপে মানিয়া লইতেছি ( cheers )। এক্ষণে প্রশ্ন এই, কি রূপ ভাবে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে ? ইহা সম্পন্ন হইবার মাত্র দুইটা উপায় আছে। হয় কোন শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা, না হয় বিপ্লব দ্বারা। হয় সরকার নিজে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, না হয় প্রজাপক্ষ হইতে কোনও বিপ্লব-সংঘটিত হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই আমাদের বর্ত্তমান সংস্কার পন্থিগণ কি চাহেন এবং এই দুই প্রণালীর কোন প্রণালী অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিবেন। আমিই এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিব ( Hear ! Hear ! )। আমি যতদূর জানি তাহাতে ১৮৫৩ অব্দে ভারতের রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা অথবা ভারতবাসিগণ দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংঘটনের চেষ্টা হয় এবং এই সজ্ঞ হইতে তাঁহারা তাহাদের অভাব অভিযোগ সরকারের নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিবেন ইহাই স্থির করেন। এব্যাপারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ্ নূতন করিয়া লইবার সময় সঙ্ঘটিত হয়, এবং এই জন্য তিনটি সভা হয়—একটি বোম্বায়ে, একটী কলিকাতায় * *, এবং অপরটি মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। যে মূল-নীতিকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া এই সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল সার হেন্‌রী কটন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান্ তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। ১৮৫৩ অব্দে ভারতবাসিগণ যখন প্রথম রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন সার্ হেন্‌রী কটনের এই উক্তিই তাহাদের কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (British Indian Associa-

tion ) বোম্বায়ের বোম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন (Bombay Presidency Association ) এবং মাদ্রাজের মহাজনসভা ( Madras Mahajana shava এখনও বিদ্যমান্ আছে—এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যাহাতে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক বজায় থাকে সেই প্রণালী অনুসারেই ইহারা এ যাবত কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে কালের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ বৎসর যাবত ভারতের জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং আমার বিবেচনায় ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্পর্কের ইহাই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ফল। আয়তনে ভারত রুষিয়াবাদ ইয়োরোপের সমান একটা প্রকাণ্ড দেশ। বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে একত্র হইয়া বুদ্ধি—পরামর্শ স্থির করা এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অভিযোগ উন্নত ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা একটি অদ্বিতীয় ঘটনা ; এই ঘটনা ইংরেজদিগের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আগামী বারের জাতীয় মহাসভা ইহার বিংশতি অধিবেশন। আমি পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রারম্ভে যে সমস্ত সভাসমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহারা যে প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিয়া গিয়াছেন সেই হ'তে ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকল্পে সে প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে ; সে প্রণালী এই, "ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

এক্ষণে প্রশ্ন এই—এই প্রণালীকে আমরা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি ? আমাদের মতে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মাত্র একটী উপায় আছে। সে উপায় শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা। এ সম্বন্ধে

সার হেন্‌রী কটন বলিয়াছেন, "সরকারই এই শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিবেন ( cheers )। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই সার হেন্‌রী কটন্ ও সার উইলিয়ম ওয়েডরবরনকে ভারতে যাইয়া তত্রত্য জাতীয় মহাসভার বিংশ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে এবং তাহার সাহায্য করিতে ভারতের জাতীয় মহাসভার ও এইস্থানের উপস্থিত ভারতবাসিগণ কেন প্রার্থনা করিতেছেন ? ইহার উত্তর অতি সহজ এবং তাহা এই, যদি ভারতের সংস্কার করিতেই হয় তাহা হইলে উহা একমাত্র ইংরেজদেরই হাতে। ভারতবাসিগণ যত ইচ্ছা সংস্কার সংস্কার বলিয়া চীৎকার করিতে পারে ; কিন্তু কার্য্যতঃ দেশের সংস্কার সাধন করিবার শক্তি তাহাদের নাই—এই শক্তি ইংরেজদের এবং ইংরেজ সরকারেরই হাতে। ভারতবাসিগণের এখনও হতাশার কারণ নাই, কেননা ইংরেজ জাতি এখনও ধর্ম্মবুদ্ধি বর্জ্জিত হয় নাই। ভারতবাসিগণের নিকট ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সার হেন্‌রী কটন ও সার উইলিয়ম ওয়েডরবরন্ এবং এরূপ অন্যান্যের সাহায্য যদি আমরা না পাই তাহা হইলে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ( Hear ! Hear ! )। পক্ষান্তরে, আমাদের সহিত ব্যবহারে ইংরেজ জাতি যাহাতে ন্যায় ধর্ম্মানুসারে চালিত হয় তাহা করিতে হইলেও ইহাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

আমরা ভারবাসী একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করি যে, ইংরেজ জাতি যদিও কতকটা স্থূল মস্তিষ্ক তথাপি যদি কোন একটা কাজ ভাল এবং তাহা করা উচিৎ একবার এই বিশ্বাস ইহাদের মস্তিস্কের ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে কাজ যে নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ( cheers )। কাজেই ইংরেজসাহায্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক এবং আমরা চাই যে, ২।৪ জন করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে না যাইয়া

শতে শতে ইংরেজ ভারতে যাউক, যাইয়া ভারতবাসিগণের সহিত পরিচিত হউক, তাহাদের স্বভাব চরিত্র জানুক, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অভিযোগের বিষয় অবগত হউক এবং যাহাতে তাহারা ব্রিটিশ সভ্যতাসুলভ স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতে পারে সেই ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করুক (cheers)। এই উপলক্ষে কতিপয় ইংরেজ ভদ্রলোককে আমাদের এই অতিথিদ্বয়ের ভারত যাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন নিমিত্ত আমাদের সহিত যোগ দিয়া এই ব্যাপারে সহানুভূতি করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম এবং ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে, তাঁহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত আমাদের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন ও আমরা এই স্থানে মিষ্টার কুটনে, মিষ্টার লাক্, মিষ্টার ফ্রেড্রিক হ্যারিসন প্রভৃতির মত লোক পাইয়াছি। ইহাদের মত লোক পাইয়া আমরা কিছুতেই আশা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমাদের সুদিন আসিতেছে এবং আমাদের কিছুতেই হতাশ হওয়া উচিৎ নহে। মিষ্টার কুটনে রয়েল কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন, এবং আমিও উক্ত কমিশনের একজন সভ্য ছিলাম। কখন কখন আমাদের পরস্পরের মতের মিল হইয়াছে কখনও বা হয় নাই; কিন্তু উক্ত কমিশনে যে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মীমাংসায় তিনি আগাগোড়া ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। (Hear, Hear.) মিষ্টার লাক্ অনেকদিন যাবতই আমাদের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আমি যখন জনপ্রতিনিধিসভার (House of Commons) সভ্যছিলাম তখন সর্ব্বদাই দেখিতাম ইনি একজন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং বাহিরে যখন আমরা ইহাকে আমাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিতাম তখন সর্ব্বদাই যেস্থানে আমাদের সাহায্য করা ইহার পক্ষে সম্ভব ছিল সেই স্থানেই ইনি আমাদিগকে সাহায্য করিতেন।

মিষ্টার ফ্রেড্রিক্ হ্যারিসন্‌ও আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের এক প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মিষ্টার হাইণ্ডম্যান এস্থানে উপস্থিত নাই। তিনি আজ ছাব্বিশ বৎসর যাবত ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু স্বরূপ ভারতের অবস্থার উন্নতিকল্পে খাটিয়া আসিতেছেন; এবং আমরা আশা করি যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনীতে তিনি জনপ্রতিনিধি সভায় ( House of commons ) প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদের কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইয়া দাঁড়াইবেন। আমি প্রত্যেক ইংরেজ ভদ্রলোককে এই অনুরোধ করিতেছি যেন তাহারা প্রত্যেকে স্বদেশবৎসল হয়েন এবং যদি তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন তাহা হইলে যেন আমাদের ও তাহাদের উভয় দেশের মঙ্গলের জন্যই ইংরেজ জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারত সম্পর্কে ন্যায় ধর্ম্মানুসারে চলাই ব্রিটিশসুলভ সভ্যতার পরিচায়ক, এবং ইহাও যেন বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাঁহারা দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, যাঁহারা মানুষের উপর মানুষের নানাবিধ অত্যাচার প্রথা রহিত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ভারত সম্পর্কেও ন্যায়ধর্ম্মানুসারে চলা উচিত। ১৮৩৩ অব্দে আমরা আমাদের বিখ্যাত সনদ্ প্রাপ্ত হই। ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা পত্রে এই সনদের সর্ত্ত সমূহকে আরও দৃঢ় করা হয়। এই সনদের প্রতিশ্রুতি সমূহের পালনভিন্ন আমরা আর কিছুই চাহি না। এই প্রতিশ্রুতি সমূহের পরিপূরণই আমরা চাহি এবং সার হেন্‌রি কটনের প্রস্তাবিত বিষয়ও উহাই। আমার মতে ১৮৩৩ অব্দে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া কথা দেওয়া হইয়াছিল যদি সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করা হইত তাহা হইলে ভারতের জাতীয়

মহাসভার প্রকৃতি অন্যরূপ দাঁড়াইত—তাহা হইলে ইংরেজ জাতিকে উক্ত প্রতিশ্রুতি সমূহ পালন করিবার জন্য এবং ব্রিটিশসুলভ ও ব্রিটিশজাতির উপযুক্ত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত অনুরোধ না করিয়া তৎস্থানে ভারতবাসিগণ তাহাদের জাতীয় মহাসভায় উপস্থিত হইয়া ইংরেজ জাতির প্রতি তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিত ( cheers )। মেকলে বলিয়াছেন, "নিজেরা স্বাধীন হইয়াও যদি অপরের স্বাধীনতায় ঈর্ষা প্রকাশ করিতে হয় তাহা হইলে সে স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই বলিতে হইবে" (Hear ! Hear !)। কাজেই আমি প্রত্যেক ইংরেজের নিকট বলিতেছি, তাহারা যেন নিজেদের দেশহিতৈষণার নিমিত্ত ও মানবধর্ম্মের দিকে চাহিয়া সকলদিক বিবেচনায় যাহা ভাল এবং প্রয়োজনীয় হয় তাহার নিমিত্ত ভারতের শাসননীতির সংস্কার সাধন করেন ; এবং যে নীতি তাহারা প্রবর্ত্তন করিবেন তাহা যেন ইংরেজ নামের যোগ্য হয়। ১৮৫৩ অব্দে যাহারা বোম্বাই এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা করেন আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। ঐ সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমি উহার কার্য্যে খাটিয়া আসিতেছি ( cheers )। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন প্রথম হইতেই এই বাক্যকে মূলভিত্তি স্বরূপ করিয়া আমি কার্য্য আরম্ভ করি ; এবং আশা করি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও এই বাক্যই আমার কার্য্যের মূলভিত্তি স্বরূপ থাকিবে। সে যাহা হউক, এস্থানে একটা বিষয় উল্লেখ কালে কোনরূপ টিকা টীপ্পনির প্রকাশ না করিয়া সরল ও সহজভাবেই যাহা বলিবার বলিব। ভারতের সাধারণ শাসন নীতিকে আমরা হীন শাসননীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি , কিন্তু এই ছয় সাত বৎসর যাবত ভারত শাসনকল্পে যে শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আরও স্বেচ্ছাচার মূলক, সঙ্কোচ-

কারী ও উন্নতি প্রতিরোধক। ইহার উপরেও ভারতের স্কন্ধে অন্যায়রূপে এমন সমস্ত ব্যয়ভার চাপান হইয়াছে যাহা কেবল মাত্র সাম্রাজ্যবিষয়ক ইহাদ্বারা ভারতের কোনই উপকার হয় না। এ সম্বন্ধে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে আমরা বৃদ্ধেরা যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতেছি, হয়ত বর্ত্তমান্ যুগের যুবকবৃন্দ সে সহিষ্ণুতা নাও অবলম্বন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ভারতে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে একটা অশান্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি আশা করি যে, শাসনকর্ত্তৃবর্গ এই ব্যাপারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, এবং এই ব্যাপারের দ্বারা কি সৃষ্টি হইতেছে তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ভারতের মত একটা সাম্রাজ্য কখনও ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের দ্বারা শাসিত হইতে পারে না। শাসনকর্ত্তৃবর্গের অন্তঃকরণ প্রশস্ত হওয়া চাই এবং আমি একান্ত অন্তঃকরণে এই আশা করি যে তাঁহারা যেন এই অশুভসূচক ব্যাপারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ অশুভ ব্যাপার সংঘটিত হইতে না পারে সেই প্রণালী অবলম্বন করেন ( cheers )। আমার ভারতীয় বন্ধুগণের পক্ষ হইতে এই স্থানের উপস্থিত নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং আমি ইচ্ছা করি যে সার হেন্‌রী কটনের স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাবের উত্তরস্বরূপ তিনি আমাদিগকে কিছু বলুন।

— — —

# দাদাভাই নৌরোজী

## "দুর্ভিক্ষ, তাহার কারণ ও প্রতিকার।"

—*✻*—

[ ১৯০১ খৃঃ অব্দের ৩১শে এপ্রিল রবিবার ক্রাইডনের ধর্ম্মমন্দিরের বেদী হইতে দাদাভাই "ভারতে দুর্ভিক্ষ, তাহার কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক" এক বক্তৃতা প্রদান করেন. নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। ]

দাদাভাইকে যে চার্চ্চ মন্দিরের পবিত্র স্থান হইতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত করা হইয়াছে তজ্জন্য তিনি প্রথমতঃ উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, পরে বলেন :—

সম্প্রতি আপনারা ভারতে আদমসুমারীর গণনা ফল শ্রুত হইয়া থাকিবেন; এই গণনাফলটি কি ভীষণ চিত্তবিক্ষোভকর! আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, প্রায় তিন কোটী ভারতবাসী, যাহাদের বাঁচিয়া থাকা উচিৎ ছিল এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকিলে ভারতের লোক সংখ্যা তিন কোটী বৃদ্ধি পাইত, এজনমের তরে ভারত ভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া-গিয়াছে। ইহাতেও কি ভারতের অবস্থার ভীষণতা ব্যক্ত হইতেছে না? ভারতের এই ভীষণ অবস্থার কথা শুনিয়াও কি কেহ বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন? ভারতের অবস্থার ভীষণতা সম্বন্ধে তলাইয়া দেখিবার ইহাই কি যথেষ্ট উপাদান নহে?

আপনাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং আপনাদের সহিত আমরা নানা সূত্রে আবদ্ধ; কাজেই আপনাদের নিকট আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি যে, যে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসাবাদ নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ যাহাদের ব্যয়ভারের পেষণে ভারতের প্রজাবৃন্দ

ধুলিমুষ্টিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, সেই ব্রিটিশ শাসনের দেড় শত বৎসরকার শাসন ফলে আজ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই প্রকার ফল ফলিতেছে কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমরা আশা করিয়াছিলাম, যে জাতি ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসম্মানজ্ঞান ও পরহিতের জন্য বিখ্যাত তাহাদের অধীনে থাকিয়া, এসিয়াখণ্ডের রাজতন্ত্রাধীনে থাকিয়া যে সুখে থাকিতাম তদপেক্ষা অধিক সুখেই থাকিব, কিন্তু আমাদের সেই আশারঘোর নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে,একেবারে প্রথম হইতেই ভারতে ব্রিটিশ কার্য্যপ্রণালী অর্থগৃধ্নু,তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমি অধিক সময় নষ্ট করিব না, কেননা এই আলোচনায় ব্রিটিশ নামের কোনই গৌরব বৃদ্ধি পাইবেনা। বরং ইংরেজ শাসনফলে আমরা যে সমস্ত বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি তাহারই কয়েকটীর বিষয়ে দুই চারি কথা প্রথমতঃ বলিব।

সৌভাগ্যক্রমেই হউক অথবা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি প্রধানতঃ ইংরেজ চরিত্রের অধ্যয়ন হইতেই সেগুলি লাভ করিয়াছি। আপনারা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান লইয়া গিয়া আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা খুবই সুফল প্রসব করিতে পারিত এবং আমরাও ঐ সুফলসমূহ ভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ সুফলসমূহের বিন্দু মাত্রও আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। যে শাসনপ্রণালী আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই আমাদের সমস্ত দুরবস্থার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আপনারা চেষ্টা করিয়া আমাদের যে দুই একটী সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিতে পারিতেন উক্ত শাসনপ্রণালীই তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রিটিশ-শাসনে আমরা যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি যদি তাহার তারতম্য করিয়া ভারতবাসিগণের কোন বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার থাকে তাহা হইলে আপানারা যে তাহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন তজ্জন্য তাহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

এই ইংরেজী শিক্ষার দরুণই আমি আপনাদের এই স্থানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছি এবং আমার দেশবাসিগণ আপনাদেব নিকট যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা আমি তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিতে পারিতেছি। বর্ত্তমান্ ভারত এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে যদি কখনও যুক্ত ভারত বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচিত হয় তাহা হইলে ইংরেজী শিক্ষাতেই তাহার ভিত্তিভূমি গঠিত বলিতে হইবে। ভারতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল প্রভেদ বিদ্যমান্ ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাহার প্রথম প্রভেদ রেখাটী লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা এক ছিলনা, ভাব প্রকাশের উপায় এক ছিল না। একজন বোম্বাই অধিবাসী একজন বাঙ্গালীর কথা বুঝিত না, সেইরূপ একজন পাঞ্জাবী একজন মান্দ্রাজীর কথা বুঝিত না—যেন ইহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন দেশের লোক। * * * * আপনারা অবশ্যই ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনীর কথা শুনিয়াছেন। এই মহাসম্মিলনীতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ নিজেদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে ও পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে একত্রিত হয়েন। ইহারা এরূপভাবে এক সঙ্গে মিলিত হয়েন যেন, দেখিয়া মনে হয় ইহাদের মধ্যে কোন বিভেদ রেখা বিদ্যমান নাই; ইহারা সকলেই এক অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনীকেই ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবপ্রকাশের মুখপাত্র

বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল তথাপি তাহারা যে এখন দ্রুতসমপ্রকৃতি লাভ করিতেছে তা এই জাতীয় মহাসম্মিলনীরূপ ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। আপনাদের প্রদত্ত ইংরেজী শিক্ষা হইতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য রেখাগুলি অন্তঃহিত হইয়া সেই স্থানে বর্ত্তমানে এক ঐক্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ও আমরা সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একটা জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি : এবং আজ ভারতবাসিগণ আপনাদের শাসনের দোষ সমূহ নির্দ্দেশ করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। আপনাদের শাসন পদ্ধতিতে যেসমস্ত দোষ বর্ত্তমান তাহা আপনাদিগকে দেখাইয়া দওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, কেননা উক্ত ঘটনাসম্বন্ধে সুস্পষ্টজ্ঞান থাকার উপরেই যে আপনাদের ও আমাদের উভয়েরই মঙ্গল নির্ভর করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় শাসনযন্ত্রের শাসনবিভাগের কাজ যে সমস্ত কৃতী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে উহা আমাদের প্রতি বিশেষ আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। * * * কিন্তু এইপ্রকার দক্ষ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের এই দেড়শত বৎসরের সম্পর্কে আমাদের যে ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা বড়ই চিত্তবিক্ষোভকর। আপনারা আমাদের উন্নতি কল্পে যে সমস্ত চেষ্টা করিতেছেন ভারতের কুশাসন পদ্ধতিই সেই সমস্ত চেষ্টাকে বাতিল করিয়া দিতেছে, এবং উক্ত কুশাসন পদ্ধতিই ভারতের অর্থাৎ আপনাদের অধিকারভুক্ত দেশের ধ্বংস আনয়ন করিবে ও তাহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে।

আপনাদিগকে এই স্থানেই বলিয়া রাখি যে, আমি ভারতের মিত্র রাজ্য।

গুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। আমি কেবল ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধে অর্থাৎ ভারতের যে অংশ আপনাদের খাস অধিকারভুক্ত সেটুকুর সম্বন্ধে বলিতে চাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজগণ রাজস্বসংগ্রহের ভার তৎকালিন দেশীয় রাজাদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্পর্কের প্রথমাবস্থাতেই ভারত শাসনকল্পে যে শাসননীতি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহা অন্যায় ও অর্থগৃধ্নুতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এস্থান হইতে যাহারা ভারতে যাইত একমাত্র অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের মূল উদ্দেশ্যছিল; এবং যে পর্য্যন্ত না তাহাদের এই অর্থোপার্জ্জন কার্য্য শেষ হইত সে পর্য্যন্ত তাহারা প্রজাদের অবস্থার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিত না। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকাল আমি যে কঠোর ভাষায় বর্ণনা করিলাম উহা আমার ভাষা নহে। উহা গণ্যমান্য ইংরেজদিগেরভাষা, উহা ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগের ভাষা, যাঁহারা ভারতের শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বহুবৎসর ধরিয়া অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন উহা তাঁহাদিগেরই ভাষা।

গত শতাব্দীর ডিরেক্টর সভা এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধির প্রেরিত পত্র সমূহ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে দরিদ্র ভারতবাসীর উপরে কি ভীষণ অত্যাচার, অবিচার ও কতপ্রকার অবর্ণনীয় জঘন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। উক্ত প্রেরিত মন্তব্যসমূহ হইতে একখানা পত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, শাসিত জাতির উপরে শাসক বর্গের এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা কোন কালে কোন দেশে শুনা যায় নাই।

ভারতের প্রতি এই ভীষণ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি দেখিয়া ইহার উপশমকল্পে তথায় কি প্রকার শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে বিশেষ বিবেচনার সহিত এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়, এবং এই মীমাংসার ফল হইতেই ইংলণ্ড ভারতের অর্থশোষণ করিতে আরম্ভ করে। এই শোষণ কার্য্য এ যাবৎ রোধ হয়

হযই নাই বরং প্রতিবৎসরই এই শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে এবং ফলে ভারতভূমি হইতে কোটী কোটী লোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে ও এই প্রকার ঘটনার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনাবৃষ্টি আজকাল দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে, কেননা এক প্রদেশের প্রজাবর্গের খাদ্য যথেষ্ট না থাকিলেও অর্থ থাকিলে তাহারা এই অর্থদ্বারা অপরস্থান হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া লইতে পারে। এই জন্যই ভারতের দুর্ভিক্ষ ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের পক্ষে এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কালে এই সমস্যা এক বৃহৎ পারিবারিক সমস্যার মধ্যে দাড়াইবে এবং ইহা ব্রিটীশ সমগ্র সাম্রাজ্যের পক্ষে বিষম সমস্যা হইয়া উঠিবে। ভারতের উত্থানে ইংলণ্ডের উত্থান, ভারতের পতনে ইংলণ্ডের পতন। আমি যেই বাক্যের উল্লেখ করিয়া একথা বলিতেছি তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি। লর্ড কুর্জ্জন যিনি ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ বর্ত্তমানে ভারত শাসন করিতেছেন তিনিই বলিয়াছেন—"উপনিবেশ সমূহ আমাদের অধিকার চ্যুত হইলে বিশেষ কিছু অসিয়া যায় না; কিন্তু ভারত যদি আমাদের হস্তচ্যুত হয় তাহা হইলে ব্রিটীশসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইবে।" ইহা অপেক্ষা সত্যকথা আর এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। ভারতহীন ইংলণ্ড জগতের মধ্যে তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর শক্তি হইয়া দাড়াইবে।

ভারতের এই ক্রম অবনতি—যাহার অচির পরিণাম ধ্বংস—ইংরেজগণের ভারত অধিকারের অল্প পরেই লক্ষিত হইয়াছিল। ১৮০৭ হইতে ১৮১৭ অব্দ এই নয় বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষকে একবার জরিপ করা হয়। এই জরিপের বর্ণনাসমূহ ইণ্ডিয়া হাউসের দপ্তরখানায় অন্যান্য কাগজ পত্রের মধ্যে বহুকাল পড়িয়া থাকে। পরে মিষ্টার মণ্টগমারী মার্টিন এই বর্ণনা-

সমূহ সেস্থান হইতে উদ্ধার করেন। মিষ্টার মার্টিন এই বর্ণনা সমূহের মন্তব্য প্রকাশ কালে বলেন, "দুইটী অদ্ভুত বিস্ময়কর ঘটনার কথা কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ, যে দেশকে জরিপ করা হইয়াছে তাহার সমৃদ্ধির কথা, দ্বিতীয়তঃ, সে দেশবাসীর দারিদ্র্যের কথা। তিনি গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের এই শোষণ প্রণালীর—যাহা ভারতের জীবন শোণিত পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া আনিয়াছে—বিরুদ্ধে যে সাবধানতার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন তাহা এই—"ব্রিটীশ ভারত হইতে বাৎসরিক চারি কোটী পঞ্চাশলক্ষ টাকা ( Three Millions £ ) করিয়া শোষণ করিয়া উহার উপর শতকরা ১২৲ টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ ধরিয়া ত্রিশ বৎসরে উহা ১০৮৪৫০০০০০০ টাকায় ( 723 Millions £ ) দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের মত দেশ হইতেও যদি ক্রমাগত এত অধিক পরিমাণ অর্থ বাহিরে চলিয়া যাইত তাহা হইলে ঐ দেশও শীঘ্রই নিঃস্ব হইয়া পড়িত। ভারত, যেখানে শ্রমজীবিদের দৈনিক উপার্জ্জন দুই আনা কি তিন আনা সেখানের এই শোষণের ফল কি ভয়াবহ!" বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বাৎসরিক চারি কোটী পঞ্চাশলক্ষ করিয়া টাকা শোষণ করা হইত, এক্ষণে উহার পরিমাণ ৪৫ কোটীর উপরে দাঁড়াইয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, গজনীর সুলতান মামুদ অষ্টাদশবার ভারত লুণ্ঠন করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা এক বৎসরে ভারত হইতে যে অর্থশোষণ করিয়া লইতেছেন সুলতান মামুদ অষ্টাদশবার লুণ্ঠন করিয়াও তত অর্থ লইয়া যাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু সুলতান মামুদ ভারতবক্ষে অষ্টাদশ বার আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনাদের আঘাতের কখনও পরিসমাপ্তি নাই এবং আপনাদের আঘাতে আহত ভারতের রক্তমোক্ষণ কার্য্যেরও কখনও বিরাম নাই।

এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর আগমনে যেমন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না, আপনারা যে আমাদের দেশের উৎপন্ন অর্থ হইতে প্রতিবৎসর ৪৫ কোটী টাকা করিয়া শোসণ করিয়া লইতেছেন তাহারও নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। এই শোষণের ফলে আমরা বাঁচি কি মরি সেদিকে আপনাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। গত ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধে, জর্ম্মনী ফরাসীর নিকট যে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত বেশী হইলেও, ফরাসী সেই ক্ষতিপূরণের অর্থ একবার জর্ম্মনীকে দিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছে; এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিবার পর ফরাসী নিজের ইচ্ছামত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার এই আথিক ক্ষতিরপূরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই রক্তমোক্ষণের কখনও বিরাম নাই। গত বারের দুর্ভিক্ষেই বা ভারতবর্ষের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল? প্রত্যক্ষ ভাবেই আট কোটী পঞ্চাশ লক্ষ লোককে এই দুর্ভিক্ষের ফলভোগী হইতে হইয়াছিল, এবং পরোক্ষভাবে আরও কত অধিক লোক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়; তথাপি নিজেদের উৎপন্ন অর্থ হইতে একটী কপর্দ্দকও নিজেদের সুখসমৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত না হইতেই ভারতবাসিদিগকে সামরিক বিভাগ, ও শাসনবিভাগের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিদের বেতন ও পেন্সন বাবদ তিন কোটী টাকা যোগাইতে হইয়াছে। যদি শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারিগণ কেবল একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া হিসাব করিয়া দেখিতেন তাহা হইলেই নির্ণয় করিতে পারিতেন তাঁহাদের বেতন ও পেন্সন প্রভৃতির জন্য এ যাবত ভারতকে কত সহস্র কোটী টাকা যোগাইতে হইয়াছে। সুতরাং ভারত যে ক্রমেই হীনাবস্থ হইয়া পড়িতেছে এবং প্রত্যেক বারের দুর্ভিক্ষেই যে তাহার অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া চলিয়াছে ইহা কি

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ? প্রকৃত অবস্থা এই যে, ভারতকে এরূপ ভীষণ ভাবে শোষণ করা হইয়াছে যে এক্ষণ সামান্য মাত্র অনাবৃষ্টিতেই তথায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, এবং তাহা হইবারই কথা। ভারতের দুর্ভিক্ষ যখন ভীষণ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে কেবল তখনই তন্নিবারণার্থ এদেশে উদ্যোগ দেখা গিয়াছে ; কিন্তু বাস্তব পক্ষে বার মাসের তরেই যে তথায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে সে সংবাদ এদেশবাসিগণ কেহই রাখেন না। এমন কি, মোটের উপর যে বৎসর ভাল ফসলও উৎপন্ন হয় এবং মোটা হিসাবে যাহাকে সুবৎসরই বলা যায় তখনও কোটী কোটী ভারতবাসিকে একরূপ অনাহারেই জীবন যাপন করিতে হয় এবং বৎসরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, পেট ভরিয়া আহার কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না। কেবল মাত্র এই ভীষণ সঙ্গীন অবস্থার ন্যায় যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তখনই মাত্র সরকার বাহাদুর তাহার প্রতিবিধানে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ভারতবাসিগণেরই অর্থ দ্বারা যে সমস্ত ভারতবাসী মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের অবস্থা যতদূর দৈন্যগ্রস্ত হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। কি প্রকার দুঃখ দৈন্যের ভিতরে কোটী কোটী ভারতবাসী বাঁচিয়া আছে, তাহা মানুষের পক্ষে ধারণা করিয়া উঠা কঠিন। ইংলণ্ডও যদি ভারতের ন্যায় শাসনপ্রণালীর অধীন হইত তাহা হইলে তাহার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল হইত না। যদিও ইংলণ্ড অর্থশালী দেশ, তথাপি আমরা বিদেশীয়গণের অধীনে থাকিয়া যেরূপ মাত্রাতিরিক্ত ও পেষণকারী রাজকর যোগাইতে বাধ্য হই—বাধ্য হই, কেননা আমরা বিজিত জাতি—ইংলণ্ডকেও যদি এইরূপ কোন বিদেশীয় রাজ্যের অধীনে থাকিয়া রাজকর যোগাইতে হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডও অধিক দিন সে চাপ সহ্য করিতে পারিত না। মনে করুন, যদি এদেশ

ফরাসী অধিকারভুক্ত হইত, শাসন ও সামরিক এই উভয় বিভাগেই উচ্চ-পদসমূহ ফরাসীরা অধিকার করিয়া বসিত, এদেশের শিল্পবাণিজ্যে ফরাসী মূলধন ব্যবহৃত হইত এবং এই মূলধন খাটাইয়া এ দেশবাসীর জন্য মাত্র মজুরের প্রাপ্য অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত লভ্যাংশ ফরাসীরা নিজেদের দেশে লইয়া যাইত, এবং মনে করুন, ইহার উপরেও যদি আপনাদিগকে ৩০ কোটী পাউণ্ড কর স্বরূপ ফরাসীদেশে পাঠাইতে হইত তাহা হইলে, আপনারা বর্ত্তমানে যতই অর্থশালী হউন না কেন, অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনাদিগকেও আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশা ও অভাবগ্রস্ত হইতে হইত; আমরাও যেমন সময় সময় দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারীদ্বারা আক্রান্ত হইয়া. উৎসন্ন যাইতেছি আপনারাও এইরূপ দুর্ভিক্ষ,রোগ, মহামারীদ্বারা উৎসন্ন যাইতেন। এক্ষণে, আপনারা আমাদের স্থানে দাঁড়াইয়া বিচার করুন, আমরা কি ব্রিটিশ প্রজা অথবা ব্রিটিশদিগের কৃতদাস? আপনারা আমাদের অবস্থা বুঝেন না, এমন কি, আমাদের বড়লাট লর্ড কুর্জ্জন পর্য্যন্ত সে দিন কোলাপুর সোনার খনিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, এই সকল খনিজ-শিল্পের উন্নতির জন্য ইংরেজদের নিকট আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কোলাপুরের এই সকল সোনার খনিতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খাটিতেছে তাহা ভারতবাসীর নহে, ইংরেজ মহাজনদেরই; আর সেই সব মহাজন ভারতের মুখের দিক না তাকাইয়া আমাদের জমিজাত সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে—আমাদের ভাগ্যে কেবল কাঠুরীয়া ও ভিস্তির মজুরীটাই মিলিতেছে, ইহার অধিক এক কপর্দ্দকও নয়।

ভারতসাম্রাজ্য কি প্রকারে আপনাদের অধিকার ভুক্ত হইল? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ ইহাই বলা হয়, তরবারিলব্ধ ভারত তরবারি দ্বারাই

শাসিত হইবে, কিন্তু আপনারা ভারত সাম্রাজ্য তরবারি দ্বারা লাভ করিযাছেন কি? ভারতসাম্রাজ্য গঠনে এই দেড়শত বৎসব যাবত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে যে শত শত কোটী টাকা খরচ হইয়াছে তাহাব এক কপর্দ্দকও আপনারা দিযাছেন কি? এই যুদ্ধবিগ্রহাদির খরচেব প্রত্যেক কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত আপনারা ভারতবাসিগণের নিকট হইতে আদায করিযাছেন; এবং ইহাব প্রতিদানে আমবা কি পাইযাছি আপনারা শুনিতেই পাইতেছেন। ভারতে দেশীয় সৈন্যেব তুলনায় ইযোরোপীয় সৈন্য সংখ্যা এক প্রকার কিছুই নয়। সিপাহিবিদ্রোহের সময তথায কেবল ৪০,০০০ চল্লিশহাজার ইয়োরোপীয সৈন্য ছিল। ২,০০০০০ দুই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যই তখন নিজেদের শোণিত তর্পণে আপনাদের জন্য যুদ্ধ করিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্য আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছে। ভারতের অর্থ এবং ভারতের শোণিতেই এই সাম্রাজ্য গঠিত এবং আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধের মাত্রাতিরিক্ত খরচ, এবং আপনারা যে আমাদের নিকট হইতে প্রতিবৎসর কোটীতে কোটীতে টাকা শোষণ করিয়া লইতেছেন তাহার ফলেই ভারত এপ্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের রক্তমোক্ষণ হেতুই যে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ভারতেব অর্থ ক্রমাগত শোষণ করিতে করিতেই আপনারা তাহাকে এ অবস্থায আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমি আপনাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি যে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আছে কি যাহারা এ অবস্থায় পড়িয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

আমি যাহা বলিলাম বেদ বাক্য বলিয়া তাহা আপনারা গ্রহণ করিবেন না। নিজেরা তলাইয়া দেখুন, দেখুন আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য কি না এবং ভারতের দুর্ভিক্ষ যে ইহারই ফলস্বরূপ তাহা যুক্তিশাস্ত্রানুমোদিত

কি না ?—গত আদমসুমারিতে যে ৩০ কোটী ভারতবাসী অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমি যাহা বলিয়াছি তাহারই ফল কি না ? কিন্তু এই প্রকার বিষাদময় দৃশ্য দেখিয়াও আমি হতাশ হইয়া পড়ি নাই। আমি ইংরেজদিগের জাতিগত ন্যায়পরায়ণতা ও মনুষ্যত্বের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্, এবং আমার সমস্ত জীবনের কার্য্যসমূহ এই বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। ন্যায় এবং মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরাও আজ আপনাদের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী না হইয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদারিদ্র্যগ্রস্ত কেন হইলাম ? ভারতের ন্যায় অষ্ট্রেলিয়াও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ ; কিন্তু সমৃদ্ধি হিসাবে ত উভয় দেশের অবস্থা এক প্রকার নহে। সাম্রাজ্যের এক অংশ এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও অপরাংশ এরূপ হীনাবস্থাপন্ন ও ধ্বংসমুখে পতিত—ইহার কারণ কি ? প্রাচীন কালের আমেরিকার ক্রতদাসদিগের অপেক্ষাও আমাদের অদৃষ্ট মন্দ ; কেননা উক্ত ক্রতদাসদিগের দ্বারা কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জনের উপায় থাকিলেই প্রভুরা নিজ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেন ; কিন্তু ভারতের অবস্থা এরূপ যে, যদি একজন ভারতবাসীর মৃত্যু হয়—একজন কেন যদি লক্ষ ভারতবাসীরও মৃত্যু হয় তাহা হইলে ব্রিটিশরাজকর্ম্মচারিদের তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, কারণ ভারতের লোকসংখ্যা একেবারে কম নহে, তাহাদের গোলামী খাটিবার লোকের অভাব হইবে না ; যত লোকই মরুক না কেন তাহাদের স্থান কখনও অনধিকৃত থাকিবে না, সমসংখ্যক আর এক দল লোক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। এই সমস্ত ব্যাপারেব জন্য কে দায়ী ? উত্তরে আপনারা বলিয়া থাকেন—"আমরা অধিক কি করিতে পারি ? আমরাত ঘোষণাই করিয়াছি যে

ভারতকে ন্যায় ধর্ম্মানুসারেই শাসন করা হইবে।" সত্য বটে আপনারা উহা ঘোষণা করিয়াছেন ; কিন্তু আপনাদের কর্ম্মচারিগণ আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতেছে কি ? ভারতের এই অবস্থার জন্য তাহারই দায়ী ; এবং এই যে প্রতি বৎসর অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে ইহা তাহাদেরই কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টতার ফলস্বরূপ।

কোন্ নীতির অবলম্বনে এবং কি প্রণালীতে ভারতকে শাসন করিতে হইবে ১৮৩৩ অব্দের আইনেই তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনকে আমরা ভারতের Magna Carta বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। এই আইনের প্রতিশ্রুতি সমূহের একটিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ভারতের শাসনকার্য্যে ভারতবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে। এই আইন প্রবর্ত্তনে যে সকল ব্যক্তি উদ্যোগী ছিলেন লর্ড মেকলে তাহাদের অন্যতম। উপরিউক্ত সর্ত্তটিকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—"যে যুক্তিপূর্ণ, উদার ও উন্নতি বর্দ্ধক সর্ত্তের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে যে, আমাদের ও সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীই ধর্ম্ম, বর্ণ, ও জাতি নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে আমি সেই সর্ত্তটিকেই সমীচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।" যে উদার সর্ত্ত আমাদের সকলকে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে সমান অধিকার দান করিবে বলিয়া আশা প্রদান করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা নিস্ফল বিধিরূপেই রহিয়াছে। বহুবার এই প্রতিশ্রুতির পুনরুল্লেখ হইয়াছে। ১৮৫৮ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতের শাসন-ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণকালে যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা স্পষ্টতর ও বিশ্বাসযোগ্য কথা আর কি হইতে পারে ? উক্ত ঘোষণা পত্র হইতে কেবলমাত্র তিনটি বাক্য আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইব :—

"অন্যান্য প্রজার নিকট আমরা যে কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ আছি ভারতবাসিগণের নিকটও আমরা সেই সূত্রে আবদ্ধ থাকিব। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা এই কর্ত্তব্য সজ্ঞানে ও বিশ্বস্তচিত্তে যথারীতি পালন করিব।"

"এবং আমি ইহাও ইচ্ছা করি যে, আমার প্রজাগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিজেদের বিদ্যা, ক্ষমতা এবং সচ্চরিত্রতাবলে সরকারের অধীনে যে সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে বিনা পক্ষপাতে তাহাদিগকে সেই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।"

"ভারতবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে; তাহারা সন্তুষ্ট থাকিলেই আমরা নিরাপদ ও নিঃশঙ্ক থাকিব এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতা আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিব। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি সেই জন্য তিনি যেন আমাকে ও আমার আদেশে যাহারা রাজ্য পরিচালন করিবেন তাহাদিগকে সেরূপ ক্ষমতা দান করেন।"

কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সকল আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিষ্ফল বিধিরূপেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে। আপনারা যে অন্যায়ের পথে চলিয়াছেন তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত, ১৮৩৩ অব্দের আইনের প্রতিশ্রুতি সমূহ ভঙ্গ করা; দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা পত্রের প্রতিশ্রুতি সমূহ আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই। ভারতবাসিগণ তাহাদের নিজেদের শাসনকার্য্যের অংশ গ্রহণে এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে ও যেরূপ বঞ্চিত ছিল এখনও সেইরূপই বঞ্চিত আছে। এই ব্যাপারে কোন কোন বিচক্ষণ রাজনীতিক এই অন্যায় আচরণের প্রতি যাহাতে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষিত

হয় সে চেষ্টা করিয়াছেন। এক কালে ভারত এবং ইংলণ্ডে সিভিলসার্ভিস (Civil Service) পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত না থাকা যে একটা ভয়ানক অবিচারের কার্য্য মিষ্টার জন্ ব্রাইট্ তাহা দেখাইয়াছেন। এবং এই সম্পর্কে লর্ড ষ্ট্যান্‌লি (Lord Stanley), পরবর্ত্তী কালে লর্ড ডারবী (Lord Derby) একদিন জনপ্রতিনিধি সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইংলণ্ডে চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য যদি ইংলণ্ডীয় বালকগণকে ভারতবর্ষ যাইয়া, দুই তিন বৎসর থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হয় তাহা হইলে কিরূপ দাঁড়ায়, এবং ইংলণ্ডবাসিগণ এই প্রস্তাব কিরূপ পছন্দ করেন?" আমাদের দরিদ্র দেশে যে জোর করিয়া বহুব্যয়সাধ্য শাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে আমরা অসমর্থ, আর তাহা আমরা আবশ্যক বলিয়াও বোধ করি না * * *। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ঘোষণা পত্রে বলিয়াছেন, "ভারতবাসিগণ সন্তুষ্ট থাকিলেই আমরা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ থাকিব;" ভারত শাসনকল্পে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন নীতি, এবং ইহাই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞোচিত উক্তি। এস্থলে বসিয়া আপনারা নির্ভুল ও স্পষ্টভাষায় যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তদনুযায়ী আমরা ব্রিটিশরাষ্ট্রপ্রজাসুলভ ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সুবিধা সমূহ পাইতে পারি বটে; কিন্তু ভারতবর্ষে আপনাদের কর্ম্মচারিগণ ঘোষণা পত্রের এই সর্ত্ত সমূহকে নিষ্ফল বিধিতে পরিণত করিয়াছেন। যে স্বাধীনতা, ক্ষমতা এবং সুবিধা সকল আমাদিগকে দান করিবার জন্য আপনারা তাহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাহারা ঐ সমস্ত সুবিধা ও স্বাধীনতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে, এবং আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা ভাব ঢুকাইয়া দিয়াছে যাহাতে বাস্তবিকই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে,

আমরা ব্রিটিশদের প্রজা নহি—ক্রীতদাস। সঙ্গত বিধি অনুযায়ী এস্থানে (ইংলণ্ডে) প্রায় প্রত্যেকরই ভোট দিবার অধিকার আছে; কিন্তু আমাদের দেশে ২৫০০০০০০০ কোটী লোকের একটি মাত্রও ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একপ্রকার প্রহসন বিশেষ —প্রহসন বলিলেও বুঝি উহার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। প্রহসন অপেক্ষাও উহার অবস্থা শোচনীয়। সাধারণতঃ লোকে হয়ত মনে করিয়া থাকে, ইংলণ্ডের প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থায় ইংলণ্ডবাসিগণ যে সমস্ত সুবিধা উপভোগ করে ভারতের ব্যবস্থাপক সভা হইতেও ভারতবাসিগণ সেই সমস্ত সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকে এবং এই ব্যবস্থাপক সভা থাকাতে ভারতীয়গণ ভারতশাসন ব্যাপারে তাহাদের মতামত দানে সমর্থ। ভারতের ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা এক উপন্যাস বর্ণিত কল্পনা বিশেষ। প্রকৃত কথা এই যে, ভারতের ব্যবস্থাপক সভা এই প্রকারে গঠিত যাহাতে সরকার বাহাদুরের ক্ষমতাই অপ্রতিহত থাকে। যে তিন চারিজন মাত্র ভারতবাসী এই ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যের আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন; কিন্তু সরকার বাহাদুর যাহা একবার আইন বলিয়া ঘোষণা করিবেন তাহাই আইনরূপে পরিগণিত হইবে। ইহা রহিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই সভার অধিকাংশ সভ্যই ভারতবাসিগণের দ্বারা নিয়োজিত না হইয়া সরকার বাহাদুর দ্বারা নিয়োজিত হয়। যে সমস্ত বিষয়ের উপরে দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা নির্ভর করে রাজস্বের ব্যয়ব্যবস্থাই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; এবং সর্ব্বদেশেই রাজস্বের ব্যয়ব্যবস্থার নিমিত্ত একটী করিয়া সভা আছে; কিন্তু ভারতে এরূপ কোনই বন্দোবস্ত নাই—লেজিস্‌লেটীভ বজেট্ বলিয়া এদেশে কিছুই নাই। প্রজাদের যে দুই চারিজন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে

পান রাজস্বব্যয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতামত দানের অধিকার তাহাদের নাই। ঐ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই যথেচ্ছাচারী সরকার বাহাদুরের স্বেচ্ছাচারিতার উপর নির্ভর করে। রাজস্ব ব্যয়সম্বন্ধে যে দেশবাসিগণের কোনরূপ মতামত চলে না, ইহা হয়ত আপনারা, ইংলণ্ডের ভোটারগণ, স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিবেন। আপনাদের এ স্বপ্ন যতসত্বর ভঙ্গ হয় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গলকর। একদিকে আপনারা আমাদিগকে সুশাসনে রাখা হইবে বলিযা ভগবান সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা পত্র প্রচার করিযাছেন অথচ অপরদিকে যে আপনারা আপনাদের কর্ম্মচারিগণকে এই আদেশ সমূহের বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্তি করিতেছেন না—ইহা একটা প্রকাণ্ড প্রহসন বই আর কি? আর এই প্রহসন যে কেবল ব্যবস্থাপক সভাতেই আবদ্ধ তাহা নহে। ব্রিটনবাসিগণও পার্লেমেণ্ট মহাসভায় বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ যখনই তাহাদিগের শিক্ষা ও চরিত্র বলে রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভের উপযুক্ততা অর্জ্জন করিবে তখনই তাহাদিগকে রাজকার্য্যে অধিকার দেওয়া হইবে। যতবার এরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে ততবারই আপনাদের ভারতস্থিত অবাধ্য কর্ম্মচারিগণ ভারতবাসীর সেই অধিকার অস্বীকার করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন। একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তনই আমাদিগকে এই সমুদয় সুবিধা প্রদানের একমাত্র উপায় স্বরূপ। এমন কি, এই সে দিনও—১৮৯৩ সালে—জনপ্রতিনিধিসভা আমাদিগকে ঐরূপ পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের সুবিধাদান করিবেন বলিয়া পাকাপাকিভাবে স্থির করেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমরা ঐ সুবিধা পাইলাম না। একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার

নিমিত্ত ১৮৬০ অব্দে ভারত সচিবের সভার পাঁচজন সভ্যলইয়া একটি বিশিষ্টসভা (Commission) গঠিত হয়। সেই সভায় তাঁহারা এই কথা বলেন :—"কার্য্যতঃ ভারতবাসিগণকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়। সত্য বটে, আইনতঃ ভারত-বাসিগণ উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অধিকাব প্রাপ্ত; কিন্তু এক জন ভারতবাসীর পক্ষে তাহার দেশ হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া ইংলণ্ডে গৃহীত সাময়িক পরীক্ষায় ইংরেজ ছাত্রদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য লাভ করা এতদূর কঠিন যে; সাধারণতঃ ইহাকে এক প্রকার অসম্ভব কাজই বলা চলে। যদি এই অসমতা দূর করা হয় তাহা হইলে, প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা না রাখিয়া আশাভঙ্গ করার যে একটা অপবাদ আমাদের জন্মিয়া গিয়াছে তাহা আর আমাদের সহিতে হইবে না।"

এই স্থানে আমি আরও একটী অভিমতের উল্লেখ করিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি ও বড় লাট লর্ড লিটন এই প্রসঙ্গে কোন এক গোপনীয় পত্রে বলিয়াছেন :—"পার্লেমেণ্ট (এককালে উভয় দেশে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা সম্বন্ধে) যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এতই অস্পষ্ট, এবং তদ্বারা ভারতের প্রজাদের নিকট ভারতসরকারকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃই এত বিপজ্জনক যে, আইনটী বিধিবদ্ধ হইতে না হইতেই কি করিয়া এই আইন-সংক্রান্ত সর্ত্তগুলি না মানিয়া চলিতে পারা যায় সরকার বাহাদুর তাহারই উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাহাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং যাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার বাহাদুর যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন অথচ সরকার বাহাদুর বর্ত্তমান কালে

যাহাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না—সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আইনটা অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া উহার যাবতীয় সর্ত্তগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল পদ কেবল মাত্র Covenanted কর্ম্মচারিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল সেই সকল পদে শিক্ষিত ভারতবাসিগণকে একবার নিয়োগ করিলে এই আইনের সর্ত্তানুসারে তাহারা ক্রমশঃ পদোন্নতি প্রভাবে শেষে Covenanted কর্ম্মচারিদের শীর্ষস্থ ব্যক্তিরও পদ দাবী করিতে পারিবে। আমরা সকলেই জানি যে, ( ভারতবাসিগণের ) এই সকল আশা ও দাবী কখনও পরিপূরণ হইবে না ও হইতে পারে না। আমাদিগকে হয় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিতে হইবে আর না হয় তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া চলিতে হইবে; এবং এই দুই উপায়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম সরল সেইটিই আমরা বাছিয়া লইয়াছি। ইংলণ্ডে গৃহীত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে ভারতবাসিগণকে যেভাবে অনুমতি দেওয়া হয় এবং বয়সের পরিমাণ যে প্রকার কমাইয়া দেওয়া হয় তাহাতে পার্লামেণ্টের আইনটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ফলে আইনটির সার্থকতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই যে সব গুপ্ত চাল সে সব আমরা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই অবলম্বন করিয়াছি। যখন আমার এ পত্র গোপনীয় তখন আমি একথা লিখিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না যে ভারতবাসিগণের নিকট আমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সে সকল প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে লঙ্ঘন করিবার জন্য আমরা চেষ্টা পাইয়া আসিতেছি বলিয়া যে একটা অপবাদ অর্জ্জন করিয়াছি সে অপবাদ দূর করিবার মত উত্তর দিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান সময়ে কি ভারতসরকার, কি ইংলণ্ডীয় সরকার, কাহারও নাই।”

ন্যায় ও সত্যের দিক দিয়া না হইয়া অন্ততঃ কোন নিকৃষ্ট স্বার্থের প্ররোচনায় হইলেও আপনাদের পক্ষে ভারতশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উহার সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক। আপনারা জাতিতে বণিক। আমাদের সহিত বাণিজ্য করিয়া আপনারা যে লাভ পান্ তাহা যদি আমি খতাইয়া দেখাই তাহা হইলে, তাহা হইতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে আমরা কত গরীব। অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীসংখ্যা ষাট লক্ষ মাত্র। সে দেশ আপনাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর ২,৫০,০০০০০ দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল ক্রয় করিয়া থাকে; আর আমাদের জন সংখ্যা উহার পঞ্চাশ গুণেরও অধিক; কিন্তু আমরা কদাচিৎ আপনাদের নিকট হইতে বৎসরে মাত্র ত্রিশ কোটী পাউণ্ড মূল্যের মাল ক্রয় করিয়া থাকি। লোক সংখ্যা হিসাবে গড়ে আপনারা আমাদের প্রতি জনের নিকট বৎসরে মাত্র আঠার পেন্স মূল্যের জিনিষ বিক্রয় করেন; কিন্তু যদি আমরা এরূপ সঙ্গতি সম্পন্নও হইতাম (যখন আমাদের সঙ্গতি সম্পন্ন হওয়া আপনাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে) যে আমরা গড়ে প্রতি জনে আপনাদের নিকট হইতে বৎসরে অন্ততঃ এক পাউণ্ড মূল্যের মালও ক্রয় করিতে পারি তাহা হইলে কেবল মাত্র আমরাই আপনাদের নিকট হইতে বৎসরে ৩০,০০০০০০০ ত্রিশ কোটী পাউণ্ড মূল্যের মাল ক্রয় করিতে পারিতাম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত বাণিজ্যে আপনারা বৎসরে যে মাল বিক্রয় করিয়া থাকেন একমাত্র আমাদের নিকটেই আপনারা সে মাল বিক্রয় করিতে পারিতেন। ভারতের সামন্ত রাজ্যের প্রজাগণ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর ধনী এবং আমাদের অপেক্ষা তাহারাই আপনাদের মাল অধিক ক্রয় করিয়া থাকে। আপনাদের বাণিজ্যের বিস্তারকল্পে বাজার খুলিবার জন্য আপনারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য স্থানে বহু-

ব্যয়সাধ্য যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইতেছেন অথচ আপনাদেরই সাম্রাজ্য মধ্যে এমন একটা বাজার খোলা রহিয়াছে যাহা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং যে বাজারের ক্রেতারা যেমন সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আচার ব্যবহারেও তেমনি সকলের অপেক্ষা সভ্য।

উপসংহারে আমি এই আশা করি যে, বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার মত এই যে নিষ্ঠুরতা-কলুষিত প্রহসন যাহা আমাদের সকল দুঃখ, দৈন্য ও অমঙ্গলের মূলিভূত হেতু, অন্ততঃ নিজেদের মঙ্গলের জন্যও আপনারা ন্যায় ও মনুষ্যত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই আপনাদের সহিত আত্মীয়তা বজায় রাখিতে সমুৎসুক ; এবং আপনারা ভারতে যে শাসন নীতি প্রবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যদি সত্যসত্যই তাহা কার্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে আপনাদের সহিত আমাদের এই আত্মীযতা ভগবানের একটা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিব। এবং এই আত্মীয়তাকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করা আপনাদেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আপনারা আমার কথাগুলি ভাবিয়া দেখুন,আপনাদের কর্ত্তব্য কি তাহাও বুঝিয়া সেই কর্ত্তব্য পালন করুন।

---

১৮৯৫ অব্দের অক্টোবর মাসে দাদাভাই ওয়েল্‌বি কমিশনের নিকট ভারতের ব্যয় বণ্টনসম্বন্ধীয় এক বর্ণনা পত্র দাখিল করেন। নিম্নে আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

প্রিয় লর্ড ওয়েলবি—

আপনার ও এই কমিশনের অপরাপর সভ্যগণের নিকট এই সভায়

কার্য্য ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি কয়েকটী প্রস্তাব দাখিল করিতে ইচ্ছা করি।

আমার প্রস্তাবিত বিষয় দুইভাগে বিভক্ত :—প্রথম—"সপারিষদ্-ভারতসচিব এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধির অধীন ভারতের শাসন ও সামরিক বিভাগের ব্যয়ের বন্দোবস্ত ও পরিচালনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান।"

নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা ও উহার সমাধান লইয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রথমভাগ গঠিত :—

১। ব্যয়ের বন্দোবস্ত ও উহার পরিচালন সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান্ ব্যবস্থায় পরিমিত ও প্রজাদের সহনযোগ্য ব্যয়ে উপযুক্ত যোগ্যতা দেখিয়া এখানে ( ইংলণ্ডে ) ও ভারতবর্ষে উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় কি না ?

২। ঐ সকল বিষয়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় কি না ?

৩। বর্ত্তমান ব্যয়-ব্যবস্থায় বিশিষ্ট প্রকৃতিগত কোন ক্রটী অথবা মিষ্টার ব্রাইটের ভাষায় কোন "মৌলিক ভ্রান্তি" আছে কি না ?

৪। সকল প্রকার ব্যয়েরই আবশ্যকতা আছে কি না ?

৫। ঐরূপ সব ব্যয়ের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করা যায় কি না ?

যতদূর সংক্ষেপে পারি এই বিভিন্ন প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং এই আলোচনা আমার মনোভাবের সঙ্কেতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিবে।

"উপযুক্ত সংখ্যা"—ভারতসচিব ডিউক্ অব্ ডিভন্সায়ার ( তৎকালে লর্ড হারিংটন, ১৮৩৩ ) বলিয়াছেন, "আমার মতে ভারত যে প্রয়োজনের তুলনায় অল্পতর সংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই" ( House of Commons. 23. 8. 1883 )

সার্ উইলিয়ম হাণ্টার বলিযাছেন ( England's work in India, Page 131, ১৮৮০ সালের সংস্করণ ) "ভারতের সাধারণ কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের উন্নতির জন্য যে দাবী পুনঃ পুনঃ করা হইতেছে সে দাবীব মর্য্যাদা রাখিতে হইলে শাসন বিভাগের কর্ম্মচারিদেব সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে।"

"উপযুক্ত যোগ্যতা"—একথা খুবই সঙ্গত যে, কি উচ্চপদস্থ কি নিম্ন-পদস্থ কর্ম্মচারী তাহাবা যতই দক্ষ হউন না কেন, প্রযোজনেব তুলনায অল্পতব সংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা শাসিত হইলে কোনই দেশ যোগ্যতাব সহিত শাসিত হইতে পাবে না। "দেশটাকে যদি আরও ভালরূপে শাসন করিতে হয়"—ডিউক অব ডিভন্সায়ারের এই উক্তি এবং "যোগ্য-তার সহিত ও অল্প খরচায যদি আমাদিগকে ভারত শাসন করিতে হয়" —সাব উইলিযম্ হাণ্টারের এই উক্তিই আমাব পূর্ব্ববর্ণিত কথাব সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে, পরে আমি ইহাদের যে সকল কথা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিব সে সকলের মধ্যে এই কথাগুলি পাওযা যাইবে।

"পরিমিত ও প্রজাদের সহনযোগ্য ব্যয"—ডিউক অব্ ডিভনসায়ার বলিয়াছেন "ভারতসরকার ভারতশাসনের জন্য এক্ষণে যত টাকা ব্যয করিতেছেন তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত, এবং দেশটাকে যদি আরও ভালরূপ শাসন করিতে হয় তাহা হইলে, শাসন-বিভাগের শ্রেষ্ঠতম ও তীক্ষ্ণতব বুদ্ধি ভারতবাসিদিগের নিয়োগ ভিন্ন তাহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না" ( House of Commons 23. 8. 1883.)

আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদিগকে দমন করিয়া ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া সার উইলিযম্ হাণ্টার বলিয়াছেন ( England's work in India, Page 130 ) "কিন্তু

এরূপে যে সৎকার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল রাণীর শাসনাধীনে সে কার্য্যের প্রসার এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রজাদের সহনাতীত ব্যয় না করিলে ইংলণ্ড হইতে কর্ম্মচারী আনয়ন করিয়া সে কার্য্যের পরিচালন, অথবা এমন কি "তত্ত্বাবধান করান আর সম্ভবপর নহে।" * * * * "আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ আইর্লণ্ডে পরিণত হইয়া উঠিবে, এবং সে আইর্লণ্ড প্রকৃত আইর্লণ্ড হইতে পঞ্চাশ-গুণ বর্দ্ধিতাকার হইবে। ভারতের অবস্থা এক্ষণে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এ সকল সমস্যার মীমাংসা করা সরকার বাহাদুরের আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যে মীমাংসায় উপস্থিত হইবেন সে মীমাংসা মত কাজ করিলে, এবং সাধারণ কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের উন্নতির জন্য প্রজারা সর্ব্বদাই যে দাবী করিতেছে সে দাবী মান্য করিতে হইলে শাসনবিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডীয় হারে সে সকল কর্ম্মচারীর বেতন দেওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব, কেননা উক্ত হারে কর্ম্মচারিদের বেতন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু যদি ভারতবর্ষীয় হারে কর্ম্মচারিদিগকে বেতন দেওয়া হয় তাহা হইলে সে ভার সহ্য করা ভারতবাসিদিগের পক্ষে খুবই সম্ভব পর, কেননা ভারতবর্ষীয় হার জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম।" "ভারতবর্ষ হইতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে যত অল্পব্যয়ে কাজ চালান সম্ভবপর হইত ইংলণ্ড হইতে কর্ম্মচারী আনয়ন করিলে এত সস্তায় কাজ চালান কখনও সম্ভবপর নহে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসি-দিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিলে কেবল যে একটা ন্যায় সঙ্গত কাজ করা হইবে তাহা নহে আর্থিক হিসাবেও উহা আবশ্যক বটে।" "কেবলমাত্র প্রতি বৎসর কয়েকজন করিয়া ভারতবাসিকে কভেনেণ্টেড্ সিবিল সার্ভিসে

নিয়োগ করিলে এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। * * * যোগ্যতার সহিত এবং অল্পব্যয়ে যদি আমাদিগকে ভারত শাসন করিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় কর্ম্মচারিগণ দ্বারাই ভারত শাসন করিতে হইবে; এবং ভারতীয় হারেই সে সকল কর্ম্মচারিকে বেতন দিতে হইবে।" ( England's work in India, Page 118. )

"প্রকৃতিগত কোনও ত্রুটী"—মিষ্টার ব্রাইট্ বলিয়াছেন ( House of Commons, 3. 6. 1853 )—"আমাকে একথা বলিতেই হইবে যে, দেশ যদি খুব উর্ব্বর এবং সকল প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনে সমর্থ হয় অথচ ইহা সত্ত্বেও সে দেশবাসিরা যারপর নাই নিঃস্বতা ও দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইতে থাকে তাহা হইলে ইহা খুবই সম্ভবপর যে, সে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কোননা কোন মৌলিক ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে।"

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক, মনে করুন একজন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী ভারতে চাকুরী করিয়া মাসিক হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। গ্রাসাচ্ছাদন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্য তিনি তাহার এই আয়ের কিয়দংশ মাত্র ব্যয় করিযা থাকেন, তিনি যে সকল জিনিষ পত্র ভোগ করেন তাহা ভারতবাসিকে বঞ্চিত করিয়াই করিয়া থাকেন, তিনি যে পদ অধিকার করেন ও যে খাদ্যাদি সম্ভোগ করেন ন্যায্য ও স্বাভাবিক ভাবে উহা ভারতবাসীরই প্রাপ্য। প্রথমতঃ ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে একটা আংশিক ক্ষতি। দ্বিতীয়তঃ এই ইয়োরোপীয়টি তাহার বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ইংলণ্ডে যে অর্থ পাঠাইয়া থাকেন এবং কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যে সঞ্চিত অর্থ ও পেন্সন্ ভারতের বাহিরে লইয়া যান তাহা ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণই ক্ষতি বলিতে হইবে। * * * অধিকন্তু ঐ ইয়োরোপীয়টির চাকরী অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সুযোগ হইতে

ভারতবর্ষ একেবারেই বঞ্চিত হয়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডে ভারতসচীবের দপ্তরের জন্য যে ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হয় তাহা ভারতের পক্ষে ঘোর অনিষ্টজনক।

ব্রিটিশ ভারতের বর্ত্তমান শাসন ও ব্যয় ব্যবস্থা এবং উহাদের ফলাফলের এই প্রকৃত গত দোষ বা মৌলিক ভ্রান্তি সম্বন্ধে একশত বৎসর পূর্ব্বে সার জন্ সোর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন :—

"(যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে শিল্পের প্রাচুর্য্যের আবশ্যকতা সকলে অনুভব করিবে তাহা হইলেও) শিল্পের সেই প্রাচুর্য্যের আবশ্যকতা বোধের জন্য আমরা রাজ্যের প্রজাদের শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে চেষ্টা করি না কেন, বহুদূরবাসী বিদেশীর শাসনাধীন বলিয়া তাহাদের যে ক্ষতি অনিবার্য্যরূপে সংঘটিত হইবে, তাহা আমরা কোন মঙ্গল বিধানের দ্বারাই বিদূরিত করিতে পারিব না" (Parliamentary Return 377 of 1812, Minute, Para 132.)

ইহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, সার জন শোর একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের শাসন ও ব্যয় ব্যবস্থার যে প্রকৃতিগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন প্রায় শতবৎসর পরে ভারত সচিবও সেকথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। লর্ড রেণ্ডলফ্ চার্চ্চিল কোষাগারে লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (Parliamentary Reform C. 4868, 1886) :—

"করগ্রহণ প্রথা এবং রাজস্ব নির্দ্ধারণ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা বড়ই বিশেষত্বপূর্ণ। ইহার কারণ যে কেবল প্রজাদের পরিবর্ত্তন বিরোধ মনোভাব ও আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব তাহাই নহে, শাসন চক্রের বিশেষত্বও বটে ; কোন প্রকার নূতন কর বসাইতে চাহিলে প্রজাদের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠে, আর সে দেশের শাসনভার বিদেশীয়দের

হস্তেই ন্যস্ত, বিদেশীয়রাই শাসনসংক্রান্ত প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিয়া আছে এবং সাধারণতঃ তাহাদের লইয়াই তথাকার সামরিক বিভাগ গঠিত। কোন দেশে বিদেশীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সে দেশের প্রজাবর্গকে নূতন করভারে প্রপীড়িত হইতে হয়ই; ইহা ভিন্ন সে দেশকে বাহিরের অর্থাৎ বিজেতৃদের স্বার্থের জন্যও আরও নূতন কর দিতে বাধ্য হইতে হয়। এই সকল কর প্রদানে প্রজারা যে অসন্তোষ ও অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদসূচক। ভারতবর্ষের শাসন সম্পর্কে যাহাদের কোন সম্বন্ধ বা জ্ঞান নাই এই বিপদের প্রকৃত গুরুত্ব তাহারা আদৌ অনুভব করিতে পারিবেন না; কিন্তু ভারত শাসন বিষয়ে যাহাদের দায়িত্ব আছে, তাহারা জানেন এই বিপদ কতদূর গুরুতর।"

লর্ড সলিস্‌বারী (Lord Salisbury) যখন ভারতসচিব ছিলেন তখন তিনি এই প্রকৃতগত ত্রুটীর কথা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"ভারত হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব বিদেশে চলিয়া যায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিদান স্বরূপ সে কিছুই পায় না, এবং ভারতের এই প্রকার ক্ষতি উত্তর উত্তরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।" ভারতের বর্ত্তমান্ শাসন ও ব্যয়ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন "ভারতের রক্ত মোক্ষণ করিতেই হইবে।" ভারতবর্ষের বর্ত্তমান্ শাসন নীতির এই প্রকৃতিগত ত্রুটীর কথা আর বিশেষ করিয়া আমি বলিতে চাহি না।

"ব্যয়ের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা" বিচার করাই ব্যয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় ন্যায্য ব্যবস্থার প্রথম কাজ, এইরূপ বিচার যে আবশ্যক তাহা আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। গত অধিবেশনে আপনারা প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কথাই বিশেষ

ভাবে আলোচনা করিতে হইবে—সুতরাং এ দেশে ও ভারতে ব্যয়ের পরিচালন ও উহার আবশ্যকতা বিষয়ে যাবতীয় কথাই আপনাদিকে বস্তুতঃ পক্ষে আলোচনা করিতে হইবে।

"ভারত এবং ইংলণ্ডের ব্যয় বন্টনে এই উভয় দেশের স্বার্থ জড়িত" ইহাই আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বিতীয় অংশ।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই এই উভয় দেশের ব্যয় কি? কি কি ভাবে এই ব্যয় বন্টনে উভয় দেশের স্বার্থ বিজড়িত? এবং কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে এই উভয় দেশ পৃথক পৃথক স্বার্থে জড়িত? তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে।

আমার মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই বন্টন কার্য্য সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডেরই স্বার্থজড়িত। আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল বিষয় যথাক্রমে বর্ণনা করিব। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে উভয় দেশের স্বার্থ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান্ এবং কোন্ দেশের স্বার্থের পরিমাণ কি তাহা স্থিরীকৃত হইলে, প্রত্যেক দেশের করভাব বহনের তুলনা করা আবশ্যক হইবে; কেননা, স্বার্থ ও করভার বহনের ক্ষমতা বিবেচনা করিয়াই কোন্ দেশের কতটা ব্যয়ভার বহন করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করা আপনাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব হইবে।

দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যাক্তিগণ উভয় দেশের করভার বহনের ক্ষমতার তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমি এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিব। ভারতের রাজস্ব সচীব লর্ড ক্রোমার ( Lord Cromer) তৎকালে মেজর ব্যারিং (Major Baring) ১৮৮২ অব্দের বার্ষিক আয়ব্যয় সংক্রান্ত বক্তৃতায় বলেন—"লোক সংখ্যা হিসাবে গড়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির বাষিক আয় ৩৩ পাউণ্ড, ফরাসীর ২৩ পাউণ্ড ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রদেশ তুরস্কের ৪ পাউণ্ড; প্রত্যেক রুষবাসীর গড়ে বার্ষিক আয়

সম্বন্ধে মিষ্টার মলপল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহা ৯ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের আয় সম্বন্ধে লর্ড ক্রোমার বলিযাছেন—"গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইযাছে যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭৲ টাকার অধিক নহে। গণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দাখিল করিতে আমি প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাহা না হইলেও ভাবতের করদাতৃসম্প্রদায যে অতিশয় দরিদ্র এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে এ গণনাই যথেষ্ট। এ প্রকার দারিদ্র্যগ্রস্ত প্রজা-বর্গের নিকট হইতে অধিক মাত্রায কর গ্রহণ কবা একেবাবেই অসম্ভব, যদিবা সম্ভব হয, উহা যে ঘোর অন্যায় তাহা বলাই বাহুল্য।" ভারতেব দরিদ্রতা প্রমাণের পক্ষে তিনি ঐ গণনাকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিযা-ছিলেন। আমার বিশ্বাস উক্ত বিষযে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের গণনা প্রণালী একেবারে এক হইবে না। সে যাহা হউক, যদি প্রয়োজন হয তাহা হইলে যথা সময়ে উহার আলোচনা করিব। যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত এই কমিশনের নিযোগ হইযাছে, উপরিউক্ত সংখ্যা সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট বলিযা বিবেচিত হইলেও আমি লর্ড ক্রোমারের উক্ত গণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চাহিযাছিলাম কেননা আমি গণনাদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীব আয ২০৲ টাকা মাত্র। এবং আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের পক্ষে এই শ্রেণীর গণনার মধ্যে আমাব গণনাই সর্ব্বপ্রথম। ভারতবর্ষের দরিদ্রতা প্রমাণের পক্ষে ২৭৲ টাকা ও ২০৲ টাকার পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায না, কেননা যে দেশের গড় আয় এত অল্প সে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই উক্ত অল্প সংখ্যকটাকাও উপায করিতে পারে না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তাহা না হইলেও, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ২৭৲ টাকার ব্যবধানই উপেক্ষনীয় নহে। লর্ড ক্রোমার নিজেই বলিয়াছেন—"বার্ষিক ২৭৲ টাকা আয়ে একটা লোকের

ভরণপোষণ চলে কিনা ? এবং তাহা চলিলে ঐরূপ দরিদ্রব্যক্তির পক্ষে দুই এক আনা কম বেশীতে কিছু আসে যায় কিনা ?—তাহা আমি মাননীয় সভ্যদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।”

দুর্ভাগ্যক্রমে লর্ড ক্রোমার আমাকে তাঁহাব হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে সম্মত হযেন নাই। আমি শুনিয়াছি, সার ডেভিড্ বুর্ব্বব ( Sir David Barbour ) ঐ সকল বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সে বিবরণ হইতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এক চিরকুটে লিপিবদ্ধ করিযাছেন। আমার মনে হয় ঐ চিরকুট ও গণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণটি কমিশনারের হাতে আসা উচিৎ; এবং কাছাকাছি যে দিনেব পর্য্যন্ত হিসাব পাওয়া সম্ভব সে দিন হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকবৎসরের অন্ততঃ পাচ বৎসরের ঐ রূপ বিবরণও তাহাদের পাওযা আবশ্যক। ঐরূপ বিবরণ পাইলে কমিশন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন—উভয়দেশের মধ্যে করভার বহনের ক্ষমতা কাহার কিরূপ ? ভারতের প্রজাসাধারণের অবস্থারউন্নতি কি অবনতি হইয়াছে ? এবং ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের গড়ে বাষিক আয় কত ?

আর এক জন দক্ষ ব্যাক্তির কথা এস্থানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা কবি। ভারতসচিব রূপে সার্ হেন্‌রী ফাউলার বলিয়াছেন ( Budget Debate. 15. 8. 94. )—“রাজস্বের সংখ্যাগুলির আলোচনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ বলিয়া আমি মনে করিতেছি। ইংলণ্ডের প্রত্যেককে ২ পাউণ্ড ১১ সিলিং ৮ পেন্স, স্কট্‌লণ্ডের প্রত্যেককে ২ পাউণ্ড ৮ সিলিং, এবং আয়র্লণ্ডের প্রত্যেককে ১ পাউণ্ড ১২ সিলিং ৫ পেন্স করিয়া কর দিতে হয়। আগামী কল্য আমি আপনাদের নিকট বার্ষিক আয ব্যয়ের যে হিসাব উপস্থিত করিব তাহা হইতে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, প্রতি ভারতবাসীকে

প্রায় আড়াই ২॥০ সিলিং অর্থাৎ ইংলণ্ডের বা স্কটলণ্ডের করের ২০ ভাগের একভাগ এবং আইর্লণ্ডের করের ১৩ ভাগের একভাগ মাত্র দিতে হয়।" এই আড়াই সিলিং করও ভারতবাসিগণের নিকট যে ভারস্বরূপ ও অত্যধিক হারে গৃহীত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে; এবং ভাবতবাসিগণেব নিকট হইতে কেমন করিয়া আরও করগ্রহণ করিতে পাবা যায় তাহা নির্ণয় করিতে যাইযা রাজপুরুষেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে মিষ্টার গ্লাডষ্টোন স্বীকার করিয়াছেন, "ভারতবর্ষ করভারে জর্জ্জরিত" ( Hansard vol. 20, page 42, 10. 5. 1870 ); এবং ১৮৯৩ অব্দে পুনরায় তিনি বলিয়াছেন—"ভারতের, বিশেষতঃ উহার সামরিক বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক যে উহাতে আশঙ্কার কথা আছে।" ( Hansard vol, 14, Page 622, 30-6-1893 ).

সার ডেভিড্ বুর্ব্বর বলিয়াছেন—( par, return, 207 of 1893, Financial statement, 23. 3. 93 ) "বর্ত্তমানে ভারতের আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, তাহাতে আশঙ্কার কারণ আছে।" "ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে আশা একান্তই সুদূর পরাহত" ( Ibid para 28 ).

ভারতের বড়লাটরূপে লর্ডল্যাণ্ডস্‌ডাউন্ ( Lord Landsdowne ) বলিয়াছেন ( Par. Return, 207 of 1893, Financial statement, 23, 3, 93 )—"সভার সমক্ষে আমরা রাজস্বের এক অতি নৈরাশ্যপ্রদ বিবরণ পেষ করিতেছি; এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমরা এ রকম অসুবিধা ও টানাটানির মধ্যে পড়িয়াছি যে স্থির করিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায়।" "মাননীয় সভ্য মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে যে ঘোরতর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন

তাহা খুবই সঙ্গত। অতীতের অপেক্ষা আশু ভবিষ্যতের সম্বন্ধেই আমা-দিগকে অধিক আলোচনা করিতে হইবে। ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, আমাদের সম্মুখে ঘোর আশঙ্কার হেতু বর্ত্তমান।"

এরূপ অসংখ্য স্বীকার উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ এক্ষণে অত্যধিক ও অসহ্য ব্যয়ভারে প্রপীড়িত। সেই ব্যয় পূরণের জন্য ভারতবাসিগণের নিকট হইতে গড়ে ২॥০ সিলিংএর অধিক আদায় করা সম্ভবপর নহে। এই ব্যয়সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্যই বর্ত্তমান রয়েল কমিশনের সৃষ্টি। ভারতসচিব সার হেন্‌রী ফাউলার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে, অত্যধিক চাপ সত্বেও ভারতবাসী শ্রীসম্পন্ন ও ধনবান্ ইংলণ্ডবাসীর দেয় করের বিংশভাগের অধিক দিতে আদৌ সক্ষম নহে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু আরও ভীষণ। উভয়দেশের আয়ের সহিত করের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ডের মত অত্যধিক ধনী দেশকে যে ভার সহ্য করিতে হয়, "একান্ত দরিদ্র" ভারতবর্ষকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী চাপ সহ্য করিতে হয়।

প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭৲ টাকা বলিয়া লর্ড ক্রোমার যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন অতিশয় করিয়া ধরা হইয়াছে, সার হেন্‌রী ফাউলার ও করের মাত্রা প্রায় ২॥০ সিলিং মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া তেমনি প্রকৃত করভার কম করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা-দের প্রদত্ত এই সংখ্যা আপাততঃ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও ভারতের আয়ের উপায়ের সহিত উহার রাজস্বের চাপ তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে চাপের মাত্রা ইংলণ্ডের রাজস্বের চাপের মাত্রা হইতেও কিছু বেশী। কিন্তু আমি হিসাব করিয়া ভারতের আয়ের ও রাজস্বের যে গড়পড়তা সংখ্যা পাইয়াছি তাহা যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ভারত-

বাসীর উপর রাজস্বের চাপ ইংলণ্ডবাসীর তুলনায় পঞ্চাশ কি আরও অধিকগুণ বেশী।

আইরিস রয়েল কমিশন আইর্লণ্ড সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ অপযুক্তির প্রয়োগ দেখিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রেও রাজস্বের পরিমাণই কম চাপের পরিচায়ক বলিয়া ভুল বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

[ উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে জেরার উত্তরে দাদাভাই বলেন ( 2613 Par Return. c. 7720—1. 1895. ) ] কমিশন নৌরোজীকে জিজ্ঞাসা করেন ;—"আইর্লণ্ড ও ইংলণ্ডের কর ভারের বিষম পার্থক্যের কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হয় আপনি ১৮৪১ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টিকে নির্দ্দেশ করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন। মিষ্টার সেক্সটনের উত্তরে প্রতি বাবদের হিসাব করিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে করের মাত্রা আইর্লণ্ডের তুলনায় অল্প ছিল, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই মাত্রা ইংলণ্ডের মাত্রা অপেক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উত্তর—হাঁ!

নৌরোজী আরও বলেনঃ—2014. আপনার প্রশ্ন কি অবস্থানিরপেক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে? নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে প্রজাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আদৌ স্থির না করিয়া যদি তাহাদের উপর করভারের চাপ নির্ণয় করিতে চাহেন তাহা হইলে কি আপনি অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না? আমি কি বলিতে চাহিতেছি তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ভিক্টোরিয়া উপনিবেশের কথাই ধরা যাউক :—স্বর্ণ খনি সমূহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে সেখানে অতি অল্প-সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করিত তাহাদের মধ্যে তখন কোন শাসন-

ব্যবস্থা ছিল কি না সন্দেহের কথা, আর তাহারা অতি সামান্য পরিমাণেই কর দিত। সে সময়ে তাহাদের উপর করের ভার যে খুবই লঘু ছিল একথা আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

উত্তর—হাঁ!

"2615. কিন্তু ইহার ৩০।৪০ বৎসর পরের কথা ধরুন; তখন এই উপনিবেশের লোক সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং প্রজাদের আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। এই সময়ে তাহাদের উপর যে করভার চাপান হইয়াছিল তাহা খুবই বেশী বলিয়া আপনি মনে করিতে পারেন। প্রথমে হয়ত প্রজারা গড়পড়তা হিসাবে ৫ সিলিং কর দিত, আর এক্ষণে এই আর্থিক উন্নতির অবস্থায় গড়ে ২ পাউণ্ড করিয়া কর দেয়; কিন্তু এই শেষোক্ত সংখ্যা দেখিয়া যদি বলা হয় যে, শেষোক্ত সময়ে তাহাদের কর ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা হইলে কি একটা অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয় না?"

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় যে, ইংরাজেরা গড়ে ২ পাউণ্ড ১১ সিলিং আট পেন্স আর ভারতবাসীরা গড়ে ২॥০ সিলিং কর দেয় বলিয়াই ইংরেজেরা ভারতবাসীদের অপেক্ষা করভারে অধিক প্রপীড়িত। একটা হাতী অনায়াসেই এক টন বোঝা বহিতে পারে; কিন্তু এক আউন্সের চতুর্থাংশ ভারটুকু যদি একটা পিপীলিকার উপরে চাপান যায় তাহা হইলে সে ভারের চাপেই পিপীলিকার প্রাণান্ত ঘটিবে।

শাসন ব্যবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতকে ইংলণ্ডের অপেক্ষা কেবল যে অধিক করভার বহন করিতে হয় তাহাই নহে, আরও এক দিকে ভারতকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং তাহাতেই তার সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইংরেজেরা গড়ে ২ পাউণ্ড ১১ শিলিং

৮ পেন্স করিয়া যে কর দেয় তাহা তাহারা কোন না কোনরূপে সম্পূর্ণ ভাবেই ফিরিয়া পায়, আর দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভারতবাসিদিগের নিকট হইতে তাহাদের দারিদ্র্যের মাত্রা আরও বাড়াইয়া যে আড়াই সিলিং কর আদায় করা হয় তাহার সর্ব্বাংশ তাহারা ফিরিয়া পায় না। কাজেই ব্যয় ব্যবস্থা ও পরিচালনের জন্য এরূপ শক্তিক্ষয়কর ও অস্বাভাবিক কর-গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করার ফলে যে ভারতের কোটী কোটী লোক দুর্ভিক্ষের ফলে অনাহারে মৃত্যু মুখে পড়িবে, এবং আরও কোটী কোটী লোক অথবা লর্ড লরেন্সের ভাষায় ( 1864 ) "সাধারণ প্রজাবৃন্দ" কখনও উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার পায় না, তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৮৭৩ অব্দে জনপ্রতিনিধিসভায় নির্ব্বাচিত সমিতির ( Select Committee ) সমক্ষে লর্ড লরেন্স আবার বলিয়াছেন,—"ভারতের সাধারণ প্রজাবৃন্দ এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় দরিদ্র যে, কোনরূপে তাহারা দু'মুটো অন্ন মুখে দেয় —তাহাও হয়ত সকলের ভাগ্যে জুটে না। বিলাস উপভোগের জন্য বা অন্যান্য আবশ্যক খরচা মিটাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্যের কথা দূরে থাকুক, পরিজনবর্গকে পুরা পেট, তাই বা বলি কেন, আধ পেটা অন্ন দিতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল বলিতে হইবে।" যখন এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তখন আমি শ্রোতারূপে তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁহার এই কথাগুলি আমি তখনই টুকিয়া লইয়াছিলাম। আমার যেন মনে হইতেছে, এই কথাগুলি মুদ্রিত বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কে বাদ দিল এবং কেন বাদ দিল আমি জানি না। সুতরাং ব্যয় ব্যবস্থা ও পরিচালন এবং ইংলণ্ড ও ভারত এই উভয় দেশের স্বার্থমূলক ব্যয় নির্দ্ধারণ ব্যাপারের ন্যায় অন্যায় বুঝিতে হইলে ঐ সকল অবস্থাও বিশেষ করিয়া আলোচনা করা দরকার, ঐ গুলি খুবই প্রয়োজ-

নীয়, এবং ঐ গুলিরগুরুত্ব এত বেশী যে, সে দিকে যতই মনোযোগ দেওয়া হউক না কেন, তাহা যে অতিরিক্ত মাত্রায় দেওয়া হইল ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না।

গত ২রা জুলাই তারিখের টাইমস্ পত্র (Times) "ভারতের বৈষয়িক অবস্থা" (Indian Affairs) শীর্ষক এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান কমিসনের কার্য্যের প্রসার ও গুরুত্ব বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছেন:— "ভারতবর্ষের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবার জন্য গ্রেটব্রিটেন উৎসুক। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবাসীর উপর এমন সকল ব্যয়ভার চাপান হইয়াছে, যে সকল ব্যয় ন্যায়তঃ ব্রিটীশ কর দাতাদেরই বহন করা উচিত তাহা হইলে ব্রিটীশ কর দাতারা সে ভার নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে ইতস্তত: করিবে না। ব্রিটিশ জাতির ন্যায়পরতা ও সদ্বিবেচনার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইতেছে সে গুলি সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকায় ব্রিটীশ জাতিকে বাধ্য হইয়া হইয়া দুর্ণাম সহ্য করিতে হইতেছে। অভিজাত প্রতিনিধি সভায় (House of Lords) ও জন প্রতিনিধি সভায় (House of commons) এবং ভারতের শত শত সংবাদ পত্র, পুস্তিকা ও আবেদন পত্রে এইসব অভিযোগ করা হইয়াছে। সমপদস্থ বিশেষজ্ঞেরা অভিযোগগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে সকল মত পরস্পর বিরোধী। যদি রয়েল কমিসনের অনুসন্ধান ক্ষেত্রের এরূপ সঙ্কোচ সাধন করা হয় যাহাতে এ সকল সমস্যা সম্বন্ধে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তির স্থির সদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে বাধা জন্মে তাহা হইলে ইংলণ্ডবাসীর যেরূপ মনোভাব ও নৈরাশ্য জন্মিবে, ভারতবর্ষেও তেমনি ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ পাইবে।"

ব্রিটীশ জাতির ন্যায়পরতা ও সদ্বিবেচনার বিরুদ্ধে কি কি 'অভিযোগ' করা হইয়াছে ও কিরূপ সব 'দুর্ণাম' রটান হইয়াছে এবং ব্রিটীশ ভারতের রাজস্বের ব্যয় ব্যবস্থা ও পরিচালন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, যে নীতির উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :—
মেকলে বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে চিরকাল ইংলণ্ডের অধিকারে রাখিবার জন্য যদি আমরা উহাকে অকর্ম্মণ্য ও উহার শাসন ব্যবস্থাকে ব্যয়-সাধ্য করিয়া তুলি এবং কোটী, কোটী লোককে চিরকাল আমাদের দাসত্ব করাইবার উদ্দেশ্যে ( তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি করিয়া ) আমাদের পণ্য সমূহের ক্রেতা মাত্রে পরিণত করি তাহা হইলে বিজ্ঞতার নামে আমরা মূর্খতারই পরিচয় দিব।" ( Hansard, vol. 19. page 533, 10-7-1833 ).

লর্ড সলিসবরী বলেন—"ভারতের রক্তমোক্ষণ করিতেই হইবে" অর্থাৎ ( ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ভারতের অর্থ আমাদিগকে শুষিতেই হইবে। ) ( Par. return [ c. 3086—1 ], 1881 ).

মিষ্টার ব্রাইট্ বলিয়াছেন—"ভারতের কৃষকেরা ও অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে।" ( House of Commons, 14-6 1858 ) "ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে আমাদের এরূপ ভাবে শাসন করিতে হইবে যে সে শাসন যেন মুষ্টিমেয় ইংরেজের অথবা এই জন প্রতিনিধিসভা যাহাদের গুণগানে মুখরিত সেই ইংরেজ কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থসাধক না হয়। ইচ্ছা করিলে আপনারা কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ভারতকে শাসন করিতে পারেন; কিন্তু ভারতের স্বার্থসিদ্ধির দ্বারাই যেন ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। ভারতের

সহিত আমাদেব যে সম্বন্ধ বিদ্যমান সে সম্বন্ধের সুযোগ দুইভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা লাভবান্ হইতে পারি। আমরা যেমন ভারতবাসিদেব ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন কবিযা ধনী হইতে পাবি, তেমনি আবার তাহাদের সঙ্গে ব্যবসায় সম্পর্ক বাখিযাও ধনী হইতে পাবি। ব্যবসায সাহায্যে ধনী হওযাই আমি সমীচীন বলিয়া মনে কবি। কিন্তু ভারতের সহিত ব্যবসায় করিযা ইংলণ্ড ধনী হইতে চাহিলে ভাবতকেও ধনী বাখা আবশ্যক।" ( House of Commons,-24-6-1858 )

যেরূপ শাসন পদ্ধতিকে মিষ্টাব ব্রাইট্ লুণ্ঠন আখ্যা দিযাছেন সে পদ্ধতি যতদিন না পববর্ত্তিত হইতেছে ততদিন ভাবতবাসীব পক্ষে. ধনশালী হওযা অসম্ভব।

"আমি বলি যে, ২৫ কোটী লোকেব শাসনভার যাহাদের হাতে সেই শাসক-মণ্ডলী ( Government ) মাত্রাতিরিক্ত কব আদায় কবিযাও যখন নিজেদেব খবচা কুলাইতে পাবেনা, আব যখন সেজন্য তাহাদিগকে আবও দশকোটী পাউণ্ড ধাব করিতে হয তখন তাহাদেব শাসন ব্যবস্থাব মধ্যে অবশ্যই এমন কোন সাংঘাতিক ত্রুটী আছে যাহার ফলে অচির ভবিষ্যতে উক্ত শাসক মণ্ডলীকে ও তাহারা যে জাতিব প্রতিনিধি সে জাতিকে বিশেষভাবে বিপদাপন্ন ও অপমানিত হইতে হইবে।" (Speech in the Manchester Townhall 11-12-1877 )

মিষ্টাব ফস্ওয়েট্ ( Mr. Fowcett ) বলেন—"লর্ড মেট্কাফ্ ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে আমাদের শাসন ব্যবস্থাব প্রধান ত্রুটী এই যে সুবিধাগুলি এক শ্রেণীর লোক ভোগ করিতেছে আব খাটিবার ভার কিন্তু অন্য শ্রেণীর স্কন্ধে চাপান হইযাছে।" ( Hansard, vol 191, page 1841, 5-5-1868 ).

বর্ত্তমান ব্যয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সার্ জর্জ্জ উইন্‌গেট বলিয়াছেন ( A few words on our financial relations with India"—London Richardson Bross 1859 )—"যে দেশ হইতে কর সংগৃহিত হয় সেদেশেই তাহা খরচ করিলে যে ফল হয়, একদেশে কর আদায় করিয়া অপর দেশে তাহা খরচ করিলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ফল ফলে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রজাদের নিকট হইতে যে কর আদায় করা হয়—তাহা আবার ( সে দেশের ) শ্রমজীবিদের হাতে ফিরিয়া যায়। * * * কিন্তু যে দেশে কর আদায় করা হয় সে দেশে যদি তাহা খরচ না হয় তাহা হইলে অবস্থাটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দাঁড়ায় * * * উহার ফলে * * * ( সে দেশের ) সম্পূর্ণই ক্ষতি হয়, এবং কর প্রপীড়িত দেশ হইতে যে টাকাটাই অন্যদেশে লইয়া যাওয়া হয় তাহা ( সে দেশের পক্ষে ) জলে ফেলিয়া দেওয়ারই অনুরূপ হয়। * * * এ পর্য্যন্ত আমরা ভারতবর্ষ হইতে যে কর আদায় করিয়া আসিয়াছি—( ভারতবাসীর পক্ষে ) উহা জলে ফেলিয়া দেওয়ারই অনুরূপ হইয়াছে * * *। নিষ্ঠুর করভারে ভারতবর্ষ যেরূপভাবে প্রপীড়িত হইতেছে তাহা এ ব্যাখ্যা হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।"

"ন্যায়ের তুলাদণ্ডে অথবা আমাদের নিজে স্বার্থের দিক হইতেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভারতের রাজস্ব গ্রহণ প্রথা কি মনুষ্যত্ব, কি সহজ বুদ্ধি, কি ধন বিজ্ঞানের গৃহিত সূত্রাবলি—সকলটারই বিরোধী।"

লর্ড লরেন্স, লর্ড ক্রোমার এবং সার্ আকলেণ্ড কলভিন ও অপর সকলে প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রিটিশ ভারতের প্রজাবৃন্দের আর্থিক অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়, আর জগতের মধ্যে যাহারা অধিক প্রশংসা ও বেতন

লাভ করিতেছেন, যাহারা ইংলণ্ডের শাসকবর্গের শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত, সেই শাসকদিগের শতবর্ষ ব্যাপী ব্যয় ব্যবস্থার পরেও ভারতের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে শতবর্ষ পূর্ব্বে সার্ জনশোর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতিতে ভারতের যতটা লাভ হয় ক্ষতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সার যে, পি, উইল-প্রাই, মিষ্টার মেকুলম্, মিষ্টার আরবুথুট, মিষ্টার মেঙ্গনেঙটন্, স র ই, পেরি —ভারতসচিবের পরামর্শ সভার এই পাঁচজন সভ্যকে লইয়া যে কমিটী গঠিত হইযাছিল, ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সেই কমিটী বলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে বিটিশ গভর্ণমেণ্ট খুবই মজবুত—এই অভিযোগটা ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টকে সহিতে হইতেছে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনও পত্রে অত্যন্ত জোরের সহিত একথাই বলিয়াছেন। সেই পত্রখানা কমিশনের দেখা উচিত। (Report of the First Indian National Congress page 33 )

লর্ড লিটন বলিয়াছেন—( Par. return c. 2376, 1870, page, 15 )—( এই উক্তি ১০৮—১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। )

আর্‌গাইলের ডিউক বলিয়াছেন—( Speech in 'House of Lords 18-3-1897) "আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, (ভারতকে) আমরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি তাহার কোনটীই আমরা প্রতিপালন করি নাই এবং ( ভারতের ) প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহাও সম্পাদন করি নাই।"

( ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ) লর্ড নর্থব্রুক ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের পার্লেমেণ্টের আইন, ১৮৫৮ অব্দের মহারাণীর বিখ্যাত ধর্ম্মভাবব্যঞ্জক ঘোষণা পত্র এবং কোম্পানীর পরিচালকদিগের কৈফিয়তি পত্র সমূহ মত কাজ করি-

বার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ( Hansard, vol 277, page 1792 and page 1728, 9-4 1883 ) লর্ড সলিসবরি এই উত্তর দেন "মহাশয়গণ এইসব রাষ্ট্রীয় কপটতার আবশ্যকতা যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

যে আইন সম্বন্ধে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন "আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গর্ব্ব করিব যে, তাহারা এই আইনের অন্তর্গত উক্ত বিধিটী প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন আমি তাদেরই মধ্যে অন্যতম," যেই বিধিটীকে তিনি বিচক্ষণতাপ্রসূত, হিতকর ও উদার ভাবপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই বিধিটীর সমর্থন করিতে যাইয়া লর্ড ল্যান্সডাউন এক উদারতাপূর্ণ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "উহার উপরেই দশ কোটী প্রাণীর সুখদুঃখ" নির্ভর করিতেছে এবং উহার প্রবর্ত্তনায় যে "রাজসরকারের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে" তাহাতে তিনি 'বিশ্বাসবান'—সেই বিধিযুক্ত আইন ও ব্রিটীশ জাতীর পক্ষ হইতে রাণী যে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহা—এই উভয়ই লর্ড সলিসবরীর মতে 'রাষ্ট্রীয় কপটতা'। ব্রিটিশ জাতির সুবিচার ও সত্যপরায়ণতার বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও অধিকতর ক্ষতিকর অপবাদ আর কি হইতে পারে?

ডিভন সায়ারের ডিউক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে "সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপীয় শাসনবর্গের হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে ভারতবাসিদের অবস্থার উন্নতি করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই একথা স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে বলিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" ( House of Commons 23-8-883 )

যেদিন হইতে ভারতের সহিত বৃটিশদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার ও রক্ষার জন্য

ভারতকে সকল রকম ব্যয়ভারই বহন করিতে হইতেছে, এইরূপ সব ব্যয়ের ফলে এবং ভারতের 'রক্ত মোক্ষণ' করিয়া অথবা তাহাকে 'ক্রীতদাসে' পরিণত করিয়া ব্রিটেন যে সকল বড় বড় সুবিধা ও উপকার লাভ করিয়াছে সে সকলের পরিবর্ত্তে ব্রিটেন (গত আফ্‌গান যুদ্ধের মত, দু'একটি ক্ষেত্রে সামান্য যাহা সাহায্য করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আর কখনও সেই ব্যয়ের সঙ্গত অংশ প্রদান করেন নাই। সুতরাং যাহাতে এই উভয় দেশ সঙ্গতভাবে ব্যয়ভার বাটিয়া লয় তাহা স্থির করাও আপনাদের এই কমিশনের একটি গুরুতর কার্য্য।

"ব্রিটীশ জাতির সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ও ক্ষতিকর অপবাদ শুনা যাইতেছে" পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ গুলি সে সকলেরই অন্তর্ভুক্ত অথচ গ্রেটব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে "ভারতের প্রতি ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে উৎসুক।" টাইমস পত্রিকা যে কথাটি বলিয়া তাহাদের প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। তাহারা বলিয়াছেন "রয়েল কমিশনের অনুসন্ধেয় ক্ষেত্রের প্রসার সামান্য মাত্রও কমাইলে এই সকল সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে হয়ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে, ফলে ইংলণ্ডে যেমন নৈরাশ্য সমগ্র ভারতবর্ষেও তেমনি গভীর অসন্তোষ জন্মিবে।"

টাইমসের উক্তি যে খুবই সত্য তাহা সার্ হেনরী ফাউলারের কথাতেও বেশ বুঝা যায়। তিনি নিজেই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন পার্লেমেণ্টে ও ভারতে উভয়ত্রই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনা হইয়াছে" (House of Commons 15-8-1894) এই অভিযোগেরই ফলে আপনাদের অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বাণিজ্য ও ভোটের অধিকার সম্বন্ধে ট্রান্সভালের আচরণ সংক্রান্ত

একটী সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষে এ মাসের দশই তারিখের টাইমস্ পত্রিকা লিখিয়াছেন—"দেশের স্বাধীনতা প্রনষ্ট হইলে কেহ হয়ত তাহা তাহার নিজের আর্থিক উন্নতির আশায় ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিলেও করিতে পারে; পক্ষান্তরে কেহ হয়ত বা স্বাধীনতাকে অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করিয়া উক্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহার আর্থিক সমৃদ্ধির দিকে ফিরিয়া নাও চাহিতে পারে, কিন্তু যখন একসঙ্গেই দেশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উভয়ই নষ্ট হইতে বসে তখন সভ্য জগতে শান্তিরক্ষা করিবার উপায়গুলি অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।"

সুতরাং ভারতবাসী যখন দেখিতেছে যে, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি ও ব্যয়-ব্যবস্থার ফলে তাহার আর্থিক সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দেশের শাসন কার্য্যে ও ব্যয় ব্যবস্থায় তাহার কোন কথাই খাটে না উপরন্তু সকল ভারই একলা তাহার মাথার উপরেই চাপান হইতেছে—যখন এক সঙ্গেই দেশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উভয়ই নষ্ট হইতে বসিয়াছে তখন সভ্য জগতে শান্তিরক্ষা করিবার উপায় গুলি অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের ভূমিসংক্রান্ত রাজস্ব সম্বন্ধে সার্ লুই মেলেট যে একখানি মিনিট বা বিবরণী লিখেন সেই বিবরণীর শেষে তিনি যে কয়টী কথা বলিয়াছেন সে কথা কয়টী ভারতের ব্যয় ব্যবস্থার পরিচালন ও উহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবেই প্রযুজ্য; তরাং সেই কথা কয়টীর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন ( Par return; C 30861, 1881. Page 135 ) রতবর্ষে আমরা যে আইন চাহিয়াছি তাহা অনবরতই প্রতিহত হইয়া

আসিতেছে, অথচ আমরা রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার বীজ একেবারে নষ্ট করিয়া না দিয়া এক একটা লক্ষণ যেমন প্রকাশ পাইতেছে অমনি কেবল সেই লক্ষণটীরই চিকিৎসা করিতেছি। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় আমাদের তাচ্ছিল্য বা ভীরুতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ সমস্যাটী কি দিন দিনই কঠিন হইয়া উঠিতেছে না? এবং আজ যাহা আমাদের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে কাল কি তাহাই আমাদের উত্তরবর্ত্তি-দিগের নিকট কঠিনতম হইয়া উঠিবে না?

এই কমিসনের সম্বন্ধে আমার এরূপ ধারণা যে কমিসন যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন তাহাদিগকে কোন দলবিশেষের প্রতিনিধি বা কোন মত বা কার্য্যবিশেষের সমর্থকস্বরূপ মনে করা হইবে না—আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত সর্ত্তটা বুঝিবার পক্ষে তাহারা কমিসনের সহায়ক বলিয়া গণ্য হইবে।

আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আগামী অধিবেশনে আমার এই পত্র খানি কমিসনের সমক্ষে পেশ করেন তাহা হইলে আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান্ মনে করিব। আপনাকে ইহাও জানাইতেছি যে, যাহাতে কমিসনের সভ্যগণের প্রত্যেকেই পূর্ব্ব হইতেই এই পত্রের বক্তব্য বিষয় জানিতে পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদের প্রত্যেককেই এই পত্রের একখানা করিয়া নকল পাঠাইলাম। ইতি—

বশংবদ,

দাদাভাই নৌরোজী



সমাপ্ত।